‘কিতাবুয যুহ্দ’ গ্রন্থের অনুবাদ

মুমিনের পাথেয়

২

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.

বায়ান

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‘কিতাবুয যুহ্দ’ গ্রন্থের অনুবাদ

মুমিনের পাথেয়

২

মুমিনের পাথেয়

মূল

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক رحمه الله

[মৃত্যু ১৮১ হিজরি]

তাহকীক

আহমাদ ফরীদ

অনুবাদ

আবদুস সাত্তার আইনী

মুমিনের পাথেয় (২য় খণ্ড)

ISBN: 978-984-8041-73-4

প্রথম সংস্করণ:
মহররম ১৪৪২ হিজরি/ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

সম্পাদনা:
মাকতাবাতুল বায়ান সম্পাদনা-পরিষদ

অনলাইন পরিবেশক:
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়: বই কারিগর ০১৯৬৮৮৪৪৩৪৯

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৩৭০ টাকা

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪

maktabatulbayan
www.maktabatulbayan.com

সূচিপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

মানুষ চলে যায়, কর্মগুলো রয়ে যায়

যাদের চিন্তা কেবল পেট ও যৌনাঙ্গ

৫৬৮. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "যার চিন্তা কেবল পেট ও যৌনাঙ্গ, কিয়ামাতের দিন তার আমলনামা বরবাদ হয়ে যাবে।"[১]

কুপ্রবৃত্তিই হবে মানুষের ধর্ম

৫৬৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "এমন-এক যুগ আসবে, যখন প্রত্যেকের চিন্তা হবে তার পেট; আর কুপ্রবৃত্তি হবে তার ধর্ম।"[২]

গরুর মতো আহার ও মলত্যাগ

৫৭০. ইবরাহীম ইবনু নাশীত বলেন, এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু হারিস রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে দুইজন লোক এল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "অভিনন্দন।" এ কথা বলে তিনি হেলান দেওয়ার

---

[১] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

বালিশটি তাদের সামনে এগিয়ে দিলেন। তারা বলল, “আমরা আরাম করতে চাই না। আমরা আপনার কাছে এমন-কিছু বিষয় শুনতে এসেছি যার দ্বারা আমরা উপকৃত হব।” তিনি বললেন, “যে লোক তার মেহমানকে সম্মান করে না সে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দলভুক্ত নয় এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কল্যাণ[৩] হোক সেই বান্দার, যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে সন্ধ্যা যাপন করে এবং টুকরো রুটি ও শীতল পানীয় দিয়ে ইফতার করে। ধ্বংস হোক ওই সকল লোকেরা, যারা (গরুর মতো খায় ও) গরুর মতো মলত্যাগ করে; (আর অধীনস্থদেরকে এ ধরনের আদেশ দিতে থাকে—) অ্যাই গোলাম, এটা ওঠাও, ওটা রাখো। এই সময়টাতে তারা আল্লাহ তাআলার যিকর করে না।”[৪]

বাবুগিরি না দেখানো

৫৭১. শুরাহবীল ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “পরিবারের কাছে দিনের-পর-দিন মেহমানের মতো থাকা অত্যন্ত খারাপ ব্যাপার। প্রতিদিন যার যা জোটে ওটাই কি সে খেতে পারে না?”[৫]

বিরক্তিহীন দশটি বছর

৫৭২. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমি দশ বছর নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমত করেছি। তিনি যেমন চাইতেন আমার সব কাজ তেমন হতো না। এজন্য তিনি আমাকে কখনও উফ শব্দটিও বলেননি। কখনও এটাও বলেননি যে, এই কাজটি কেন করলে?”[৬]

রোজা রাখার অজুহাত

৫৭৩. হারুন ইবনু ইবরাহীম বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, রোজা রাখো, কিন্তু বাড়াবাড়ি কোরো না। জিজ্ঞেস করা হলো, সেটা কী রকম? তিনি বললেন, কাউকে এমন কথা বলা যে, এই জিনিসটি আমার জন্য উঠিয়ে রাখো, ওই জিনিসটি উঠিয়ে রাখো। আমি তো আগামীকাল রোজা রাখতে চাই।[৭]

---

[৩] তুবা (طوبى)-এর অর্থ কল্যাণ; অন্য অর্থে এটি জান্নাতের নাম বা জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম।

[৪] আবূ দাউদ, কিতাবুয্ যুহ্দ, ৪০৪। হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, ৫৬৯১; আবূ দাউদ, সুনান, হাদীস নং ৪৭৭৩।

[৭] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাকতু।

উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুনিয়াবিমুখতা

৫৭৪. সাবিত ইবনু আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু একবার পানি খেতে চাইলে তাঁর জন্য এক পাত্র মধু পরিবেশন করা হলো। তিনি পাত্রটি হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন, পান করব তো (ঠিক আছে), কিন্তু এরপর এর মিষ্টতা শেষ হয়ে যাবে এবং তলানিটুকু পড়ে থাকবে। কথাটা তিনি তিনবার বললেন। তারপর ওখানে উপস্থিত একজন লোকের হাতে পাত্রটি তুলে দিলেন। লোকটি তা পান করে নিল।[৮]

যা দুনিয়া ও আখিরাতকে বরবাদ করে দেয়

৫৭৫. আবুর রবী' বলেন, আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি ভাগাড়ের দিকে তাকিয়ে বলতে শুনেছি, "এটা তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই হরণ করে নিয়ে যায়।"[৯]

তিনটি হাদীস বর্ণনা

৫৭৬. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই সময়ে তিনটি হাদীস বলেছেন।

১. তিনি মদীনার এক রাস্তায় একটি ভাগাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বললেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْمَزْبَلَةِ

"কেউ যদি দুনিয়ার চাকচিক্য ও ধন-সম্পদের দিকে তাকিয়ে থেকে সুখ পায়, সে যেন এই ভাগাড়ের দিকে তাকায়।"

২. তারপর বললেন,

لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ ذُبَابٍ، مَا أَعْطَى كَافِرًا مِنْهَا شَيْئًا

"দুনিয়া যদি আল্লাহ তাআলার কাছে একটি মাছির ডানার সমানও মূল্য রাখত, তা হলে তিনি কোনো কাফিরকে দুনিয়ার কিছুই দিতেন না।"[১০]

৩. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারপর মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। মৃত্যুর দুশ্চিন্তা, যন্ত্রণা ও ভীতির কথা বললেন। তিনি বললেন,

---

[৮] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৯] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১০] এই হাদীসটির সমার্থবোধক আরও হাদীস রয়েছে। আলবানি, আস-সিলসিলাতুস সহীহা, ৯৪৩।

ثَلَاثُ مِائَةِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ

"তরবারির তিন শ আঘাতের চেয়েও (মৃত্যুর যন্ত্রণা) বেশি।"[১১]

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

৫৭৭. আতা খুরাসানি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর একজন নবি নদীর কিনার দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি লোককে দেখতে পেলেন মাছ শিকার করছে। লোকটি বিসমিল্লাহ বলে জাল ফেলল। কিন্তু তার জালে একটি মাছও উঠল না। আল্লাহর নবি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আরেকজন লোককে মাছ শিকার করতে দেখলেন। সেই লোকটি বিসমিশ-শায়তান (শয়তানের নাম নিয়ে শুরু করলাম) বলে জাল ফেলল। তার জালে অনেকগুলো মাছ উঠল। এভাবে সে প্রচুর মাছ ধরল। এর ফলে সে মাছ শিকারে বিরক্তি বোধ করল। এ ঘটনা দেখে আল্লাহর নবি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, যে লোকটা তোমাকে ডাকল এবং তোমার সঙ্গে কাউকে শরিক করল না তাকে তুমি এইভাবে পরীক্ষা করলে যে, তার জালে কিছুই উঠল না! আর এই লোকটা যে তোমাকে ছাড়া অন্যকে ডাকল, তাকে তুমি এইভাবে পরীক্ষা করলে যে, তার জালে প্রচুর মাছ উঠল; এমনকি মাছের প্রাচুর্যের কারণে সে বিরক্ত হয়ে গেল! আমি জানি যে, এ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে রয়েছে। এই ঘটনার ব্যাখ্যা কী? আল্লাহ তাআলা তখন (ফেরেশতাদের উদ্দেশে) বললেন, আমার ওই দুই বান্দার (মর্যাদার ও অমর্যাদার) অবস্থান উন্মোচন করে দাও। আল্লাহ তাআলা তাঁর নাম উচ্চারণকারী বান্দার জন্য যে সম্মান প্রস্তুত রেখেছেন এবং শয়তানের নাম উচ্চারণকারী বান্দার জন্য যে লাঞ্ছনা প্রস্তুত রেখেছেন, তা ওই নবিকে দেখিয়ে দিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি (আপনার ফয়সালায়) সন্তুষ্ট আছি।"[১২]

জান্নাতে প্রবেশের পর সব কষ্ট ভুলে যাওয়া

৫৭৮. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "দুনিয়ার সবচেয়ে ধনাঢ্য কাফিরকে কিয়ামাতের দিন উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাআলা তার উদ্দেশে বললেন, একে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করো। (নিক্ষেপের

---

[১১] হাদীসগুলো মুরসালরূপে বর্ণিত। এর সমার্থবোধক হাদীস রয়েছে যেগুলো মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত।

[১২] আতা পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।

পর) তাকে বলা হবে, তুমি কি কখনও সুখের দেখা পেয়েছ? সে বলবে, না। তারপর দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন বিপদ-আপদে আক্রান্ত মুমিনকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, একে চূড়ান্তভাবে জান্নাতে প্রবেশ করাও। (প্রবেশ করানোর পর) তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনও কোনো কষ্ট দেখেছ? সে বলবে, না।"[১৩]

পাপাচারীর ধন-সম্পদ দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া যাবে না

৫৭৯. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো পাপাচারীর ধন-সম্পদ দেখে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হোয়ো না। কারণ, নিশ্চয় তার পেছনে রয়েছে এক লোভী অন্বেষণকারী, তার তালাশের পরিণাম হলো জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

"তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত হয়ে যাবে আমি তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দেব।"[১৪]-[১৫]

অবৈধ সম্পদের পরিণাম

৫৮০. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "পূর্ববর্তী নবিগণের একটি কিতাবে পেয়েছি আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কারও দুই হাত প্রসারিত করে রক্তপাত ঘটানো দেখে বিস্মিত হোয়ো না। তার জন্য আল্লাহর কাছে একজন প্রাণ-হরণকারী রয়েছে, যে মৃত্যুবরণ করে না। যে লোক অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করেছে তার ব্যাপারেও মুগ্ধ হোয়ো না। সে ওই সম্পদ থেকে যা ব্যয় করবে তাতে কোনো বরকত দেওয়া হবে না। সে তা থেকে যা দান করবে তা আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না, বরং তিনি এই সম্পদকে তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় বানিয়ে দেবেন। কোনো সম্পদশালীর ব্যাপারে তার সম্পদের কারণে উল্লসিত হোয়ো না। কারণ, নিশ্চয় তুমি জানো তার মৃত্যুর পর কোথায় হবে তার আবাসস্থল।"[১৬]

---

[১৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে সহীহ সনদের সঙ্গে বর্ণিত। অন্য কিতাবে সহীহ সনদের সঙ্গে মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, হাদীস নং ২৮০৭;ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৪৮, ২৪৯।

[১৪] সূরা ইসরা/বানী ইসরাঈল, আয়াত ৯৭।

[১৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত , সনদ দুর্বল। আগের হাদীসটি এই হাদীসের অর্থ সমর্থন করে।

[১৬] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ পর্যন্ত হাদীসটির সনদ দুর্বল।

সম্পদ উপার্জনের উৎস যদি পাপাচার হয়

৫৮১. কাসিম ইবনু মুখাইমারাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمًا، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جُمِعَ ذَلِكَ جَمِيعًا، ثُمَّ قُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ.

"যার সম্পদ উপার্জনের উৎস হলো পাপাচার, সে যদি ওই সম্পদ দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখে, দান করে বা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবুও তার সবগুলো একত্র করে তার সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[১৭]

আত্মসুখ ও ধবধবে সাদা পোশাকের ধোঁকা

৫৮২. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আত্মসুখে নিমগ্ন কত মানুষ নিজেকে লাঞ্ছিত করে। কত শুভ্র পোশাক পরিধানকারী আছে যারা তাদের দ্বীনকে কলুষিত করে।"[১৮]

বিপদ ও সমৃদ্ধি

৫৮৩. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম বলেছেন, "বিপদ-আপদ ধৈর্যশীলকে প্রাচুর্যের দিকে নিয়ে যায়। আর প্রাচুর্য পাপাচারীকে নিয়ে যায় বিপদাপদের দিকে।"[১৯]

যে প্রবঞ্চনার শিকার

৫৮৪. সা'দ ইবনু মাসউদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যদি দেখো যে, কারও দুনিয়ার (প্রাচুর্য) বেড়েই চলছে অথচ আখিরাতের (আমল) কমে যাচ্ছে; আর সে এই অবস্থাতেই অটল ও সন্তুষ্ট আছে, তবে সে ব্যক্তি প্রতারণার শিকার। তাকে নিয়ে খেলা করা হচ্ছে অথচ সে টেরও পাচ্ছে না।"[২০]

চারটি স্বভাব একত্র হলে

৫৮৫. উহাইব ইবনু ওয়ারদ থেকে বর্ণিত, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম বলেছেন, "কারও মাঝে চারটি স্বভাব একত্র হলে তাকে দেখে সবাই অবাক

---

[১৭] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

[১৮] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১৯] ঈসা আলাইহি সালাম থেকে বর্ণিত ঘটনা।

[২০] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

হয়, অথবা তা ব্যক্তিকে আনন্দিত করে—১. চুপ থাকা, এটি হলো প্রথম ইবাদাত। ২. আল্লাহর জন্য বিনয়। ৩. দুনিয়াবিমুখতা। ৪. সম্পদের স্বল্পতা।"[২১]

ধৈর্যই সুখকর জীবনের চাবি

৫৮৬. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "নিশ্চয় আমরা ধৈর্যধারণের মাধ্যমে সুখকর জীবনযাপনের সন্ধান পেয়েছি।"[২২]

উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহারই হলো সচ্ছলতা

৫৮৭. হিশাম ইবনু উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খুতবায় বলেছেন, "জেনে রাখো, লোভই হলো দরিদ্রতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহার করাই সচ্ছলতা। মানুষের কাছে যা রয়েছে তার ব্যাপারে যে আশা পরিত্যাগ করেছে সে তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে।"[২৩]

সবকিছু দুই ভাগে বিভক্ত

৫৮৮. আবূ হাযিম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি সমস্ত বস্তুকে দুইভাগে বিভক্ত পেয়েছি। ১. যেসব বস্তু আমার এবং ২. যেসব বস্তু আমার নয়। যা কিছু আমার হবে, তা যদি বাতাসের লেজেও ঝুলতে থাকে তবুও আমি তা অর্জন করব। আর যা কিছু আমার হওয়ার নয়, সমস্ত সৃষ্টি মিলেও যদি তা আমার অধিকারে নিয়ে আসার চেষ্টা করে, তারা তা পারবে না। তা হলে আর দুশ্চিন্তা কেন?"[২৪]

ধনভাণ্ডার আসমানে রাখাই উত্তম

৫৮৯. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কেউ যদি তার ধনভাণ্ডার আসমানে রাখতে পারে, তবে সে যেন তা-ই করে। যাতে শুঁড়পোকা[২৫] তা খেতে না পারে, চোর যেন তা নিতে না পারে। নিশ্চয় প্রত্যেক

---

[২১] ইবনু আবী আসিম, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৪৮।

[২২] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, ১১৭, হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৫০। হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২৪] এই হাদীসের সনদে অজ্ঞাত রাবী রয়েছেন।

[২৫] السُّوسُ বা উইভিল : কোলিওপ্টেরা বর্গভুক্ত গুবরে পোকাদের জ্ঞাতি একদল পতঙ্গের সাধারণ নাম। এরা বাংলাদেশে শুঁড়পোকা নামে পরিচিত। ক্ষেত্র-বিশেষে এরা ক্ষতিকারক ও বালাই-বিস্তারক।

মানুষের অন্তর তার ধনভাণ্ডারের কাছে পড়ে থাকে।”[২৬]

মানুষ থাকে তার সম্পদের সঙ্গে

৫৯০. আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একজন আনসারি লোক এল। বলল, হে আল্লাহর রাসূল, মৃত্যুকে আমার পছন্দ হয় না কেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন— هَلْ لَكَ مَالٌ؟ “তোমার কি সম্পদ আছে?” লোকটি বলল, জি। তিনি বললেন, فَقَدِّمْ مَالَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ “তা হলে এ সম্পদ তোমার আগে পাঠিয়ে দাও (আল্লাহর পথে ব্যয় করো)।” লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

فَإِنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَالِهِ، إِنْ قَدَّمَهُ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَهُ، وَإِنْ خَلَّفَهُ أَحَبَّ أَنْ يَتَخَلَّفَ مَعَهُ

“মানুষ থাকে তার সম্পদের সঙ্গে। সে যদি তার সম্পদ (পরকালের জন্য) আগেই পাঠিয়ে দেয় তবে সে তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। আর যদি পেছনে (কুক্ষিগত করে রাখে) তা হলে সে তার সম্পদের সঙ্গেই পেছনে পড়ে থাকতে চায়।”[২৭]

ধনের কাছে মন

৫৯১. বিলাল ইবনু সা’দ থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে অন্তরের বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করেন।” জিজ্ঞেস করা হলো, অন্তরের বিচ্ছিন্নতা কী? তিনি জবাব দিলেন, “জায়গায় জায়গায় কিছু-না-কিছু সম্পদ জমিয়ে রাখা।”[২৮] (তখন মন সম্পদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকবে।)

কেবল আমলই মানুষের সঙ্গে থাকে

৫৯২. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ

---

[২৬] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৮৮। হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৭] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[২৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২১৯। হাদীসটি মাওকুফ ও এর সনদ মুনকাতি।

أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ

"পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও আমল—এই তিনটি জিনিস মৃতব্যক্তির সঙ্গে যায়। এগুলোর মধ্যে দুটি ফিরে আসে, আর একটি তার সঙ্গে থেকে যায়। তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে, আর সঙ্গে থেকে যায় তার আমল।"[২৯]

মানুষ চলে যায়, কর্ম থাকে

৫৯৩. হাবীব ইবনু আবী সাবিত বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে প্রবেশ করতেন, বলতেন, "হে জনপদ, তোমার অধিবাসীরা কোথায়?" তারপর বলতেন, "তারা গত হয়েছে, রয়ে গেছে কেবল তাদের কৃতকর্মগুলো।"[৩০]

কৃতকর্মগুলো রয়ে যাওয়া

৫৯৪. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সঙ্গে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে হাঁটছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, মুজাহিদ, ডাক দাও—হে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জনপদ, তোমার বাসিন্দারা কোথায়? তাদের কী হয়েছে? মুজাহিদ বলেন, আমি ডাক দিলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনু উমর বললেন, তারা চলে গেছে, কেবল তাদের কৃতকর্মগুলো রয়ে গেছে।"[৩১]

ইবাদাতে প্রচেষ্টা ব্যয় করা

৫৯৫. মালিক ইবনু মিগওয়াল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বললেন, "হে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জনপদ, তোমার বাসিন্দারা কোথায়?" ওখান থেকে কোনো-একটি জিনিস তাঁর কথার জবাব দিল। বলল, "হে রূহুল্লাহ, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি (ইবাদাতে) সচেষ্ট হোন।" অথবা বলল, "আল্লাহর নির্দেশ হলো প্রচেষ্টা করা, সুতরাং আপনি প্রচেষ্টা করুন।"[৩২]

---

[২৯] বুখারি, ৬১৪৯; মুসলিম, ৭৬১৩। হাদীসটি সহীহ এবং মুত্তাফাকুন আলাইহি।

[৩০] হাদীসটির সনদ মুনকাতি ও মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩১] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩০৬, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৩২] মালিক ইবনু মিগওয়াল কর্তৃক বর্ণিত আসার।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অল্প হলেও দান করা

দশ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি

৫৯৬. সুফইয়ান ইবনু উইয়াইনা তাঁর এক সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি কতিপয় আলিমকে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দুনিয়া দিয়েছেন ঋণ হিসেবে। তিনি আবার সেটাই তোমাদের থেকে ঋণ হিসেবে চান। যদি খুশিমনে তা দান করো, তা হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের এক একটি ভালো কাজকে দশ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন। বরং তার চেয়েও বেশি বাড়িয়ে দেবেন। আর তোমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা যদি তোমাদের থেকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে নেন, তখন যদি ধৈর্যধারণ করো এবং সাওয়াবের আশা রাখো, তা হলে তা হবে তোমাদের জন্য শান্তি ও রহমত। আর আল্লাহ (এর বিনিময়ে) তোমাদের জন্য হিদায়াত নিশ্চিত করবেন।"[৩৩]

মুমিনদের জন্য আলোর আসন

৫৯৭. আবূ কাসীর থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বলতে শুনেছেন, "কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। ঘোষণা করা হবে, এই উম্মতের দরিদ্র ও মিসকীন লোকেরা কোথায়? তারা বেরিয়ে আসবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কাছে কী ছিল?

---

[৩৩] কয়েকজন আলিম থেকে বর্ণিত আসার।

তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে (অভাব ও দরিদ্রতা দিয়ে) পরীক্ষা করেছিলেন, তখন আমরা ধৈর্যধারণ করেছিলাম। আপনি এ বিষয়ে সমধিক অবগত এবং তার প্রতিদানদাতা। তারা আরও বলবে, আপনি অন্যদের ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি দিয়েছেন। তাদের উদ্দেশে বলা হবে, তোমরা সত্য বলেছ। তারা অন্য লোকদের থেকে দীর্ঘ সময় আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে ধনাঢ্য ও প্রতাপশালীদের জন্য রয়ে যাবে কঠিন হিসাব। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেদিন মুমিনরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, তাদেরকে নূরের মিম্বর দেওয়া হবে। মেঘেরা তাদের ওপর ছায়া দেবে। তাদের কাছে ওই দিনটা (দুনিয়ার) দিবসের এক প্রহরের চেয়েও কম মনে হবে।"[৩৪]

একটি খেজুর দিয়ে হলেও

৫৯৮. আদি ইবনু হাতিম রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে তার থেকে পানাহ চাইলেন, দুইবার বা তিনবার চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন (যেন তিনি জাহান্নাম দেখতে পাচ্ছিলেন)। তারপর বললেন,

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

"একটি খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, যদি তা-ও না পাও তা হলে একটি ভালো কথার মাধ্যমে হলেও বাঁচো।"[৩৫]

মানুষ থাকবে দান-সদাকার ছায়ায়

৫৯৯. উকবা ইবনু আমির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ ، أَوْ قَالَ: يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ .

"মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক লোক তার দান-সদাকার ছায়াতলে থাকবে।"[৩৬]

---

[৩৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর রাবীগণ বুখারি ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২৩৭।

[৩৫] বুখারি, ১৩৫১; মুসলিম, ২৩৯৬, হাদীসটি সহীহ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি।

[৩৬] বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ৬/৩৬, হাদীসটির সনদ সহীহ।

উত্তম প্রতিনিধিত্ব

৬০০. ইবনু শিহাব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَحْسَنَ اللهُ الْخِلَافَةَ عَلَى تَرِكَتِهِ

"যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে দান-সদাকা করবে আল্লাহ তাআলা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তম উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করবেন।"[৩৭]

আল্লাহ তাওবা কবুল করেন

৬০১. আবদুল্লাহ ইবনু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, "কেউ কিছু দান করলে তা ভিক্ষুকের হাতে পড়ার আগেই তার প্রতিপালকের হাতে যায়। তিনিই তা ভিক্ষুকের হাতে দেন।" আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এটা তো কুরআনেই রয়েছে। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

"তারা কি জানে না যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সদাকা গ্রহণ করেন?"[৩৮]-[৩৯]

উত্তম বস্তু আল্লাহ ডান হাতে কবুল করেন

৬০২. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا طَيِّبًا - إِلَّا كَانَ اللهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ - أَوْ قَالَ فَصِيلَهُ - حَتَّى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ

"কোনো মুসলিম বান্দা যখন উত্তম উপার্জন থেকে কোনো বস্তু দান করে,

---

[৩৭] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[৩৮] সূরা তাওবা : আয়াত ১০৪।

[৩৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আল্লাহ তাআলা তা ডান হাতে গ্রহণ করেন। আল্লাহ তো উত্তম বস্তু ছাড়া সদাকা গ্রহণই করেন না। যেভাবে কেউ তার উটের বাচ্চা লালন-পালন করে বড়ো করে তোলে, আল্লাহও (সেই দানকে) সেভাবে বাড়িয়ে তোলেন। অবশেষে (সদাকার) একটি খেজুর উহুদ পাহাড়ে পরিণত হয়।"[৪০]

সত্তরটি শয়তানের বাধা অতিক্রম করে

৬০৩. আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন পৃথিবীর বুকে কেউ কোনো সদাকা করে, তখন সে তা সত্তরটি শয়তানের চোয়ালের মধ্য থেকে বের করে আনে যারা তাকে সদাকা করতে নিষেধ করছিল।"[৪১]

জান্নাত-জাহান্নামের বেষ্টনী

৬০৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

"জান্নাত অনেক কষ্টকর বিষয় দিয়ে ঘেরা। আর জাহান্নাম বেষ্টিত আছে লোভনীয় বিষয় দিয়ে।"[৪২]

পরিমাণে অল্প হলেও

৬০৫. ইকরিমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ، وَتُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

"একটি খেজুর হলেও সদাকা করো। কারণ তা ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবারণ করে এবং পানি যেভাবে আগুন নিভিয়ে দেয়, সেভাবে পাপ মিটিয়ে দেয়।"[৪৩]

---

[৪০] বুখারি, ১৩৪৪; মুসলিম, ২৩৯০। হাদীসটি সহীহ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি।

[৪১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত। আলবানি, আস-সিলসিলাতুস সহীহা, ১২৬৮।

[৪২] হাদীসটি সনদ দুর্বল; কিন্তু সহীহ সনদের সঙ্গে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

[৪৩] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইয়াতীমের প্রতি সদাচার ও অনুগ্রহ

ইয়াতীমকে দয়া ও মমতা করা

৬০৬. সাবিত ইবনু আজলান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّمًا، كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ بِيَدِهِ عَلَيْهَا حَسَنَةٌ

"যে ব্যক্তি ইয়াতীমের মাথার ওপর দয়া ও মমতার সঙ্গে হাত রাখবে, তার হাতের নিচে যতগুলো পশম পড়বে প্রত্যেক পশমের বিপরীতে সে একটি করে নেকি লাভ করবে।"[৪৪]

ইয়াতীম লালন-পালনকারীর মর্যাদা

৬০৭. সাফওয়ান ইবনু সুলাইম থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ - أَوْ لِغَيْرِهِ - كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى. وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ

"ইয়াতীম কারও নিজের (আত্মীয়) হোক অথবা অপরের, যদি সে

[৪৪] সাবিত ইবনু আজলানের কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে।

(ইয়াতীমের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করে, তা হলে আমি ও ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব।" এ কথা বলে তিনি তর্জনি ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। দুটি আঙুলের মাঝে সামান্য ব্যবধান ছিল।[৪৫]

ইয়াতীমের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হলে

৬০৮. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصْبُعَيْهِ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَكَذَا، وَهُوَ يُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ

"মুসলমানদের সর্বোত্তম ঘর হলো সেই ঘর যেখানে কোনো ইয়াতীম রয়েছে আর তার প্রতি সদাচরণ করা হয়। পক্ষান্তরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘর হলো যেখানে ইয়াতীমের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়।" এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, "আমি ও ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব।"[৪৬]

জান্নাতে নবিজির সঙ্গ

৬০৯. আবূ উমামা বাহিলি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ، لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ، كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ يَدُهُ حَسَنَاتٌ , وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمِهِ، أَوْ يَتِيمِ غَيْرِهِ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ.

"কেউ যদি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, তা হলে তার হাতের নিচে যতগুলো পশম পড়বে প্রত্যেক পশমের বিপরীতে কয়েকটি নেকি লাভ করবে। কেউ যদি তার নিজের ইয়াতীম বা অপরের ইয়াতীমের প্রতি সদাচরণ করে, সে আর আমি জান্নাতে এইভাবে

---

[৪৫] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ; আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সনদে মুত্তাসিলরূপেও বর্ণিত হয়েছে। বুখারি, ৫৬৫৯; মুসলিম, ২৯৮৩।

[৪৬] ইবনু মাজাহ, ৩৬৭৯; বুখারি, আদাবুল মুফরাদ, ১/২৩১। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

থাকব।" এ কথা বলে তিনি তর্জনি ও মধ্যমা মিলিয়ে ইঙ্গিত করলেন।[৪৭]

ইয়াতীমকে পরিবারের সদস্য করে নেওয়া

৬১০. মালিক ইবনু আমর[৪৮] থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"যে-কেউ কোনো মুসলিম ইয়াতীমকে পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করবে, যাতে তার সব প্রয়োজন পূরণ হয়, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে।"[৪৯]

---

[৪৭] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/১৬০, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৪৮] অথবা আমর ইবনু মালিক।

[৪৯] মুসনাদ আহমাদ, ১৯০৪৭, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহি...। আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আলবানি, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ, ২৮৮২।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

কৃপণতা ও স্বার্থপরতা

কৃপণতায় আক্রান্ত জাতি

৬১১. ইসরাঈল আবী মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি : "আল্লাহর কসম, এই জাতিকে কৃপণতা যেভাবে আক্রান্ত করেছে অন্য-কোনো জাতি সেভাবে আক্রান্ত হয়নি। এই জাতিকে যা কিছুর উপদেশ দেওয়া হয়েছে অন্য-কোনো জাতিকে তা দেওয়া হয়নি।"

তারপর তিনি এই জাতির শুরুর অবস্থা, তাদের পরস্পরের জন্য খরচ করা, তাদের পারস্পরিক দয়া ও সৌহার্দের কথা উল্লেখ করেন। আবারও বলেন, "এই জাতিকে যা কিছুর উপদেশ দেওয়া হয়েছে অন্য-কোনো জাতিকে তা দেওয়া হয়নি। এই জাতিকে কৃপণতা যেভাবে আক্রান্ত করেছে অন্য-কোনো জাতি সেভাবে আক্রান্ত হয়নি। এমনকি একটি দিরহামের জন্য তাদের একজন আরেকজনের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতেও ছাড়ে না। একজন আরেকজনের ওপর চেপে বসে, একজন আরেকজনের ওপর পীড়াপীড়ি করে।"[৫০]

আল্লাহর উদ্দেশে অন্তরকে সমর্পণ

৬১২. ইসরাইল আবী মূসা বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি : "ইসলাম—ইসলাম কী? ইসলাম হলো অন্তরকে আল্লাহর উদ্দেশে সমর্পিত করা এবং প্রত্যেক মুসলমান ও চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে[৫১] নিজের কাছ থেকে

[৫০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৫১] যাদের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে বা যাদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে।

নিরাপদ রাখা।"[৫২]

কারও মৃত্যুর পর তার পরিবারকে দেখাশোনা

৬১৩. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আহ! যদি কোনো লোক আরেক লোকের (বা তার ভাইয়ের) মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার পরিবারের (ও সন্তানদের) দেখাশোনা করত!"[৫৩]

টাকার দাসের শিষ্টাচারহীনতা

৬১৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "পূর্ববর্তী যুগের মানুষজন একজন আরেকজনের সাথে দেখা হলে বলতেন—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، وَلَهُ، وَأَدْخِلْنَا وَإِيَّاهُ الْجَنَّةَ،

'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং তাকেও ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তাকেও প্রবেশ করান।' কিন্তু মানুষ যখন টাকার দাস হয়ে যায় তখন এসব আদব-শিষ্টাচার থেকে অনেক দূরে চলে যায়।"[৫৪]

ধনীদের কপট ভালোবাসা

৬১৫. আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমাদের ধনী ভাইয়েরা কতই না ন্যায়পরায়ণ! তারা আমাদেরকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে কিন্তু দুনিয়াতে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তাদের সাথে দেখা হলে বলে, হে আবুদ দারদা, আপনাকে আমি ভালোবাসি। অথচ আমার যখন কোনো প্রয়োজন পড়ে, তখন সে কোনো সাহায্যই করে না।"

আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি ধনীদের মনে মৃত্যুর সময় আমাদের মতো হওয়ার ইচ্ছে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের মতো হওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই। তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুর সময় বলে, ইশ, আমি যদি দরিদ্র-নিঃস্ব মুহাজির হতাম!"[৫৫]

---

[৫২] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৪/২৩, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৬১, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৫৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৫৫] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক

মুমিন মুমিনের অঙ্গ

৬১৬. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের অঙ্গ; একজনের কাছে আরেকজনের প্রয়োজন রয়েছে, একজনের কাছে আরেকজনের আশ্রয় রয়েছে। তাদের একজনের আনন্দে অপরজন আনন্দিত হয়, একজনের দুঃখে অপরজন দুঃখিত হয়। একজন মুমিন তার অপর ভাইয়ের আয়না। সে যখন তাকে এমন কাজ করতে দেখে যা তার মনঃপূত নয় বা যথার্থ নয় তখন তাকে সরল পথ দেখায়, যথাযথ পরমার্শ দেয় এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়। গোপনে ও প্রকাশ্যে একে-অপরের ভালোমন্দের খেয়াল রাখে। নিশ্চয় তোমার বন্ধুর কাছে তোমার অধিকার রয়েছে; তোমার এই অধিকারও রয়েছে যে তুমি যাকে ভালোবাসো সে তোমাকে স্মরণ করবে। তাই খুব ভালো করে যাচাই-বাছাই করে বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গীসাথি নির্বাচন করবে।"[৫৬]

মুসলমানদের অপছন্দনীয় বিষয় পরিহার

৬১৭. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসওয়াদ ইবনু সারী'

---

[৫৬] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।

প্রথম ব্যক্তি যিনি বসরার মাসজিদে বসে (উপদেশমূলক) গল্প বলতেন। তিনি বসতেন মাসজিদের পেছনের অংশে। একদিন শ্রোতাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে উঠল। মাসজিদের সামনের অংশে থাকা লোকেরা বিরক্ত হলেন এতে। সেখান থেকে মুজালিদ ইবনু মাসউদ উঠে এসে তাদের পাশে দাঁড়ালেন। গল্পের শ্রোতারা তাঁর জন্য জায়গা করে দিলেন। তিনি বললেন, না, বসব না। আসলে যদিও আপনারা সত্যকথার মজলিসে বসে আছেন, কিন্তু আপনাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে উঠছে। এতে মাসজিদে সমবেত মানুষেরা বিরক্ত হচ্ছেন। মুসলমানরা যা অপছন্দ করেন, তা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। আল্লাহ আপনাদের রহম করুন। গল্পের শ্রোতারা বললেন, আল্লাহ আপনাকেও রহম করুন। আমরা আপনার নসিহত মেনে নিলাম।"[৫৭]

ভুল হলে গোপনে বলা

৬১৮. আমর ইবনু শুরাহবীল থেকে মুররা বর্ণনা করেছেন, "কাজি শুরাইহের আগে কুফার কাজি ছিলেন সালমান ইবনু রবীআ। একবার তিনি উত্তরাধিকার-বণ্টন-বিষয়ক একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভুল করলেন। তখন (সকলের সামনে) তাঁকে আমর ইবনু শুরাহবীল বললেন, সঠিক সিদ্ধান্ত এরকম এরকম। এতে সালমান ইবনু রবীআ যেন রাগ করলেন। ঘটনাটি মিটমাটের জন্য আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পেশ করা হলো। তিনি তখন কুফাতেই ছিলেন। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, হে সালমান, তোমার উচিত ছিল রেগে না যাওয়া। আর হে আমর, তোমার উচিত ছিল ব্যাপারটা তার কানে কানে বলা।"[৫৮]

ভালোবাসায় বা ঘৃণায় বাড়াবাড়ি

৬১৯. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মানুষকে স্বাভাবিকভাবে ভালোবাসো, স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণা করো। কিছু গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করেছিল, ফলে তারা ধ্বংস হয়েছে। এবং কিছু গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর ঘৃণায় বাড়াবাড়ি করেছিল, তারাও ধ্বংস হয়েছে। হোক ভালোবাসা অথবা ঘৃণা, কোনো কিছুতেই সীমালঙ্ঘন কোরো না। ভাইয়ের কোনো গোপনীয় বিষয় জানতে পারলে প্রকাশ কোরো না। (মুসলিম) ভাইয়ের

---

[৫৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/১৪২, ২৪৩, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

পেছনে লেগে গোয়েন্দাগিরি কোরো না, কারণ দোষ অন্বেষণ করা নিষেধ। ভাইয়ের তথ্যতালাশ করে বেড়িয়ো না, আবার তার থেকে মুখ ফিরিয়েও নিয়ো না।"[৫৯]

স্বভাবগত দোষক্রটির চারটি চিহ্ন

৬২০. ইসহাক ইবনু রাশিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "কোনো মানুষের স্বভাবগত দোষক্রটির জন্য চারটি বিষয়ই যথেষ্ট :

১. মানুষের গোপনীয় বিষয় (জানা বা) তার সামনে প্রকাশিত হওয়া;
২. মানুষের কৃতকর্মের কারণে তাদের ঘৃণা করা;
৩. মজলিসের অন্য লোকদেরকে কষ্ট দেওয়া এবং
৪. মানুষকে অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা।"[৬০]

সঙ্গীসাথিরা অধিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য

৬২১. মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বলতে শুনেছেন, "আমার কাছে অধিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য হলো আমার সঙ্গীসাথিরা।"[৬১]

অসৎ-সঙ্গের আলামত

৬২২. উতবা ইবনু আবী হাকীম রহিমাহুল্লাহ সুলাইমান ইবনু মূসা থেকে মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন, "অসৎ-সঙ্গের (লক্ষণ) হলো অশ্লীলতা, কৃপণতা ও মন্দ আচরণ।"[৬২]

পূর্ববর্তী কিতাবের কিছু উপদেশ

৬২৩. হাজ্জাজ ইবনু ফারাফিসাহ বলেন, "আমি কিছু কিতাবে পেয়েছি, কেউ পরামর্শ ছাড়া কাজ করলে তা বাতিল ও অর্থহীন। কেউ যদি তার প্রতি জুলুমকারীর কাছ থেকে কথা-কাজ-হাত বা ঘৃণার মাধ্যমে তার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ না

---

[৫৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে রহিত।

[৬০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৬১] বুখারি, আদাবুল মুফরাদ, ১২১৮, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬২] হাদীসটি মুরসাল বা মু'দালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

করা হলো তার ইলমে ইয়াকীন। যে-কেউ তার প্রতি জুলুমকারী জালিমের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করল, সে শয়তানকে পরাজিত করল।"[৬৩]

শয়তানই অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়

৬২৪. আবূ রাযীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুদাইল ইবনু বাযওয়ানের কাছে একজন লোক এসে বলল, অমুক লোক আপনাকে গালমন্দ করেছে ও বাজে কথা বলেছে। তিনি বলেন, তাকে যে (এই গর্হিত কাজের) নির্দেশ দিয়েছে তাকেই আমি রাগিয়ে দেব। জিজ্ঞেস করা হলো, কে তাকে নির্দেশ দিয়েছে? তিনি বললেন, শয়তান।[৬৪]

মানসিক দাসত্ব

৬২৫. সুফইয়ান সাওরি বলেন, "হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ যখন ফুদাইল ইবনু বাযওয়ানকে হত্যা করতে চাইলেন, তাঁকে বললেন, আমি কি আপনাকে কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত করিনি? ফুদাইল বললেন, বরং আপনি আমাকে দাসত্বের শেকল পরিয়েছেন। হাজ্জাজ বললেন, কেন? আমি কি আপনাকে অসম্মান করেছি? ফুদাইল বললেন, আপনি আমাকে অপমান করেছেন! হাজ্জাজ বললেন, আপনাকে আজ মেরেই ফেলব। ফুদাইল বললেন, তা হবে বিনা অপরাধে, বিনা অন্যায়ে ও বিনা কারণে। হাজ্জাজ আবারও বললেন, আমি আপনাকে হত্যা করবই। ফুদাইল বললেন, তা হলে আমি আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব। হাজ্জাজ বললেন, মামলায় আমি আপনাকে পরাজিত করব। ফুদাইল বললেন, সেদিন বিচারক তো আপনি থাকবেন না, বিচারক হবেন অন্যকেউ। হাজ্জাজ বললেন, আপনি আর পানির স্বাদটুকুও নেওয়ার সুযোগ পাবেন না। ফুদাইল বললেন, আমি আপনার আগেই (হাউযে কাউসারের) পানির কাছে পৌঁছে যাব।"[৬৫]

অশ্রু ও রক্তবিন্দু

৬২৬. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৬৩] হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৬৪] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৬৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةٍ كَظَمَهَا رَجُلٌ، أَوْ جُرْعَةَ صَبْرٍ عَلَى مُصِيبَةٍ، وَمَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، أَوْ قَطْرَةِ دَمٍ أُهْرِيقَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"ক্রোধ সংবরণ ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করতে গিয়ে (কষ্টের) যে ঢোক বান্দা গিলে ফেলে, সে ঢোক আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে-পড়া অশ্রুবিন্দু এবং আল্লাহ তাআলার পথে প্রবাহিত রক্তবিন্দু আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।"[৬৬]

গালমন্দ হলো শয়তানের প্রতারণা

৬২৭. একজন ব্যক্তি মাকহুলকে বললেন, অমুক লোক আপনাকে গালমন্দ করেছে এবং আপনার নামে গীবত করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তাকে রহম করুন, সে তো (শয়তান দ্বারা) প্রতারিত।[৬৭]

জুলুমের ভয়াবহতা

৬২৮. রাফিউল খাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে লোক মুমিনদের ওপর জুলুম করে সে আল্লাহর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে। কারণ মুমিনরা আল্লাহর প্রতিবেশী ও তারা আল্লাহর আশ্রয়ে রয়েছে। আল্লাহর কসম, কারও প্রতিবেশীর ছাগল বা উটের যদি ক্ষতি করা হয়, আর তার ফলে প্রতিবেশী যদি ক্ষুব্ধ হয়ে রাত্রিযাপন করে, তা হলে আল্লাহ তাআলা ওই প্রতিবেশীর পক্ষে ক্ষুব্ধ হন।"[৬৮]

মুমিনের আগুন

৬২৯. ইয়াযীদ ইবনু মাইসারাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মুমিনের আগুন যেন তোমাকে না পোড়ায়। কারণ, তার হাত রহমানের হাতে রয়েছে এবং তিনি তা মজবুতভাবে ধরে রেখেছেন, যদিও সে দৈনিক সাত বার হোঁচট খায়।"[৬৯]

---

[৬৬] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৫১, হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৬৭] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।

[৬৮] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৯] আবূ দাউদ, কিতাবুয যুহ্দ, হাদীস নং ৫১১, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

নবিজির লজ্জাশীলতা

৬৩০. আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ঘরের কোণে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকা কুমারী মেয়ে যতটা লজ্জাবতী, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। কোনো-কিছু তাঁর অপছন্দ হলে আমরা তার চেহারা দেখেই তা টের পেতাম।"[৭০]

অন্যের জন্যও তা-ই পছন্দ করা

৬৩১. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে অপর ভাইয়ের জন্য তা-ই ভালোবাসে।"[৭১]

শিষ্টাচার

৬৩২. আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত"[৭২]

আতিয়্যা ইবনু সা'দ কুফি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "নিশ্চয় আপনি কুরআনের শিষ্টাচারের ওপর অধিষ্ঠিত।"[৭৩]

মুমিন ও পাপাচারীর পার্থক্য

৬৩৩. আবূ সালামা ইবনু আবদির রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ

---

[৭০] বুখারি, ৩৩৬৯, মুসলিম, ৬১৭৬, হাদীসটি সহীহ এবং মুত্তাফাকুন আলাইহি।

[৭১] বুখারি, ১৩, মুসলিম, ১৭৯, হাদীসটি সহীহ এবং মুত্তাফাকুন আলাইহি।

[৭২] সূরা কলাম : আয়াত ৪।

[৭৩] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ২৯/১৩। মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

"মুমিন সরল ও মহৎ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে পাপাচারী লোকেরা হয় ধূর্ত ও নীচ।"[৭৪]

অতিরিক্ত দোষারোপ ও অভিসম্পাতের কুফল

৬৩৪. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "যে মানুষকে বেশি দোষারোপ করে এবং বেশি অভিসম্পাত করে, সে-ই আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য বান্দা।"[৭৫]

জালিমকে গালি দেওয়ার ফল

৬৩৫. রিয়াহ ইবনু আবিদাহ বলেন, "আমি উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের কথা উঠল। আমি তাকে গালমন্দ করলাম ও কটু কথা বললাম। তখন উমর বললেন, থামো, রিয়াহ। আমার কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, যদি কোনো লোক জুলুমের শিকার হয়, তারপর সে জালিমকে গালি-গালাজ করতে থাকে এবং তার কুৎসা করতে থাকে, তবে জালিম এভাবেই তার প্রাপ্য পেয়ে যায়। ফলে মজলুমের ওপর জালিমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৭৬]

অভিশাপ দিলে নিজের মর্যাদা কমে যায়

৬৩৬. হাকীম ইবনু জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর সঙ্গীদের মাঝে শুয়ে ছিলেন। তাঁর চেহারা তাঁর পরনের কাপড়ে ঢাকা ছিল। এ সময় তাঁদের পাশ দিয়ে একজন পুরোহিত গেল। তার নাদুস-নুদুস সাস্থ্য দেখে তাঁরা বলে উঠলেন, হে আল্লাহ, তুমি তাকে অভিশপ্ত করো। মানুষ এত মোটা হয়! এসব কথা শোনামাত্রই আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে ফেললেন। বললেন, এইমাত্র তোমরা কাকে অভিসম্পাত করলে? তাঁরা বললেন, একজন পুরোহিতকে, সে আমাদের পাশ দিয়ে গেছে। আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কাউকে অভিসম্পাত কোরো না। কারণ, অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলার

---

[৭৪] বুখারি, আদাবুল মুফরাদ,১/৫০৮,সনদ দুর্বল। অন্যান্য সনদে বর্ণিত হওয়ায় হাসান লি-গাইরিহি।

[৭৫] সনদ দঈফ, মাওকুফ। এর সমার্থবোধক হাদীস সহীহ সনদে মারফূরূপে বর্ণিত হয়েছে।

[৭৬] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

কাছে সিদ্দীক হওয়ার মর্যাদা পাবে না।[৭৭]

মন্দ নাম ধরে ডাকার কুফল

৬৩৭. আবূ মারইয়াম গাস্‌সানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি সেনাশিবিরে কিছু লোক তিরন্দাজির প্রতিযোগিতা করছিল। তাদের মধ্যে সাঈদ ইবনু আমির রহিমাহুল্লাহ-ও ছিলেন। তির ছুড়তে ছুড়তে তাঁদের গরম লেগে গেল। সাঈদ ইবনু আমির মাথা থেকে টুপি নামিয়ে রাখলেন। তিনি ছিলেন টাকমাথা। সাঈদ খালি মাথায় তির ছোড়ার পর এক বাজে মন্তব্যকারী চিৎকার করে উঠল, অ্যাই টাকলু! লোকটা তাঁকে চিনত না। সাঈদ তাকে বললেন, ফেরেশতারা যে তোমার ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করবে, সে ব্যাপারে দেখছি তোমার কোনো চিন্তাই নেই! একজন বললেন, ফেরেশতারা কার ওপর অভিসম্পাত করে? সাঈদ ইবনু আমির বললেন, যে লোক কোনো মানুষকে বিকৃত নামে ডাকে, ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।"[৭৮]

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় আমল

৬৩৮. আবূ শারিক থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ، أَوْ أَنْ تُفَرِّجَ عَنْهُ غَمًّا، أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ مِنْ جُوعٍ

"আল্লাহ তাআলার কাছে অতি প্রিয় আমল হলো মুসলমানকে আনন্দ দান করা, তার দুশ্চিন্তা দূর করা, তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া অথবা তাকে তার ক্ষুধায় আহার দান করা।"[৭৯]

মুমিনের চক্ষু শীতল করার প্রতিদান

৬৩৯. উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহর কতিপয় সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَقَرَّ بِعَيْنِ مُؤْمِنٍ، أَقَرَّ اللهُ بِعَيْنِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

[৭৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সমার্থবোধক হাদীস মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।

[৭৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭৯] শুআবুল ঈমান, বাইহাকি, ২/৪৫২; সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ, ২২৯১।

"কেউ কোনো মুমিনের চক্ষু শীতল করলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তার চক্ষু শীতল করবেন।"[৮০]

কাউকে মুনাফিকের অপবাদ থেকে রক্ষা করার প্রতিদান

৬৪০. সাহল ইবনু মুআয তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ يَعِيبُهُ، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَفَا مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ، حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে দোষারোপকারী মুনাফিক থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা পাঠাবেন। ফেরেশতা তার দেহকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। কেউ যদি কোনো মুসলমানকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করতে চায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের পুলের ওপর আটকে রাখবেন, যতক্ষণ না সে কথার দায় থেকে মুক্ত হয়।"[৮১]

গীবত থেকে বাঁচানোর সুফল

৬৪১. আসমা বিনতু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ فِي الْمَغِيبَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের (অনুপস্থিতিতে) গীবত (না করে তার মর্যাদা) রক্ষা করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়া আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব হয়ে যাবে।"[৮২]

কোনো মুসলিমকে ভয় না দেখানো

৬৪২. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু

---

[৮০] হাদীসটি দুর্বল।

[৮১] আবূ দাউদ, ৪৮৬২; আলবানি, সহীহ আবূ দাউদ, ৪০৮৬। আলবানি হাসান বলেছেন।

[৮২] মুসনাদ আহমাদ, ৬/৪৬, সনদ হাসান।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

"এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমকে ভয় দেখানো বা পেরেশান করা অবৈধ।"[৮৩]

কঠিন দৃষ্টিতে না তাকানো

৬৪৩. হামযা ইবনু আবদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَشْتَدَّ إِلَى أَخِيهِ - أَوْ قَالَ: يَشُدَّ إِلَى أَخِيهِ - بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ

"মুমিন ভাইকে পীড়িত করে, এমন কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকানোও জায়েয নেই।"[৮৪]

বাজে কথা আওড়াতে নেই

৬৪৪. আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে একজন লোক এসে বলল, অমুক লোক আমার মায়ের নামে এই এই (বাজে কথা) বলেছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু চুপ থাকলেন। লোকটি আবার বলল, অমুক লোক আমার মায়ের নামে এই এই (বাজে কথা) বলেছে। তখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি নিজেই তো তা দুইবার বলে ফেলেছ।[৮৫]

কারও অপছন্দনীয় বিষয় প্রকাশ না করা

৬৪৫. আবূ বকর ইবনু হায্ম থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا يَتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسَانِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفْشِيَ عَلَى صَاحِبِهِ مَا يَكْرَهُ

"দুইজন লোক একসাথে বসলে যেন আল্লাহর আমানতদারিতার সঙ্গেই

---

[৮৩] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৮৪] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৮৫] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফরূপে বর্ণিত।

বসে। (তাদের পারস্পরিক কথাবার্তাগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমনত, তাই) একজন যা অপছন্দ করে, এমন কোনো কথা তার সঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রকাশ করে দেওয়া অপরজনের জন্য জায়েয নয়।"[৮৬]

তিনজনের দুইজন আলাদা হয়ে কথা না বলা

৬৪৬. ইকরিমা ইবনু খালিদ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَتَنَاجَيَانِ الِاثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِى الْمُؤْمِنَ، وَاللّٰهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ

"(তিনজন একসঙ্গে থাকলে) তাদের দুইজন যেন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে গোপনে কথা না বলে। কারণ, এ আচরণ মুমিনকে কষ্ট দেয়। আর আল্লাহ তাআলা মুমিনকে কষ্ট দেওয়া অপছন্দ করেন।"[৮৭]

মুমিনের ব্যথায় অপর মুমিনের ব্যথা

৬৪৭. সাহল ইবনু সা'দ রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ، كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ.

"ঈমানদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক হলো দেহের সাথে মাথার সম্পর্কের মতো। মাথা আক্রান্ত হলে যেমন সারা দেহ ব্যথায় পীড়িত হয়, তেমনি এক মুমিন আরেক মুমিনের ব্যথায় পীড়িত হয়।"[৮৮]

জান্নাতী লোকের বৈশিষ্ট্য

৬৪৮. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বসে ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন,

---

[৮৬] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৮৭] হাদীসটির সনদ সহীহ, মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৮৮] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/১৭৮। ইবনু সায়িদ বলেছেন, এটা একটি গরিব হাদীস।

يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

"তোমাদের কাছে এখন একজন জান্নাতী লোক আসবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, তখন একজন আনসারি লোক এলেন। তাঁর দাড়ি ওজুর পানিতে ভেজা ছিল। বাম হাতে ঝুলছিল তাঁর চটিজোড়া। পরের দিনও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এখন একজন জান্নাতী লোক আসবে।"

আগের যিনি এসেছিলেন, ওই লোকটিই এলেন, ঠিক আগের দিনের অবস্থাতেই। তৃতীয় দিনও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "একজন জান্নাতী লোক আসবে এখন।"

আগের দুদিন যে লোকটি এসেছিলেন তিনিই এলেন। ঠিক সেই আগের অবস্থাতেই। মজলিস শেষে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা ওই লোকটির পিছু নিলেন। তাঁকে বললেন, বাবার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে। আমি কসম খেয়েছি যে, তিন রাত পর্যন্ত তাঁর সামনে যাব না। আপনি যদি এই কয়টা দিনের জন্য কষ্ট করে আমাকে আশ্রয় দিতেন, আমার কসমটাও পূর্ণ হয়ে যেত! আশা করি আপনি (সুযোগ) দেবেন। লোকটি বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। চলুন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ওই ব্যক্তির সঙ্গে তিন রাত অবস্থান করেন। তিন রাতের মধ্যে একবারও তাঁকে রাত জেগে ইবাদাত করতে দেখেননি। তবে যখন বিছানায় পাশ ফিরতেন, আল্লাহর নাম নিতেন, তাকবীর বলতেন। এভাবে রাত কাটিয়ে দিয়ে ফজরের সালাতে জন্য উঠতেন। ভালোভাবে ওজু করতেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমি তাকে কখনও মন্দ কথা বলতে শুনিনি। এভাবে তিনরাত কেটে যাওয়ার পর ভাবলাম, সে তো এমন কোনো আহামরি আমল করে না। তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা, ঘটনা হলো, বাবার সাথে আমার কোনো রাগারাগি হয়নি। কথাও বন্ধ হয়নি। কিন্তু আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আপনার ব্যাপারে তিনটি মজলিসে তিনবার বলতে শুনেছি—

يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

'তোমাদের কাছে এখন একজন জান্নাতী লোক আসবে।'

তিনবারই আপনিই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। এ কারণে আমি আপনার কাছে এসে থাকতে চেয়েছি, যাতে আপনি কী আমল করেন তা দেখতে পারি। তা হলে আমিও সেগুলো করতাম। কিন্তু আপনাকে তো বড়ো কোনো আমল করতে দেখলাম না।

আপনি কী এমন করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার ব্যাপারে এ কথা বললেন? তিনি বললেন, আপনি যা দেখেছেন তা-ই (এর বেশি কিছু নয়)। এ কথা শুনে আমি বিদায় নিলাম। যখন আমি চলে আসতে লাগলাম, তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনি যা দেখেছেন তা-ই। তবে আমি কোনো মুসলিমের ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ রাখি না। আল্লাহ তাকে কল্যাণকর যা কিছু দিয়েছেন তাতে তার প্রতি হিংসা করি না। তখন আবদুল্লাহ ইবনু আমর তাঁকে বললেন, এটাই আপনাকে উচ্চস্তরে পৌঁছে দিয়েছে এবং এটাই আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।[৮৯]

প্রকৃত মানুষ

৬৪৯. আবদ ইবনু উম্মি কিলাব অথবা জনৈক ব্যক্তি[৯০] থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা একবার খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "কোনো লোকের (শেষরাতে কুরআন তিলাওয়াতের) গুঞ্জরণ যেন আপনাদের (খুব বেশি) অভিভূত না করে; যে ব্যক্তি আমানত আদায় করে এবং মানুষের ইজ্জত রক্ষার্থে তাদের পক্ষ নেয় সে-ই প্রকৃত মানুষ।"[৯১]

মুসলিমের ইজ্জত-সম্মানের সুরক্ষা

৬৫০. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ও আবূ তালহা ইবনু সাহল রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ.

"যে লোক কোনো মুসলিমকে এমন স্থানে পরিত্যাগ করে যেখানে তার ইজ্জত-সম্মান বিনষ্ট হতে পারে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকেন যেখানে সে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে এমন স্থানে সাহায্য করে যেখানে তার ইজ্জত-সম্মান লুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন স্থানে

[৮৯] হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৯০] ইবনু সায়িদ এখানে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

[৯১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ১২৫, হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।

সাহায্য করবেন যেখানে সে তাঁর সাহায্য কামনা করে।"[৯২]

আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেওয়া

৬৫১. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঈসা আলাইহিস সালাম একজন লোককে[৯৩] স্বর্ণ চুরি করতে দেখলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক, তুমি কি চুরি করেছ? লোকটি বলল, না, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কসম! আমি চুরি করিনি। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন, আমার চোখই মিথ্যা দেখেছে।"[৯৪]

অজানা ব্যাপারে সুধারণা রাখা

৬৫২. উহাইব ইবনু ওয়ারদ থেকে বর্ণিত, উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যেসব বিষয়ে তোমার যথাযথ তথ্য জানা নেই সেসব বিষয়ে তোমার সঙ্গীর ব্যাপারে সুধারণ রাখো।"[৯৫]

কৃতকর্ম থেকে যায়

৬৫৩. আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, "আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর ছেলে আবদুর রহমানের কাছে গেলেন। দেখলেন যে, সে তাঁর প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত। তাঁকে বললেন, প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া কোরো না। এই কৃতকর্ম থেকে যাবে, মানুষ চলে যাবে।"[৯৬]

মুসলিমের শ্রেষ্ঠ গুণ

৬৫৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ চরিত্র হলো ক্ষমা করা।"[৯৭]

---

[৯২] হাদীসটির সনদ দুর্বল। উপরিউক্ত হাদীসটির মতো একটি হাদীস লাইস থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

[৯৩] বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, হাওয়ারিদের একজন।

[৯৪] হাদীসটি সহীহ, মুরসাল। আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সনদে মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে। বুখারি, হাদীস নং ৩৪৪৪।

[৯৫] হাদীসটির সনদ হাসান, মাকতু।

[৯৬] হাদীসটির সনদ হাসান, মাকতু।

[৯৭] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাকতু।

প্রতিবেশীর অধিকার

৬৫৫. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

"জিবরাঈল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমার মনে হচ্ছিল যে প্রতিবেশীকে শেষমেশ সম্পদের উত্তরাধিকারও দিয়ে দেওয়া হবে।"[৯৮]

ঈমানের পূর্ণতা

৬৫৬. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَنْ يُؤْمِنَ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"যে বান্দার ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে কিছুতেই মুমিন হতে পারে না।"[৯৯]

পরচর্চাকারীর পরিণাম

৬৫৭. হুযাইফা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১০০]

গীবতের সংজ্ঞা

৬৫৮. মুত্তালিব ইবনু হানতাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, গীবত কী? তিনি বললেন,

أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الرَّجُلِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ

"কোনো মানুষ সম্পর্কে এমন-কিছু বলা যা সে শুনতে অপছন্দ করে।"

---

[৯৮] মুসনাদ আহমাদ, ২/৫১৪, দঈফ।

[৯৯] হাদীসটির সনদ দুর্বল। বিভিন্ন সহীহ সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

[১০০] বুখারি, ৫৭০৯, মুসলিম, ৩০৪; তিরমিযি, ২০২৬। মাওকুফ ও মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

লোকটি বলল, যদি তা সত্য কথা হয়? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

وَإِنْ كَانَ حَقًّا فَهُوَ الْغِيبَةُ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَهُوَ الْبُهْتَانُ

"সত্য হলেই তো গীবত। আর মিথ্যা হলে তা অপবাদ।"[১০১]

সাধারণ দোষ বর্ণনা করাও গীবত

৬৫৯. আমর ইবনু শুআইব[১০২] তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, কিছু লোক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একজন লোকের প্রসঙ্গ তুলে বললেন, তাকে না খাওয়ালে সে খায় না এবং তার পাথেয় না দিলে সে চলে না। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

اغْتَبْتُمُوهُ بِمَا فِيهِ

"তোমরা তার দোষ বর্ণনা করে গীবত করেছ।"[১০৩]

গীবত বনাম অপবাদ

৬৬০. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "গীবত হলো তোমার ভাইয়ের ছেলের ব্যাপারে এমন দোষ বলা, যা আসলেই তার মাঝে আছে। আর যে দোষ তার মধ্যে নেই, সেটা বলা তো মিথ্যা অপবাদ।"[১০৪]

পরচর্চাকারীর খাবার-পোশাক

৬৬১. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَكَلَ بِمُسْلِمٍ أُكْلَةً، أَطْعَمَهُ اللَّهُ بِهَا أُكْلَةً مِنَ النَّارِ، وَمَنْ لَبِسَ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثَوْبًا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ بِهِ ثَوْبًا مِنَ النَّارِ، وَمَنْ سَمَّعَ بِمُسْلِمٍ، سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَايَا بِمُسْلِمٍ رَايَا اللَّهُ بِهِ

---

[১০১] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত; সহীহ সনদের সঙ্গে মারফূরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

[১০২] শুআইব ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস।

[১০৩] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[১০৪] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

"যে লোক অপর মুসলিমের গীবত করে এক লুকমা খাবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে এজন্য জাহান্নাম থেকে এক লুকমা খাওয়াবেন। যে লোক অপর মুসলিমের দোষত্রুটি বর্ণনা করে একটি কাপড়ও পরবে, এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাকে জাহান্নামের পোশাক পরাবেন। যে লোক অপর মুসলিমের (দোষ) মানুষকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ্ তাআলা তার (দোষও মানুষকে) জানিয়ে দেবেন। যে লোক অপর মুসলিমের দোষত্রুটি বর্ণনা করে তাকে অপদস্থ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে অপদস্থ করবেন।"[১০৫]

অসুস্থকে দেখতে যাওয়ার ফজিলত

৬৬২. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ - أَوْ زَارَهُ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ

"যখন কোনো মুসলিম তার (অসুস্থ) ভাইকে দেখতে যায় তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর উদ্দেশে বলেন, তুমি ভালো কাজ করেছ, তোমার পথচলা কল্যাণময় হয়েছে এবং তুমি জান্নাতে একটি বাড়ি বানিয়ে নিয়েছ।"[১০৬]

[১০৫] বুখারি, আদাবুল মুফরাদ, ১/৩৩৪; আবূ দাউদ, সুনান, ৪৮৬০, হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং সহীহ সনদে মুত্তাসিলরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

[১০৬] ইবনু মাজাহ, ১৪৪৩; মিশকাতুল মাসাবিহ, ৫০১৫, হাসান।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা

ভালোবাসার টানে দেখা-সাক্ষাৎ

৬৬৩. হামযা যাইয়াত থেকে বর্ণিত, সা'দ তাঈ রহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, "যখন কোনো মানুষ তার ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার টানে, তার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহে, এবং তার সঙ্গে প্রীতিমিলনের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যায় তখন তাকে পেছন থেকে একজন ফেরেশতা ডেকে বলেন, জেনো রাখো, তুমি কল্যাণকর কাজ করেছ, তোমার জন্য জান্নাত নিবেদিত হলো।"[১০৭]

সাক্ষাতের প্রতিদান

৬৬৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "কোনো লোক অন্য-কোনো গ্রামে বা এলাকায় তার কোনো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে গেলে আল্লাহ তাআলা তার চলার পথে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। লোকটি ফেরেশতার কাছে এলে ফেরেশতা তাকে বলেন, কোথায় যাও? লোকটি বলে, এই গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা বলেন, তোমার কাছে কি তার কোনো ধন-সম্পদ আছে? লোকটি বলে, না, বরং আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি। তখন ফেরেশতা বলেন,

---

[১০৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আমি তোমার কাছে আল্লাহর প্রেরিত দূত। যেভাবে তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছ, সেভাবেই আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালোবেসেছেন।"[১০৮]

কিয়ামাতের দিন ছায়া লাভের উপায়

৬৬৫. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ لِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দেবেন, কোথায় ওই সমস্ত লোকেরা, যারা কেবল আমার বড়োত্বের জন্যই একে অপরকে ভালোবাসত? আজ তাদেরকে আমি আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, আর আমার ছায়া ছাড়া আজ কোনো ছায়া নেই।"[১০৯]

ভালোবাসা প্রকাশ করা

৬৬৬. আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন—

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِ فِي مَنْزِلِهِ، فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ جِئْتُكَ فِي مَنْزِلِكَ

"কেউ তার বন্ধুকে ভালোবাসলে সে যেন গিয়ে তাকে জানায়, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি; (কোনো স্বার্থ ছাড়া শুধু) সাক্ষাৎ করার জন্যই তোমার বাড়িতে এলাম।"[১১০]

কারও দোষ গোপন রাখার সুফল

৬৬৭. হারিস ইবনু ইয়াযীদ বলেন, কথায় আছে, "কোনো বান্দা আরেক মুমিনের গোপনীয়তা সুরক্ষিত রাখলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।"[১১১]

---

[১০৮] বুখারি, আদাবুল মুফরাদ, ১/৪৪৩, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১০৯] মুসলিম, ৬৭১৪; মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ২/৯৫২, হাদীসটি সহীহ।

[১১০] হাদীসটির সনদ হাসান।

[১১১] হাদীসটির সনদ হাসান, মাওকুফ।

আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের গুণাবলি

৬৬৮. আবূ মালিক আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরে বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا، وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ، وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

"হে লোকসকল, তোমরা শোনো, বোঝো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাআলার কিছু বান্দা রয়েছেন যারা নবিও নন, শহীদও নন, অথচ নবিগণ ও শহীদগণ তাদের মজলিস ও আল্লাহর সঙ্গে তাদের নৈকট্য দেখে ঈর্ষা বোধ করেন।"

এ কথা শুনে একটু দূরে-বসা একজন গ্রাম্য-ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে নবিজির দিকে ইশারা করে বললেন, "হে আল্লাহর নবি, কিছু বান্দা রয়েছেন যারা নবিও নন, শহীদও নন, অথচ নবিগণ ও শহীদগণ তাদের মজলিস ও আল্লাহর সঙ্গে তাদের নৈকট্য দেখে ঈর্ষা বোধ করেন।"—তাদের গুণাবলি একটু বলুন না! তারা দেখতে-শুনতে কেমন।" গ্রাম্য-ব্যক্তিটির প্রশ্ন শুনে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন,

هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ، وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ، لَمْ تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ، تَحَابُّوا فِي اللَّهِ، وَتَصَافَوْا فِيهِ، يَضَعُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ؛ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا، وَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا، وَثِيَابَهُمْ نُورًا، يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَفْزَعُونَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

"তারা একেবারেই অচেনা লোক, তাদের গোত্রপরিচয় কারও জানা নেই। তাদের মধ্যে নিকটাত্মীয়তার বন্ধনও নেই। অথচ তারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের মন পরস্পরের প্রতি কোমল। আল্লাহ কিয়ামাতের দিন নূরের মিম্বর স্থাপন করে তাদেরকে ওই মিম্বরগুলোর ওপর বসাবেন; আলোয় পরিণত করবেন তাদের চেহারাকে; তাদের পোশাকগুলোকে করবেন আলোকোজ্জ্বল। কিয়ামাতের দিন সব লোক যখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে তখন তারা ভয় পাবে না। তারা আল্লাহ তাআলার বন্ধু, যাদের কোনো ভয় নেই, এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"[১১২]

---

[১১২] মুসনাদ আহমাদ, ৫/৩৪১, ৩৪৩, দঈফ।

আরশের ছায়ালাভ

৬৬৯. মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ، فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

"যারা কেবল আমার বড়োত্বের জন্যই একে অপরকে ভালোবাসে তারা (কিয়ামাতের দিন) আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে। সেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।"[১১৩]

যাদের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা অবধারিত

৬৭০. আমর ইবনু আবাসা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে শুরাহবীল বললেন, ইবনু আবাসা, এমন-একটি হাদীস বলুন তো যা (একমাত্র) আপনিই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন, যাতে কোনো-কিছু বাড়ানো হয়নি। আমর ইবনু আবাসা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجْلِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَافَوْنَ مِنْ أَجْلِي - أَوْ قَالَ: يَتَوَاصَلُونَ مِنْ أَجْلِي - وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ مِنْ أَجْلِي.

"আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত হলো। যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত হলো। যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে সাহায্য করে তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত হলো। যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত হলো। যারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরের জন্য খরচ করে তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত হলো।"[১১৪]

---

[১১৩] মুসনাদ আহমাদ, ৫/৩৪৩, হাদীসটির সনদ দুর্বল তবে সমার্থবোধক হাদীস থাকার কারণে এটি হাসান।

[১১৪] ইবনু হিব্বান, সহীহ, ৫৭৫, সনদ দুর্বল; কিন্তু সমার্থবোধক হাদীস থাকার কারণে এটি সহীহ।

বান্দার জন্য অগ্রিম সুসংবাদ

৬৭১. আবদুল্লাহ ইবনু সামিত থেকে বর্ণিত। আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, বান্দা কাজ করে আল্লাহ তাআলার জন্য, অথচ পেয়ে যায় মানুষের ভালোবাসা (এটা কী জন্য)? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

"এটা মুমিনের জন্য অগ্রিম সুসংবাদ।"[১১৫]

যার সাথে যার ভালোবাসা

৬৭২. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটা বিষয় অবাক লাগত যে, গ্রাম থেকে কোনো লোক এসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে (সরাসরি) প্রশ্ন করতে পারত। তো একবার একজন গ্রাম্য-লোক এসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামাত হবে কখন? তখন সালাতের ইকামাত হচ্ছিল, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে সালাত আদায় করে নিলেন। সালাত শেষ হওয়ার পর বললেন, أَيْنَ السَّائِلُ؟ "প্রশ্নকারী কোথায়?" লোকটি বলল, এই যে, আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ "তুমি (কিয়ামাতের জন্য) কী প্রস্তুত করেছ?" লোকটি বলল, খুব বেশি সালাত-সাওম তো করতে পারিনি, কিন্তু আমি আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তখন নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ "মানুষ যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গে থাকবে।" আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "ইসলামের আবির্ভাবের পর আমি মুসলিমদেরকে কোনো কথায় এতটা খুশি হতে দেখিনি যতটা তারা খুশি হয়েছিলেন এই কথায়।"[১১৬]

কৃতপাপের কারণে বিচ্ছেদ

৬৭৩. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[১১৫] মুসলিম, ৬৮৯১; ইবনু মাজাহ, ৪২২৫; সহীহ।

[১১৬] বুখারি, ৫৮১৬, ৫৮১৭, ৫৮১৮, ৫৮১৯; মুসলিম, ৬৮৮৮।

مَا تَوَادَّ مِنِ اثْنَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَوَّلُ مِنْ ذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا

"ইসলামের কারণে দুইজনের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হওয়ার পর (কেবলমাত্র) তাদের কোনো একজনের পাপাচারের কারণেই তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়।"[১১৭]

প্রতিবেশীকে উপহার প্রদান

৬৭৪. তালহা নামের একজন কুরাইশি ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। তাদের কাকে আমি উপহার দেব? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

"তাদের মধ্যে যার দরজা তোমার (দরজার) বেশি কাছে, তাকে।"[১১৮]

একটি কবিরা গুনাহ

৬৭৫. উসমান ইবনু আবী সুলাইমান থেকে বর্ণিত, আবূ সালামা ইবনু আবদির রহমান বললেন, হিজরত না করা কবিরা গুনাহ। তখন উমর ইবনু আবদিল আযীয ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর বললেন, আমরা এই ধরনের কথা শুনিনি। আবূ সালামা চুপ থাকলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালে একজন ব্যক্তি তাঁকে বললেন, আপনি চুপ থাকলেন কেন? আবূ সালামা বললেন, আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন— رَجْعَةُ الْمُهَاجِرِ عَلَى عَقِبَيْهِ مِنَ الْكَبَائِرِ "মুহাজিরের জন্য পেছনে ফেরত আসা কবিরা গুনাহ।"[১১৯]

মুসলিমগণ একটি দেহের মতো

৬৭৬. আমির শা'বি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল, একে অপরের প্রতি দয়াশীল হও। কারণ আমি নিজ কানে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

الْمُسْلِمُونَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ.

---

[১১৭] হাদীসটি দুর্বল।

[১১৮] বুখারি, ২৪৫৫, ৫৬৭৪; আবূ দাউদ, ৫১৩৩, সহীহ।

[১১৯] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

"মুসলিমরা একজন ব্যক্তির মতো; তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহই কষ্ট অনুভব করে।"[১২০]

ভালোবাসা ও দুআ

৬৭৭. তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "দুজন লোক পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বেশি ভালোবাসে, সে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হয়। কেউ তার ভাইয়ের জন্য গোপনে দুআ করলে সেই দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। সে যখন তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে, দায়িত্বরত ফেরেশতারা বলে, তোমারও অনুরূপ (কল্যাণ) হোক।"[১২১]

যে পাপের শাস্তি দুনিয়াতে ও আখিরাতেও

৬৭৮. আবূ বাকরাহ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

"যেসব পাপের শাস্তি আল্লাহ তাআলা পাপীকে দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন এবং আখিরাতেও বরাদ্দ রাখেন, সেগুলোর মধ্যে (সবচেয়ে গুরুতর) হলো জুলুম এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।"[১২২]

ষড়যন্ত্র ও জুলুমের পরিণাম

৬৭৯. ইবনু শিহাব যুহরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَمْكُرْ، وَلَا تُعِنْ مَاكِرًا، فَإِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ}، وَلَا تَبْغِ، وَلَا تُعِنْ بَاغِيًا، فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}، وَلَا تَنْكُثْ، وَلَا تُعِنْ نَاكِثًا، فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُ: فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ.

---

[১২০] বুখারি, ৫৬৬৫; মুসলিম, ৬৭৫১, ৬৭৫৩, হাদীসটি সহীহ এবং মুত্তাফাকুন আলাইহি।

[১২১] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১২২] আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

"ষড়যন্ত্র কোরো না এবং ষড়যন্ত্রকারীকে সাহায্যও কোরো না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাকেই ঘিরে ধরে।"[১২৩] জুলুম কোরো না এবং জুলুমকারীকে সাহায্যও কোরো না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তোমাদের জুলুম আসলে তোমাদের নিজেদের ওপরই পতিত হয়ে থাকে।" [১২৪] অঙ্গীকার ভঙ্গ কোরো না এবং অঙ্গীকার ভঙ্গকারীকে সাহায্য কোরো না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যে (ওয়াদা) ভঙ্গ করে, এ ভঙ্গ করার পরিণাম তারই ওপর বর্তায়।" [১২৫]-[১২৬]

তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখার কুফল

৬৮০. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَالسَّابِقُ السَّابِقُ إِلَى الْجَنَّةِ.

"কোনো মুসলিমের জন্য তার অপর ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অগ্রগামী যে জান্নাতের প্রতি অগ্রগামী।"[১২৭]

তিন রাতের বেশি কথা বন্ধ রাখা যাবে না

৬৮১. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا هِجْرَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ قَالَ: فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ.

"মুসলিমদের মধ্যে তিন দিনের বেশি অথবা, তিন রাতের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা যাবে না।"[১২৮]

[১২৩] সূরা ফাতির : আয়াত ৪৩।
[১২৪] সূরা ইউনুস : আয়াত ২৩।
[১২৫] সূরা ফাতহ : আয়াত ১০।
[১২৬] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।
[১২৭] হাদীসটি দুর্বল সনদে বর্ণিত, তবে এর সমার্থবোধক হাদীস রয়েছে।
[১২৮] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

সত্য থেকে বিচ্যুতি

৬৮২. আবুল আলিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি ঝগড়া-বিবাদকারী লোকদের ব্যাপারে অনেক হাদীস শুনেছি। তার সবগুলোতেই কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। সবচেয়ে সহজ যে হাদীসটি শুনেছি তা এই যে, বিবাদমান দুই ব্যক্তি যতক্ষণ ওই অবস্থায় থাকে ততক্ষণ সত্য থেকে বিচ্যুত ও দূরে থাকে।"[১২৯]

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা

৬৮৩. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

دَخَلَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ بِغُصْنٍ مِنْ شَوْكٍ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَاطَهُ عَنْهُ.

"(আল্লাহর) কোনো বান্দা একটি কাঁটাযুক্ত ডাল (সরিয়ে দেওয়ার) কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে ডালটি মুসলিমদের চলাচলের পথে পড়ে ছিল, তাই সে তা সরিয়ে দিয়েছে।"[১৩০]

এক ভাই অপর ভাইয়ের আয়না

৬৮৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ، فَإِذَا رَأَى بِهِ شَيْئًا فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ.

"তোমরা প্রত্যেকে তার ভাইয়ের জন্য আয়না; যদি তার মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখে, তা যেন সরিয়ে দেয়।"[১৩১]

অসুস্থকে দেখতে যাওয়ার ফজিলত

৬৮৫. হাকাম ইবনু উতাইবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবনু আলি রদিয়াল্লাহু আনহুমা তখন অসুস্থ। আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে গেলেন। আলি রদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, আপনি অসুস্থ হাসানকে দেখতে এসেছেন নাকি এমনিতেই সাক্ষাতে এসেছেন? আবূ মূসা বললেন,

---

[১২৯] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[১৩০] হাদীসটির সনদ দুর্বল। তবে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

[১৩১] হাদীসটির সনদ দুর্বল। এটির অন্য একটি সনদ রয়েছে যাকে আলবানি হাসান বলেছেন।

অসুস্থ রোগীকে দেখতে এসেছি। আলি রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যখন কোনো মুসলিম তার মুসলিম ভাইকে (অসুস্থ হলে) দেখতে যায়, সত্তর হাজার ফেরেশতা তাকে বেষ্টন করে রাখে এবং তাকে জান্নাতের একটি ফলবাগানে রাখা হয়।[১৩২]

অসুস্থকে শুশ্রূষার প্রতিদান

৬৮৬. সাওবান রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কেউ তার অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে ফিরে আসা পর্যন্ত সে জান্নাতের একটি ফলবাগানে বিচরণ করতে থাকে।"[১৩৩]

[১৩২] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[১৩৩] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

জিহ্বার আপদ

কৌতুকচ্ছলে মিথ্যা বলার পরিণাম

৬৮৭. বাহয ইবনু হাকীম তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি :

وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ

"মানুষকে হাসানোর জন্য যে লোক কথায় কথায় মিথ্যা বলে সে ধ্বংস হোক। সে ধ্বংস হোক, সে ধ্বংস হোক।"[১৩৪]

লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা বলার পরিণাম

৬৮৮. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُولُ إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا النَّاسَ يَهْوِى بِهَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمَيْهِ.

"বান্দা যখন লোক হাসাবার উদ্দেশ্যেই কোনো কথা বলে, তখন ওই কথার কারণে সে (জাহান্নামের এতটা) গভীরে পতিত হয় যে সে গভীরতা আসমান

[১৩৪] আবূ দাউদ, ৪৯৬৯। আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। বান্দার পা পিছলানোর চেয়ে তার জিহ্বা পিছলানো অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।"[১৩৫]

শোনা কথা বলে বেড়ানোর পরিণাম

৬৮৯. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"মানুষের পাপের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তা-ই বলে বেড়ায়।"[১৩৬]

মিথ্যা বনাম ঈমান

৬৯০. কাইস ইবনু আবী হাযিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, "মিথ্যা থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় মিথ্যা ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।"[১৩৭]

বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি

৬৯১. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ.

"বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামাতের দিন একটি নিশান টানানো হবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সকল মানুষ সমবেত হওয়ার পর বলা হবে, এটা হলো অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন।"[১৩৮]

---

[১৩৫] সনদ দঈফ, তবে সহীহাইনে এই হাদীসের মর্মার্থ সমর্থনে হাদীস পাওয়া যায়। বুখারি, ১১/২৬৬, মুসলিম, ১/১১৭।

[১৩৬] সনদ দঈফ, তবে এই হাদীসের মর্মার্থ সমর্থনে সহীহ সনদে হাদীস পাওয়া যায়। মুসলিম, ১/৭২,৭৩।

[১৩৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[১৩৮] সনদ সহীহ। বুখারি, ১০/৫৭৮, মুসলিম, ১২/৪২।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা

হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার

৬৯২. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ صَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبِغْضَةَ، فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ.

"আমি কি তোমাদেরকে সালাত ও দান-সদাকার চেয়েও অধিকতর কল্যাণকর বিষয় জানাব না?" সাহাবিগণ বললেন, "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল।" তিনি বললেন, "নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ সৃষ্টি করা। হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থেকো, কারণ তা রীতিমতো ধ্বংসাত্মক।"[১৩৯]

বান্দার সর্বোত্তম আমল

৬৯৩. আবূ ইদরীস খাওলানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু একদিন আল্লাহর নামে কসম খেলেন। আমি তাকে আগে কখনও কসম খেতে শুনিনি। তিনি কসম খেয়ে বললেন, "কোনো মানুষের সর্বোত্তম আমল হলো সালাতের জন্য হেঁটে যাওয়া, সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলির প্রকাশ ও নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ তৈরি করা।"[১৪০]

---

[১৩৯] মুরসাল।

[১৪০] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

সবচেয়ে কঠিন কাজ

৬৯৪. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু লোকের পাশ দিয়ে গেলেন। তারা একটি বিশাল উট নিয়ে ঝগড়া করছিল। তাদের উদ্দেশে তিনি বললেন,

أَتَحْسَبُونَ أَنَّ الشِّدَّةَ فِي حَمْلِ الْحِجَارَةِ؟ إِنَّمَا الشِّدَّةُ أَنْ يَمْتَلِئَ أَحَدُكُمْ غَيْظًا ثُمَّ يَغْلِبَهُ

"তোমরা কি মনে করো পাথর বহন করা কঠিন কাজ? বরং কঠিন কাজ হলো রাগে ফুঁসে ওঠার পর সেই রাগকে পরাস্ত করা।"[১৪১]

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পরিণাম

৬৯৫. আ'মাশ তাঁর সঙ্গীদের থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যদি আমি কোনো কুকুরকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি তবে আমি নিজে কুকুরে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করি। আমি মানুষকে বেকার ও কর্মহীন দেখতে অপছন্দ করি, যারা না আখিরাতের কোনো কাজ করছে, আর না দুনিয়ার।"

গল্পের চেয়ে কাজ গুরুত্বপূর্ণ

৬৯৬. আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একজন মহিলা অথবা একজন পুরুষের ব্যাপারে গল্প করতে গেলাম। তিনি বললেন,

مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا, أَعْظَمَ ذَلِكَ

"আমি কারও ব্যাপারে গল্প করা পছন্দ করি না। আমার অন্যান্য কাজ রয়েছে। (গল্পের চেয়ে) সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ।"[১৪২]

কৃপণ লোকের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই

৬৯৭. আবূ জাফর [১৪৩] থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একজন নারীর কথা বলা হলো যে, সে সাওম রাখে, রাত জেগে ইবাদাত

---

[১৪১] সনদ সহীহ, মুরসাল।

[১৪২] নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১৪৩] মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু হুসাইন ইবনু আলী ইবনু আবী তালিব।

করে, সালাত পড়ে এবং সত্য কথা বলে; তবে সে কৃপণ। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, فَمَا خَيْرُهَا إِذًا "তা হলে তার মাঝে আর কোনো কল্যাণ নেই।"[১৪৪]

তিনটি কঠিন কাজ

৬৯৮. আবূ জাফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ذِكْرُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَمُوَاسَاةُ الْأَخِ فِي الْمَالِ

"সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করা, নিজের পক্ষ থেকে ইনসাফ করা এবং ভাইয়ের সঙ্গে সম্পদ সমবণ্টন করা।"[১৪৫]

কারও সম্মানের ব্যাপারে মুখ সংযত রাখা

৬৯৯. আবূ জাফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنْهُمْ، وَقَاهُ اللهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি মানুষের ইজ্জত-আব্রুর ব্যাপারে নিজের জিহ্বা সংযত রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করে দেবেন। যে ব্যক্তি মানুষের ওপর তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামাতের দিন তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন।"[১৪৬]

ভাইয়ের প্রয়োজন মেটানোর গুরুত্ব

৭০০. আবূ জাফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক হুসাইন ইবনু আলি রদিয়াল্লাহু আনহুম-এর কাছে এসে একটি প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য চাইল। কিন্তু সে দেখল যে হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহু ইতিকাফ করছেন। হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি ইতিকাফ না করতাম তা হলে তোমার সঙ্গে বের হতাম এবং তোমার প্রয়োজন সেরে দিতাম। লোকটি তখন তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে

---

[১৪৪] হাদীসটি সহীহ।

[১৪৫] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[১৪৬] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

হাসান ইবনু আলি রদিয়াল্লাহু আনহুম-এর কাছে গেল। তাঁর কাছেও একইভাবে প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করল। তিনি লোকটির প্রয়োজনীয় কাজটি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। লোকটি বলল, আমি আমার প্রয়োজনে আপনাকে টেনে আনাটা অপছন্দ করি। তাই হুসাইনের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি ইতিকাফে থাকায় বেরোতে পারেননি। তখন হাসান রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া আমার কাছে এক মাস ইতিকাফ করার চেয়েও প্রিয়।[১৪৭]

মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে

৭০১. হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ একবার সাবিত বুনানির কাছে গেলেন। একজন লোকের প্রয়োজনীয় কাজ করে দেওয়ার জন্য তাঁকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। সাবিত বললেন, আমি তো এখন ইতিকাফে আছি। হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বললেন, কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনীয় কাজটি করে দেওয়া আমার কাছে এক বছর ইতিকাফ করার চেয়েও উত্তম।[১৪৮]

নিকটজনের অধিকার আগে

৭০২. উবাইদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَأَنْ أُطْعِمَ أَخًا لِي لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِدِرْهَمٍ، وَلَأَنْ أُعْطِيَ أَخًا لِي فِي اللهِ دِرْهَمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَأَنْ أُعْطِيَ أَخًا لِي فِي اللهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

"কোনো মিসকীনকে এক দিরহাম দান করার চেয়ে আমার কোনো ভাইকে এক লুকমা খাবার খাওয়ানো আমার কাছে বেশি প্রিয়। কোনো মিসকীনকে দশ দিরহাম দান করার চেয়ে আমার কোনো ভাইকে আল্লাহর ওয়াস্তে এক দিরহাম দেওয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়। কোনো মিসকীনকে এক শ দিরহাম দান করার চেয়ে আমার কোনো ভাইকে আল্লাহর ওয়াস্তে দশ দিরহাম দেওয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়।"[১৪৯]

---

[১৪৭] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[১৪৮] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।

[১৪৯] হাদীসটি মু'দাল।

নবম অনুচ্ছেদ

সাহাবিদের সাধারণ পোশাক

নতুন জামা পরার দুআ

৭০৩. আবূ উমামা বাহিলি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর একটি নতুন জামা নিয়ে আসার জন্য বললেন। তিনি জামাটি পরতে শুরু করলেন। জামাটি তাঁর কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছার আগেই তিনি পড়তে শুরু করলেন এই দুআ—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে পোশাক পরিয়েছেন, যা দিয়ে আমি আমার লজ্জাস্থান আবৃত রাখি এবং যা দিয়ে আমার জীবন সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়।"

তারপর তিনি বললেন, এই দুআ কেন পড়লাম, জানো? কারণ, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি, তিনি তাঁর কিছু নতুন কাপড় নিয়ে আসতে বললেন, তারপর সেগুলো পরলেন। কাপড় (পরার সময়) তাঁর কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছার আগেই তিনি এই দুআটি পড়লেন—যা আমি পাঠ করলাম।

তারপর বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, কোনো মুসলিম বান্দা যদি নতুন কাপড় পরার সময় (ওপরের) দুআটি বলে এরপর পুরনো কাপড়গুলো

কোনো মিসকীনকে পরায়, শুধু আল্লাহর জন্যই পরায়; তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত গরিব লোকটির গায়ে তার দান-করা কাপড়ের একটি সুতা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ সে থাকবে আল্লাহর আশ্রয়ে, আল্লাহর তত্ত্বাবধানে এবং আল্লাহর হেফাজতে জীবিত অবস্থায় ও মৃত অবস্থায়।"[১৫০] এই কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।

অতিরিক্ত জামা দান করে দেওয়া

৭০৪. আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ قَمِيصَانِ فَلْيَكْسُ أَحَدَهُمَا أَوْ قَالَ: فَلْيُعْطِ، أَوْ قَالَ: فَلْيَهَبْ أَحَدَهُمَا.

"কারও দুটি জামা থাকে সে যেন একটি পরে এবং অপরটি দান করে দেয়।"[১৫১]

সাদামাটা পোশাক

৭০৫. আবূ মা'শার বলেন, "ইমাম ইবরাহীম নাখঈ রহিমাহুল্লাহ এমন কাপড়-চোপড় পরতেন যেগুলোতে ক্বারীরা দোষ ধরতে পারত না।"[১৫২]

স্বল্পমূল্যের পোশাক

৭০৬. আমর ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনু দীনারকে জিজ্ঞেস করলাম, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর খাবার কেমন ছিল? তিনি বললেন, তিনি আমাদের ছারিদ[১৫৩] খাওয়াতেন। ছারিদে আমাদের পেট না ভরলে তার সঙ্গে অন্য-কোনো খাবার খাওয়াতেন। ইয়াযীদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর তাঁর কাপড়-চোপড়? আবদুল্লাহ ইবনু দীনার বললেন, তিনি বিশ দিরহাম দামের দুটি কাপড় পরতেন, আরও দুটি কাতারি কাপড়ও[১৫৪] পরতেন, সেগুলোর দাম ছিল দশ দিরহাম।[১৫৫]

---

[১৫০] হাদীসটির সনদ দুর্বল।
[১৫১] হাদীসটি সহীহ।
[১৫২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[১৫৩] টুকরো টুকরো রুটি ও গোশতের ঝোল দিয়ে তৈরি মণ্ড।
[১৫৪] লাল বিন্দুযুক্ত চাদর, চাদরের ডোরায় থাকত মোটা কাপড়। বাহরাইন থেকে আমদানি করা হতো।
[১৫৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

কাপড় কেটে ছোটো করে পরা

৭০৭. মাইমুন ইবনু জারীর অথবা ইবনু আবী জারীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক ছেলে এলেন তাঁর কাছে। এসে বললেন, "বাবা, আমার চাদর ফেড়ে গেছে। (একটি নতুন চাদর কিনে দিন।)" ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, "ওটা কেটে ছোটো করে পরো। ওইসব লোকের মতো হোয়ো না যারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পাওয়া সবটুকু রিযক নিজেদের পেটে আর পিঠে রাখে।"[১৫৬]

দানবীরের গায়ে তালিযুক্ত জামা

৭০৮. উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা একবার সত্তর হাজার দিরহাম দান করলেন, অথচ তখন তাঁর নিজের পরনের পোশাক ছিল তালিযুক্ত।"[১৫৭]

উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর পোশাক

৭০৯. শাদ্দাদ-এর আজাদকৃত গোলাম আবূ আবদুল্লাহ বলেন, "আমি উসমান ইবনু আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু-কে জুমার দিন মাসজিদের মিম্বরে দেখলাম; তাঁর পরনে ছিল একটি মোটা আদানি লুঙ্গি, যার দাম ছিল মাত্র চার বা পাঁচ দিরহাম। আর কুফায় তৈরি একটি লাল রঙের চাদর ছিল। তাঁর দেহ ছিল হালকা-পাতলা, দাড়ি লম্বা, চেহারা চমৎকার।"[১৫৮]

অহমিকা রোধে সাধারণ পোশাকের ভূমিকা

৭১০. যাইদ ইবনু ওয়াহাব জুহানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু একবার আমাদের কাছে এলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল দুটি চাদর; একটি চারদকে তিনি লুঙ্গি বানিয়ে পরেছেন, আরেকটি দিয়েছেন গায়ে। তিনি লুঙ্গির একপাশ ঝুলিয়ে, আরেকপাশ উঁচিয়ে রেখেছিলেন। লুঙ্গির কাপড়টিতে এক টুকরো তালি লাগানো ছিল। এ সময় একজন গ্রাম্য-লোক তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মন্তব্য করল, অ্যাই মিয়া, তুমি এই ধরনের কাপড় পরো, মনে হচ্ছে তুমি মৃত নয়তো নিহত। জবাবে আলি রদিয়াল্লাহু

---

[১৫৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৫৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং সহীহ।

[১৫৮] হাদীসটি হাসান।

আনহু বললেন, "ওহে বেদুইন, আমি এই দুটি কাপড় পরেছি কারণ এগুলো আমাকে অহংকার ও অহমিকা থেকে দূরে রাখে, সালাত পড়ার জন্যও এগুলো উত্তম, তা ছাড়া এ ধরনের কাপড় পরা মুমিনের সুন্নাত।"[১৫৯]

কমদামি পোশাকের মর্যাদা

৭১১. আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আহনাফ ইবনু কাইস একবার বসরায়-তৈরি দুটি কাপড় কিনলেন। একটি ষোলো দিরহাম, আরেকটি বারো। কাপড় দুটি কেটে দুটি জামা বানালেন। ষোলো দিরহামের কাপড় দিয়ে বানানো জামাটি (মদীনায় যাওয়ার) পথে পরিধান করলেন। মদীনায় পৌঁছে সেটা খুলে পরলেন অপর জামাটি। এই পোশাকে তিনি আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জামাটির দিকে তাকিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগলেন। বললেন, আহনাফ, এটা কত দিয়ে নিয়েছ? আহনাফ বললেন, বারো দিরহাম। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আহহা! ছয় দিরহাম দিয়ে একটি জামা নিতে পারলে না? এর যে কী ফজিলত, তা তো তুমি জানোই।"[১৬০]

[১৫৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৬০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

বিলাসী না হয়ে দানশীল হওয়া

নিকৃষ্ট লোকদের বৈশিষ্ট্য

৭১২. উরওয়া ইবনু রুওয়াইম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النَّعِيمِ، وَغُذُّوا بِهِ، هِمَّتُهُمْ أَلْوَانُ الطَّعَامِ، وَأَلْوَانُ الثِّيَابِ، يَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ

"অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে একটি শ্রেণীর বিকাশ ঘটবে, যারা প্রাচুর্যের মধ্যে জন্ম নেবে এবং তাতেই পরিপুষ্টি লাভ করবে। তাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে রকমারি খাবার ও রঙ-বেরঙের পোশাক লাভ করা। ওরা কথা বলবে দম্ভভরে।"[১৬১]

আল্লাহর প্রকৃত বান্দা

৭১৩. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "অতিরিক্ত গোসলখানা নির্মাণ,

---

[১৬১] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ। এ হাদীসের সমার্থবোধক আরো হাদীস রয়েছে। সুয়ুতি, ফাইযুল কাদির, ৩/৪৬১; আলবানি, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৯১।

বাড়ি-ঘরে বেশি বেশি কারুকার্য করা এবং বিছানায় অতিরিক্ত সাজসজ্জা থেকে দূরে থেকো। কারণ আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বান্দারা বিলাসী নয়।"

দুনিয়াদারদের দরজায় ধরনা না-দেওয়া

৭১৪. আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "হে মুহাজির সম্প্রদায়, তোমরা দুনিয়াবাসীদের দরজায় ধরনা দিয়ো না। কারণ রিযক-প্রাপ্তির পথে তা (আল্লাহর) অসন্তুষ্টির কারণ।"[১৬২]

অতিরিক্ত বিছানা শয়তানের জন্য

৭১৫. আবদুল্লাহ ইবনু তাঊস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর স্ত্রী বিনতু হাসানের কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তাঁর ঘরে তিনটি বিছানা পেতে রাখা। দেখে বললেন, এই বিছানা আমার জন্য, আর এ বিছানাটা (আমার স্ত্রী) বিনতু হাসানের জন্য। আর ওই বিছানাটি শয়তানের জন্য। তাই ওটাকে ঘর থেকে বের করে ফেলো।"[১৬৩]

চতুর্থ বিছানা শয়তানের জন্য

৭১৬. আবূ আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

"একটি বিছানা পুরুষের জন্য, আরেকটি বিছানা তাঁর স্ত্রীর জন্য, তৃতীয় বিছানাটি অতিথিদের জন্য এবং চতুর্থ বিছানা শয়তানের জন্য।"[১৬৪]

পর্দা না কিনে আল্লাহর পথে সদাকা

৭১৭. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে এলেন। তাঁর ঘরের দরজায় একটি পর্দা দেখলেন। (ব্যাপারটি তাঁর মনঃপূত হলো না।) তাই ফিরে গেলেন। হাসান রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইশ! পর্দাটি যদি আজকে চারটি দিরহাম খসিয়ে না

---

[১৬২] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৬৩] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৬৪] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ। মুসলিম, ৪১৪৪; নাসাঈ, ৩৩৮৫।

দিত! (অর্থাৎ, পর্দাটির দাম চার দিরহাম এবং টাকাটা অযথা খরচ হয়েছে।) এ কথা শুনে আলি রদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছু ছুটলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কী মনে করে (ফিরে এলেন)? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন

هَلَّا بِعْتُمُوهُ، فَتَصَدَّقْتُمْ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"তোমরা যদি ওই পর্দাটি না কিনে ওই (টাকাটা) আল্লাহর পথে সদাকা করতে!"[১৬৫]

বান্দা ও নবি

৭১৮. ইবনু শিহাব যুহরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একজন ফেরেশতা এলেন। আগে তিনি কখনও আসেননি। তাঁর সঙ্গে জিবরাঈল আলাইহিস সালামও ছিলেন। এই ফেরেশতা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক আপনাকে দুটির একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। হয় আপনি ফেরেশতা-সুলভ নবি হবেন, নাকি বান্দা-সুলভ নবি হবেন। এ কথা শুনে তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর দিকে তাকালেন, যেন তিনি তাঁর কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন। জিবরাঈল ইঙ্গিতে বললেন, বিনয় অবলম্বন করুন। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا "বরং আমি বান্দা-সুলভ নবি হতে চাই।"[১৬৬]

চাদর পরে ভিনদেশিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

৭১৯. উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন, "একটি চাদর পরে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিনদেশি প্রতিনিধি-দলের সাক্ষাতে বেরিয়েছিলেন। চাদরটি ছিল হাদরামি কাপড়ের, দৈর্ঘ্য চার হাত এবং প্রস্থ সাড়ে দুই হাত। এরপর এই চাদরটি খুলাফায়ে রাশিদীনের হাতে যায় এবং ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়ে। তাঁরা এটিকে অন্য একটি কাপড়ের সঙ্গে জুড়ে নেন। এ পোশাকটি তাঁরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন পরতেন।"[১৬৭]

---

[১৬৫] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৩৯-২৪০, মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[১৬৬] ইবনু সায়িদ বলেন, যুবাইদিও ইবনু শিহাব যুহরি থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ। নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ৬৭৪৩।

[১৬৭] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ধনভাণ্ডারের চাবি প্রত্যাখ্যান

৭২০. আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَتَانِي جَبْرَئِيلُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَسَطْتُ إِلَيْهَا يَدِي

"জমিনের ধনভাণ্ডারের সব চাবি নিয়ে জিবরাঈল আমার কাছে এসেছিলেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমি ওগুলোর দিকে হাতও বাড়াইনি।"[১৬৮]

আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ বলেন, তাঁর জানামতে তাতে যদি কোনো কল্যাণই থাকত, তা হলে অবশ্যই তিনি তা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতেন।

ধনসম্পদ-কেন্দ্রিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ

৭২১. ইবরাহীম ইবনু আবদির রহমান ইবনু আউফ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে কিসরার (অর্থাৎ পারস্যের) ধনভাণ্ডার নিয়ে আসা হলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনু আরকাম রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "এই ধন-সম্পদ কি এখন বাইতুল মালে রেখে পরে বণ্টন করে দেবেন?" উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম, না, আমি এগুলোকে বিতরণ করতে কোনো ছাদের নিচেই নেব না।" তিনি এসব সম্পদ মাসজিদের প্রাঙ্গণে রাখার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা এসব সারা রাত পাহারা দিয়ে রাখল। সকালবেলায় এগুলোকে উন্মোচন করে দেখতে পেলেন যে শুভ্র ও লালাভ মণিমুক্তা চকমক ও জ্বলজ্বল করছে। এসব দেখে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন। আবদুর রহমান ইবনু আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, "কাঁদছেন কেন, আমীরুল মুমিনীন? আল্লাহর কসম, আজ তো কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের দিন, আনন্দের দিন, উচ্ছ্বাসের দিন।" উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আফসোস আপনার জন্য। যে জাতিকেই এসব ধনভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে গেছে।"[১৬৯]

যখন যা মন চায় তখন সেটাই খাওয়া অপচয়

৭২২. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমর ইবনুল

[১৬৮] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[১৬৯] আবদুর রাজ্জাক, মুসান্নাফ, ১১/৯৯,১০০, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলে আসিমের কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে তিনি গোশত খাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "এটা আবার কী?" আসিম বললেন, "একটু গোশত খেতে মনে চাইল।" উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "যখন যা মন চায়, সেটাই খাও বুঝি? মন যখন যা-ই চায়, তখন তা-ই খাওয়াটা অপচয় হিসেবে যথেষ্ট।"[১৭০]

পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ব্যয় করা সবচেয়ে উত্তম

৭২৩. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক উসমান ইবনু আবিল আস রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, ওহে ধনীরা, আপনারা দান-সদাকা করেন, দাস-দাসী মুক্ত করেন, হাজ্জ করেন। তিনি বললেন, তোমরা কি আমাদেরকে ঈর্ষা করো? লোকটি বললেন, অবশ্যই! তখন উসমান ইবনু আবিল আস রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম, আমাদের কারও বিপুল সম্পদ থেকে দশ হাজার দিরহাম ব্যয় করার চেয়ে তোমাদের কারও খেটে কামাই করা এক দিরহাম যথাযথ কাজে ব্যয় করা উত্তম।[১৭১]

সদাকা করার চেয়ে ধার দেওয়া উত্তম

৭২৪. আবদুল্লাহ ইবনু হুবাইরাহ থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "একটি দীনার কাউকে দান করে দেওয়ার চেয়ে একেকবার একেক-জনকে ধার দেওয়াই আমার বেশি প্রিয়। কারণ সদাকা করলে সাওয়াব পাবে কেবল সদাকা করার সময়ে; কিন্তু ধার দিলে তা যতক্ষণ ঋণগ্রহীতার কাছে থাকবে, ততক্ষণ সাওয়াব পাবে।"[১৭২]

ধার দিলে দানের সাওয়াব পাওয়া যায়

৭২৫. আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কাউকে দুইবার ঋণ দেওয়া, তাকে একবার দান করার সমতুল্য।"[১৭৩]

ঋণগ্রস্তের কাছে ঋণ থাকা পর্যন্ত সাওয়াব

৭২৬. আবূ মিজলায থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমার দেনাদার যেন ঋণের

---

[১৭০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৭১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৭২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৭৩] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ব্যাপারে কোনো জটিলতায় না পড়ে, সে ব্যবস্থা করতে পারলে করো। দেনাদারের কাছে যতদিন (ঋণের টাকা) রেখে দেবে ততদিন তার জন্য সাওয়াব পাবে।"[১৭৪]

ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সদাকা

৭২৭. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَلَّ لَهُ دَيْنٌ عَلَى أَخِيهِ، فَإِنَّهُ يُجْزَى لَهُ صَدَقَةٌ مَا لَمْ يَأْخُذْ

"কেউ যদি তার কোনো ভাইকে ঋণ দেয়, তবে যতদিন সে তা গ্রহণ করবে না ততদিন তা সদাকা হিসেবে থাকবে।"[১৭৫]

অপরিচিতদের বৈশিষ্ট্য

৭২৮. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। সেদিন তিনি বলেছেন,

طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي نَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ.

"অচেনা লোকদের কল্যাণ হোক।" জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, অচেনা লোক কারা? তিনি বললেন, "বিপুলসংখ্যক খারাপ লোকের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভালো লোক, যাদের অনুসারীর চেয়ে বিরোধিতাকারীর সংখ্যা বেশি।"[১৭৬]

উম্মতের তিনটি স্তর

৭২৯. ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تَكُونُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْبَاقٍ: أَمَّا الطَّبَقُ الْأَوَّلُ، فَلَا يُحِبُّونَ كَثْرَةَ الْمَالِ، وَلَا جَمْعَ

---

[১৭৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১১২। সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৭৫] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[১৭৬] হাদীসটির সনদ সহীহ। মুসনাদ আহমাদ, ২/১৭৭।

الْمَالِ، قَلِيلِهِ وَلَا كَثِيرِهِ، إِلَّا مَا بَلَّغَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الطَّبَقُ الثَّانِي، فَيُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ - أَوْ كَثْرَةَ الْمَالِ - يَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَهُمْ، وَيَتَامَاهُمْ، وَمَسَاكِينَهُمْ، وَيَحُجُّونَ بِهِ، وَيُعْطُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَعَضُّ أَحَدُهُمْ عَلَى الْحَجَرِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكْسِبَ مَالًا قَبِيحًا، وَأَمَّا الطَّبَقُ الثَّالِثُ، فَيُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ الْمَالِ، لَا يُبَالُونَ مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ كَسْبُهُمْ، فَأُولَئِكَ لَا يُعَاتَبُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ .

"আমার উম্মতের মধ্যে তিনটি স্তর তৈরি হবে। প্রথম স্তরের লোকেরা ধন-সম্পদের আধিক্য পছন্দ করবে না। বেশি হোক বা কম, সম্পদ জমা করাটাও পছন্দ করবে না। তারা ততটুকু সম্পদই অর্জন করবে যতটুকু তাদেরকে আখিরাতে পৌঁছতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা সম্পদ অর্জন করতে অথবা সম্পদের আধিক্য পছন্দ করবে; এই সম্পদ দিয়ে তারা আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে, ইয়াতীমদের ভরণপোষণ দেবে, গরিব-মিসকীনকে দান করবে, হাজ্জ আদায় করবে এবং আল্লাহর পথে দান করবে। অবৈধ সম্পদ উপার্জনের চেয়ে পাথরের ওপর কামড়ে পড়ে থাকাটা তাদের প্রত্যেকের কাছে উত্তম মনে হবে। তৃতীয় স্তরের লোকেরা সম্পদ সংগ্রহ করতে ভালোবাসবে, সম্পদের প্রাচুর্যকেও ভালোবাসবে। উপার্জন বৈধ না অবৈধ, সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করবে না। তারা নিজেদের বেলায় কোনো দোষত্রুটি খুঁজে পাবে না।"[১৭৭]

মাসজিদে কেনা-বেচার নিন্দা

৭৩০. হিশাম ইবনু হাস্সান থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ মাসজিদে ঢুকে চিৎকার ও শোরগোল শুনতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে কী হচ্ছে? কেউ বলল, সাকিফ গোত্রের লোকেরা নিজেদের মধ্যকার (কেনা-বেচার) চুক্তি নিয়ে ঝগড়া করছে। তিনি বললেন, এক ঝুড়ি মাটিও ওদের ওসব চুক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[১৭৮]

সম্পদের লোভ এবং ব্যস্ততা সমানুপাতিক

৭৩১. তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "দুনিয়াই যার মূল লক্ষ্য ও সবচেয়ে বড়ো

---

[১৭৭] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[১৭৮] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।

চিন্তার কারণ, আল্লাহ তাআলা তার চোখের সামনে দরিদ্রতা স্থাপন করে দেন। তার জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্র ও পেশা বৃদ্ধি করে দেন। (ফলে সে আখিরাত থেকে বিমুখ হয়ে যায়)। আর আখিরাত যার একমাত্র লক্ষ্য ও সবচেয়ে বড়ো চিন্তা, আল্লাহ তাআলা তাকে আত্মিক সচ্ছলতা দান করেন এবং তার জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্র ও পেশা একত্র করে দেন।"[১৭৯]

অভাবী প্রতিবেশীকে দান করা

৭৩২. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ أَنْ يَبِيتَ فِصَالُهُ رُوَاءً، وَيَبِيتَ ابْنُ عَمِّهِ طَاوِيًا إِلَى جَنْبِهِ، أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبِيتُ وَفِصَالُهُ رُوَاءٌ، وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَنْبِهِ، أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلِهِ نَاقَةً لِأَهْلِ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ، تَغْدُو بِرِفْدٍ، وَتَرُوحُ بِرِفْدٍ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ

"জেনে রাখো, কেউ কি চাইবে তার উটের বাচ্চাগুলো এবং তার চাচাতো ভাই তার পাশেই অভুক্ত থাকুক? কেউ কি চাইবে, তার উটের বাচ্চাগুলো পরিতৃপ্ত অথচ তারই প্রতিবেশী তার পাশে অভুক্ত? কেউ যদি তার উটের পাল থেকে একটি দুগ্ধবতী উটনি কোনো পরিবারকে দেয়, যাদের উপার্জনের অবলম্বন নেই, আর উটনিটি তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় বড়ো পাত্র-ভর্তি দুধ দেয়, তা হলে এর জন্য সে বিরাট প্রতিদান পাবে।"[১৮০]

প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে নিজে তৃপ্ত হওয়ার নিন্দা

৭৩৩. জনৈক শাইখ বলেন, আমি আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বের হয়ে তাঁকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করছিলাম। তিনি তাঁর বাড়ির দরজার কাছে আসার পর আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞেস করেছ তার থেকেও নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে, জানো? সে হলো ওই লোক, যে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত যাপন করে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।"[১৮১]

---

[১৭৯] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত; এর সমার্থবোধক একটি হাদীস মারফুররূপে সহীহ সনদের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৪৬৫; আলবানি, আস-সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস নং ৯৫০।

[১৮০] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত। এর সমার্থবোধক একটি হাদীস মুত্তাসিলরূপে সহীহ সনদের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। শারহুন নববি লি-সহীহি মুসলিম, ৪/১০৬।

[১৮১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদে অজ্ঞাত রাবী রয়েছেন।

তিনবার দান করা

৭৩৪. নাফি' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আমি তার জন্য এক দিরহাম দিয়ে একটি আঙুরের থোকা কিনে আনলাম। এ সময় একজন মিসকীন এসে কিছু চাইল। ইবনু উমর বললেন, "আঙুরের থোকাটি ওকে দিয়ে দাও।" একজন লোক মিসকীনটির পেছনে পেছনে গিয়ে তার থেকে এক দিরহাম দিয়ে আঙুরের থোকাটি কিনে এনে আবার ইবনু উমরের সামনে পেশ করলেন। মিসকীনটি আবার এসে কিছু চাইল। তিনি বললেন, "আঙুরের থোকাটি ওকে দিয়ে দাও।" আবার একজন লোক একইভাবে এক দিরহাম দিয়ে আঙুরের থোকাটি কিনে নিয়ে এলেন। মিসকীনটি আবার আসতে চাইল; কিন্তু তাকে বাধা দেওয়া হলো। ইবনু উমর যদি ব্যাপারটি জানতে পারতেন তা হলে আঙুরগুলো চেখেও দেখতেন না।"[১৮২]

অন্তরে প্রভাবসঞ্চারী উপদেশ

৭৩৫. মাসলামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফজরের সালাতের পর উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে তাঁর একটি নির্জন গৃহে সাক্ষাৎ করলাম। ফজরের সালাতের পর এই ঘরে তিনি একাকী সময় কাটাতেন। তাঁর কাছে কেউ আসত না। কিছুক্ষণ পর সেবিকা এক পাত্র সাইহানি খেজুর নিয়ে এল। উমর ইবনু আবদিল আযীয খেজুর খুব পছন্দ করতেন। তিনি দুই হাতের তালু দিয়ে আঁজল ভরে খেজুর তুলে বললেন, মাসলামা, খেজুর খাওয়ার পর পানি পান করা এমনিতেই ভালো। কেউ যদি এই পরিমাণ খেজুর খেয়ে পানি পান করে, তা হলে কি তার রাত পর্যন্ত আর কিছু খাওয়া লাগবে? আমি বললাম, আমার জানা নেই। তখন তিনি আরও বেশি খেজুর উঠিয়ে বললেন, এই পরিমাণ হলে? আমি বললাম, জি, তা হলে তো এতটুকুই যথেষ্ট হবে। আর কিছু না খেলেও চলবে। তিনি বললেন, তা হলে কেন জাহান্নামে প্রবেশ করবে? মাসলামা বলেছেন, এই উপদেশ আমার মধ্যে যতখানি প্রভাব ফেলেছে অন্য-কোনো উপদেশ ততটা প্রভাব ফেলেনি।[১৮৩]

তিনদিনের ভেতর ঝগড়া মিটিয়ে ফেলা

৭৩৬. হিশাম ইবনু আমির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল

---

[১৮২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৯৭, সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৮৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদে অজ্ঞাত রাবী রয়েছেন।

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صَرْمِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فَيْئُهُ كَفَّارَةً لَهُ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صَرْمِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا

"কোনো মুসলিমের জন্য জায়েজ নেই তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে তিন রাতের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা। কেউ যদি তা করে তা হলে উভয়েই যতদিন ঝগড়াঝাঁটি অবস্থায় থাকবে, সত্য থেকে বিচ্যুত থাকবে। তাদের মধ্যে প্রথম যে-জন কথা বলবে সেটা তার জন্য কাফফারা হবে। তাদের একজন সালাম দিলে এবং অপরজন সালামের জবাব না দিলে সালামদাতার ওপর ফেরেশতারা সালাম দেবে। আর যে-জন সালামের জবাব দিল না শয়তান তার উত্তর দেবে। ঝগড়াঝাঁটি করা অবস্থায় যদি তাদের দুইজনই মৃত্যুবরণ করে, তবে তাদের কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[১৮৪]

দরিদ্রতা ও সচ্ছলতা : উভয়টিই পরীক্ষা

৭৩৭. মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমাদেরকে দরিদ্রতা, কষ্ট ও বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। অচিরেই পরীক্ষা করা হবে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য দিয়ে। নারীদের ফিতনা নিয়ে তোমাদের ব্যাপারে বেশি দুশ্চিন্তা হয়। স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত, সিরিয়ার কোমল-মসৃণ কাপড় পরা, ইয়ামানের ফিতা বাঁধা, এ-সকল নারী ধনীদের অনুসরণ করবে এবং গরিবদেরকে সাধ্যের বাইরে (কাজ করতে) বাধ্য করবে।"[১৮৫]

কল্যাণকর কাজ না করেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া

৭৩৮. ইবনু শিহাব যুহরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু দুটি ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়ালেন। এ দুটি ছিল জনৈক ব্যক্তির বাড়ি। তিনি বললেন, "সে রান্না করার উদ্দেশ্যে সেদ্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে।"[১৮৬]

---

[১৮৪] হাদীসটি সনদ সহীহ। ইবনু হিব্বান, সহীহ, ১২/৪৮০।

[১৮৫] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। এর সমার্থবোধক হাদীস বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে। আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৩৬, ২৩৭।

[১৮৬] উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত হাদীসটির সনদ দুর্বল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

কুরআন দিয়ে জীবন গড়া

আল্লাহর দেওয়া ভোজসভা

৭৩৯. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার এই কুরআন এমন-এক আনন্দ-উৎসব, যে এতে প্রবেশ করল সে নিরাপদ হয়ে গেল।"[১৮৭]

কুরআনের সঙ্গে ওঠাবসার ফলাফল

৭৪০. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে-কেউ এই কুরআনের সংস্পর্শে বসে তারপর মজলিস ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, সে হয় লাভবান নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তাআলার ফয়সালাই চূড়ান্ত। তিনি বলেছেন,

شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত; কিন্তু তা জালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"[১৮৮]-[১৮৯]

---

[১৮৭] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৮৮] সূরা ইসরা বা বানী ইসরাঈল : আয়াত ৮২।

[১৮৯] কাতাদা পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ। ইবনু কাসির, তাফসীরুল কুরআনির আযীম, ৩/৫৮।

প্রত্যেক আয়াত এক একটি বাতি

৭৪১. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কুরআনের প্রত্যেক আয়াত জান্নাতের একেকটি স্তর এবং তোমাদের বাড়িতে একেকটি বাতি।"[১৯০]

কল্যাণ বেড়ে যায়

৭৪২. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ঘরে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা হয় সে ঘরের কল্যাণ বেড়ে যায়, সেখানে ফেরেশতারা উপস্থিত হন এবং ওই ঘর থেকে শয়তানেরা বেরিয়ে যায়। যে ঘরে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা হয় না সে ঘরের বাসিন্দারা দুঃখ-কষ্টে পড়ে, এর কল্যাণ কমে যায়, সেই ঘরে শয়তানেরা এসে উপস্থিত হয় এবং ফেরেশতারা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান।"[১৯১]

কল্যাণশূন্য ঘর

৭৪৩. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلَا إِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ مِنَ الْخَيْرِ بَيْتٌ صِفْرٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ أَنْ يَسْمَعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ.

"জেনে রাখো, নিশ্চয় কল্যাণশূন্য হলো ওই ঘর যে ঘর আল্লাহর কিতাব থেকে শূন্য। যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম, শয়তান যখন কোনো ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত শুনতে পায় সে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।"[১৯২]

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

৭৪৪. আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ

---

[১৯০] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। অন্যান্য কিতাবে এর সমার্থবোধক হাদীস রয়েছে।

[১৯১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সমার্থবোধক মারফু হাদীস রয়েছে।

[১৯২] হাদীসটির মুরসালরূপে বর্ণিত এবং সমার্থবোধক হাদীস মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

"তারা যথাযথভাবে (আল্লাহর কিতাব) তিলাওয়াত করে।"[১৯৩]

কাইস ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত। আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তারা কুরআনের বিধি-বিধানের ওপর যথাযথভাবে আমল করে।"[১৯৪]

কুরআনের ওপর আমল করা

৭৪৫. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নিশ্চয় এই কুরআন পাঠ করছে দাস ও শিশুরা (অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা)। কুরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। ব্যাখ্যার প্রাথমিক জ্ঞানও তাদের নেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

"এক বরকতময় কিতাব, তা আমি আপনার ওপর নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।"[১৯৫]

কুরআনের অনুসরণ ও তার ইলম (বা জ্ঞান) অনুযায়ী আমল করা ছাড়া কুরআনের আয়াত অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে সমধিক অবগত। আল্লাহর কসম, কুরআনের অক্ষরগুলো মুখস্থ করে এবং তার সীমারেখা লঙ্ঘন করে কুরআন অনুধাবন করা যাবে না। এমনকি অনেকে বলে, আমি তো সূরাটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে পারি। আল্লাহর কসম, এরা প্রকৃত ক্বারী নয়, আলিমও নয়, প্রজ্ঞাবানও নয়, আল্লাহভীরুও নয়। কখন ক্বারীরা এ রকম হয়ে পড়ল! আল্লাহ তাআলা যেন মানুষের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি না করেন।"[১৯৬]

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন, "মানুষকে কুরআন অনুযায়ী আমল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা কুরআন তিলাওয়াতকেই একমাত্র আমল ভেবে বসেছে।"[১৯৭]

---

[১৯৩] সূরা বাকারা : আয়াত ১২১।

[১৯৪] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

[১৯৫] সূরা সোয়াদ : আয়াত ২৯।

[১৯৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত। বিভিন্ন কিতাবে হাদীসটির শব্দে কিছুটা রদ-বদল রয়েছে।

[১৯৭] মাদারিজুস সালিকীন, পৃষ্ঠা : ৪৫১।

প্রকৃত ক্বারীদের নিদর্শন

৭৪৬. ইয়াযীদ রিশক থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রহিমাহুল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটির ব্যাপারে বলেছেন, এটি প্রকৃত ক্বারীদের নিদর্শন :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দান করি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই এমন ব্যবসায়ের আশা করে যার কোনো ক্ষয় নেই।"[১৯৮]-[১৯৯]

ধাঁধাপূর্ণ বিষয় নিয়ে টানা-হেঁচড়া না করা

৭৪৭. ইবনু শিহাব যুহরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক কোরো না; রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী নিয়েও বহস কোরো না।" তিনি আরও বলতেন, "ধাঁধাপূর্ণ বিষয় নিয়ে টানা-হেঁচড়া কোরো না।"[২০০]

মুসহাফে ফুঁ না-দেওয়া

৭৪৮. ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ূব থেকে বর্ণিত, উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহর মুসহাফ (অর্থাৎ মুদ্রিত কুরআন)-এ ফুঁ দেওয়া অপছন্দ করতেন।[২০১]

ধ্বংস যখন আসবে নেমে

৭৪৯. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন তোমরা মুসহাফ (অর্থাৎ মুদ্রিত কুরআন)-কে অলঙ্কৃত করবে, মাসজিদগুলোকে কারুকাজ ও নকশায় সজ্জিত করে তুলবে, তখন তোমাদের ওপর ধ্বংস নেমে আসবে।"[২০২]

---

[১৯৮] সূরা ফাতির : আয়াত ২৯।

[১৯৯] হাদীসটির সনদ হাসান।

[২০০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদে কোনো সমস্যা নেই।

[২০১] হাদীসটির সনদ উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহর পর্যন্ত হাসান বলা যায়।

[২০২] এই হাদীসের সনদে কোনো সমস্যা নেই।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় সুগন্ধ পাওয়া

৭৫০. ইবনু আবী রাওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ কুরআন তিলাওয়াত ও সালাত পড়ার সময় হঠাৎ সুগন্ধ পেতেন। সুগন্ধ চলে না যাওয়া পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকতেন।"[২০৩]

কর্তব্য

৭৫১. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দুই পাশে নুবুওয়ত স্থাপন করা হয়, যদিও তার কাছে ওহি প্রেরিত হয় না। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে অথচ দুনিয়ার অন্য-কোনো সম্পদকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তা হলে আল্লাহ তাআলা যা মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানিত করেছেন, সে তাকে হেয় করল। আর আল্লাহ তাআলা যা কিছু তুচ্ছ বলে আখ্যায়িত করেছেন সেগুলোকে সে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানিত ভাবল। যারা কুরআনের ধারক-বাহক, তাদের উচিত নয় মূর্খ ও অজ্ঞদের ব্যাপারে মূর্খতা ও অজ্ঞতা দেখানো (তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া)। খারাপ আচরণের জবাবে তারা যেন খারাপ আচরণ না করে। বরং তারা ক্ষমা করবে।"[২০৪]

উত্তম আমল

৭৫২. ইসমাঈল ইবনু রাফি' বলেন, আলেকজান্দ্রিয়ার এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, সবচেয়ে উত্তম আমল কী? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ। "যার পুনরাবৃত্তি ঘটে।"[২০৫] প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করল, এর অর্থ কী? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, الْخَاتِمُ الْمُفْتَتِحُ। "যা শেষ করে আবার শুরু করা হয় (ধারাবাহিক আমল।)।"[২০৬]

ইবনু সাঈদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

[২০৩] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২০৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল; অন্য কিতাবে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানেও এর সনদ দুর্বল।

[২০৫] الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ-এর শাব্দিক অর্থ হলো চলে যাওয়ার পর আগমনকারী।

[২০৬] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

বাজে কাজ পরিহার করা

৭৫৩. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

"যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে।"[২০৭]

সাঈদ ইবনু আবী আরুবা থেকে বর্ণিত। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর কসম, তাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ এসেছে, যা তাদেরকে বাতিল ও অসার কার্যকলাপ থেকে বিরত রেখেছে।"[২০৮]

আল্লাহর কিতাব উঠিয়ে নেওয়া

৭৫৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা এমন-কোনো নবি পাঠাননি যার ওপর কোনো কিতাব নাযিল করেননি। ওই নবির সম্প্রদায় তা গ্রহণ করলে তো তা থেকেছে, অন্যথায় তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটাই আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মর্মার্থ—

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ

'আমি কি তোমাদের থেকে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেব এই কারণে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?'[২০৯]

'তোমরা তা গ্রহণ করো, অন্যথায় তা এমন লোকেরা গ্রহণ করবে যাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র।' তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তা গ্রহণ করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তা গ্রহণ করলাম।' যদি তারা তা না করত তবে আল্লাহর কিতাব উঠিয়ে নেওয়া হতো; তার কোনো অংশও পৃথিবীর বুকের ওপর রাখা হতো না।"[২১০]

কুরআনের সদ্‌ব্যবহার

৭৫৫. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন উঠিয়ে নেওয়ার আগেই তোমরা তা তিলাওয়াত করো। কারণ, কুরআন

---

[২০৭] সূরা মুমিনুন : আয়াত ৩।

[২০৮] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২০৯] সূরা যুখরুফ : আয়াত ৫।

[২১০] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

উঠিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত কিয়ামাত হবে না। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, মানুষ যা মুখস্থ করে রেখেছে, তা আবার কীভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে? তিনি বললেন, এক রাতে সকলের স্মৃতি থেকে মুখস্থ অংশটুকু উঠিয়ে নেওয়া হবে। সকালবেলায় তারা বলবে, যেন আমরা কিছুই জানতাম না। তারপর তারা কবিতা আবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।[২১১]

কুরআন মিটে যাওয়া

৭৫৬. আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন, ذَلِكَ أَوَانُ يُنْسَخُ الْقُرْآنُ "সেই সময়ে কুরআনকে মিটিয়ে দেওয়া হবে।" একজন গ্রাম্য-লোক তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল, কুরআন আবার কীভাবে মিটে যাবে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

وَيْحَكَ، يُذْهَبُ بِأَصْحَابِهِ، وَيَبْقَى رِجَالٌ كَأَنَّهُمُ النَّعَامُ

"আফসোস তোমার জন্য। কুরআনের ধারক-বাহকদেরকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। উটপাখির মতো কিছু মানুষ থেকে যাবে শুধু।"

এ কথা বলার পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাত অপর হাতের ওপর রাখলেন। এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে উভয় হাত দ্বারা ইশারা করলেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো কুরআন শিক্ষা করছিই। সন্তানদেরও কুরআন শিক্ষা দিই। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

قَدْ قَرَأَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، قَدْ قَرَأَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

"ইয়াহূদি-নাসারারাও তাদের কিতাব পাঠ করত, ইয়াহূদি-নাসারারাও তাদের কিতাব পাঠ করত!"[২১২]

মুত্তাকির পরিচয়

৭৫৭. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

---

[২১১] হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং শেষ জামানায় কুরআন উঠিয়ে নেওয়ার বিষয়টি হুযাইফা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত।

[২১২] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

> “যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাই তো মুত্তাকি।”

মানসুর থেকে বর্ণিত, এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “তারা কিয়ামাতের দিন কুরআন নিয়ে উপস্থিত হবে, যে কুরআন তারা অনুসরণ করত।” অথবা বলেছেন, “কুরআনে যে বিধিবিধান রয়েছে তা মেনে চলত।”[২১৩]

কুরআনের সুপারিশ

৭৫৮. আমর ইবনু মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “কুরআন তার ধারকের জন্য কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করবে। বলবে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে তার ভেতরে রেখেছিলে, ফলে আমি তাকে রাত্রি জাগরণ করিয়েছি, তার দেহকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে সুরক্ষিত রেখেছি। প্রত্যেক কর্মীর তার কর্মের জন্য রয়েছে পারিশ্রমিক। তখন ওই বান্দাকে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, হাত পাতো। আল্লাহর সন্তুষ্টির দ্বারা তার হাত পূর্ণ করে দেওয়া হবে। তারপর আর কখনও আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। তাকে বলা হবে, পড়ো এবং আরোহণ করো। তাকে একটি আয়াতের বিনিময়ে এক স্তর ওপরে ওঠানো হবে; একেকটি আয়াতের পরিবর্তে একটি স্তর বৃদ্ধি করা হবে।”[২১৪]

অবসর সময়ে কুরআন তিলাওয়াত

৭৫৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “বাজার-সদাই বা কোনো প্রয়োজন সেরে বাড়ি ফেরার পর কুরআন তিলাওয়াত করতে কোন জিনিস তাকে বাধা দেয়? তিলাওয়াত করলেই তো প্রতি হরফের বিনিময়ে দশ নেকি পেত।”[২১৫]

প্রতি হরফে দশ নেকি

৭৬০. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “কুরআন পাঠ করো। প্রতি হরফের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব পাবে। জেনে

---

[২১৩] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২১৪] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মকতুরূপে বর্ণিত। অনুরূপ হাদীস মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।

[২১৫] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

রাখো, আলিফ-লাম-মীম মিলে কিন্তু একটি হরফ নয়; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।"[২১৬]

সমবেত কুরআন-পাঠ

৭৬১. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন খতমের সময় পরিবারের সবাইকে ডেকে সমবেত করতেন।"[২১৭]

কুরআন খতম দিয়ে দরূদ পড়া

৭৬২. আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হাদীস থেকে জেনেছি যে, (কুরআন) খতম করে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরূদ ও সালাম পেশ করা হতো।"[২১৮]

সালাতের মধ্যে কুরআন খতম করা

৭৬৩. মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "পূর্বসূরি আলিমগণ রাতের বেলা কুরআন খতম করলে মাগরিবের সালাতের পর দুই রাকআত সালাতের মাধ্যমে খতম শেষ করতে পছন্দ করতেন। আর দিনের বেলা খতম করলে ফজরের সালাতের আগে দুই রাকআত সালাতের মাধ্যমে খতম শেষ করতেন।"

ফেরেশতাদের কুরআন শ্রবণ

৭৬৪. যুহরি ও ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, এক রাতে উসাইদ ইবনু হুদাইর রদিয়াল্লাহু আনহু সালাত পড়ছিলেন। এ সময় তাঁর ওপর আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল, তাতে প্রদীপের মতো কী যেন ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর পাশে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী ঘুমন্ত ছিলেন। ঘরের সামনে বাঁধা ছিল ঘোড়া। উসাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মনে হলো যেন (মেঘ দেখে) ঘোড়া পালিয়ে যাবে; ভয়ে আমার স্ত্রীর গর্ভপাত ঘটে যাবে। তাই আমি সালাত থেকে বিরত হলাম। সকালবেলায় ঘটনাটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন,

اقْرَأْ أُسَيْدُ، وَإِنَّ ذَلِكَ مَلَكٌ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ

---

[২১৬] সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। অন্য কিতাবে হাসান সনদে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।

[২১৭] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/১৭২।

[২১৮] আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।

"উসাইদ, কুরআন তিলাওয়াত করো, ওটা ফেরেশতা ছিলেন, কুরআন শুনতে এসেছিলেন।"[২১৯]

পরিবর্তন হয়নি কুরআন পড়েও

৭৬৫. সাহল ইবনু সা'দ সায়িদি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন কুরআন পাঠ করছিলাম। এ সময় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এসে বললেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الْأَخْيَارُ، وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ، اقْرَءُوا اقْرَءُوا، اقْرَءُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ كَمَا يُقَامُ السَّهْمُ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ، وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ.

"আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহর কিতাব একটি। তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ রয়েছে; ফর্সাও আছে, কালোও আছে। তোমরা আল্লাহর কিতাব পাঠ করো, পাঠ করো, পাঠ করো। কারণ, এমন-কিছু গোষ্ঠী আসবে যারা ধনুকে তির সোজা করার মতো করে কুরআনের হরফগুলোকে সোজা করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্রুতই তার (কুরআন পাঠের) প্রতিদান চাইবে, তা জমা করে রাখবে না।"[২২০]

কুরআনের প্রাধান্য

৭৬৬. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে কুরআনকে প্রাধান্য দাও। নিশ্চয় কুরআনে পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের জ্ঞান সংরক্ষিত রয়েছে।"[২২১]

---

[২১৯] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত। বুখারি ও মুসলিমে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।

[২২০] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবির, হাদীস নং ৬০২১, ৬০২২, হাদীসটি হাসান সহীহ।

[২২১] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইলম অনুযায়ী আমল করা

নিকৃষ্ট লোকদের থেকে ইলম গ্রহণ

৭৬৭. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যতক্ষণ মানুষের কাছে সাহাবি এবং পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে জ্ঞান আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে। যখন তাদের কাছে জ্ঞান আসবে নিকৃষ্টদের কাছ থেকে, তখন সেটাই হবে তাদের ধ্বংস হওয়ার সময়।"[২২২]

ইলম যেভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে

৭৬৮. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا.

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মানুষের (অন্তর) থেকে ইলম টেনে বের করে নেবেন না; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার দ্বারাই ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন তিনি (দুনিয়ার বুকে) কোনো আলিমকেই রাখবেন না

---

[২২২] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

তখন মানুষজন অজ্ঞ নেতাদেরকে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে (মাসআলা-মাসায়েল) জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা বিনা ইলমে ফাতওয়া দেবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।"[২২৩]

সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরলেই মুক্তি

৭৬৯. ইবনু শিহাব যুহরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু আলিম বলতেন, "সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরাই মুক্তি। ইলম খুব দ্রুত উঠিয়ে নেওয়া হবে। ইলমের প্রাণবন্ততা ও পুনরুজ্জীবন হলো দ্বীন ও দুনিয়ার টিকে থাকা। আর জ্ঞান নিঃশেষ হওয়ার মাধ্যমেই দ্বীন নিঃশেষ হয়ে পড়বে।"[২২৪]

কঠিন কঠিন কথাকে ভয় করা

৭৭০. আউন ইবনু আবদিল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, "একটি কথা প্রচলিত ছিল : তোমরা কঠিন কঠিন কথাকে ভয় করো।"[২২৫]

বক্তাদের ঠোঁট কাঁচি দ্বারা কাটা হবে

৭৭১. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

"যে রাতে আমার মিরাজ হলো, আমি একদল লোক দেখলাম যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল, এরা কারা? তিনি বললেন, আপনার উম্মতের বক্তা। তারা মানুষকে সততা ও সৎকাজের আদেশ দেয় আর নিজেদেরকে ভুলে থাকে। অথচ তারা কুরআন তিলাওয়াত করে। তাদের কি আকল-বুদ্ধি নেই?"[২২৬]

---

[২২৩] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, ১০০; মুসলিম, ৬৯৭১।

[২২৪] আহলে ইলমগণ থেকে ইবনু শিহাবর যুহরির একটি বক্তব্য।

[২২৫] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২২৬] হাদীসটির সনদ দুর্বল; অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে সহীহ। মুসনাদ আহমাদ, ৩/১২০।

ইলম শেখার পরও আমল না করা

৭৭২. জারীর ইবনু হাযিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু একদল লোককে ইলম শেখাতে ও শিখতে দেখলেন। তখন হারিস ইবনু কাইসকে বললেন, "হারিস, এরা কি আমল করার জন্য ইলম অর্জন করছে? কী মনে হয়?" হারিস বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি তা মনে করি না। বরং আমি মনে করি যে, তারা ইলম শিখে তা অবহেলা করে এড়িয়ে যাবে।" আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম, আমার বিশ্বাস তুমি সত্য বলেছ।"[২২৭]

পরিণামে আল্লাহর অপমানজনক শাস্তি নেমে আসবে

৭৭৩. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ تَحْتَ يَدِ اللهِ، وَفِي كَنَفِهِ، مَا لَمْ تُمَالِ قُرَّاؤُهَا أُمَرَاءَهَا، وَمَا لَمْ يُزَكِّ صَالِحُوهَا فُجَّارَهَا، وَمَا لَمْ يُمَنِّ خِيَارُهَا شِرَارَهَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ رَفَعَ اللهُ عَنْهُمْ يَدَهُ، ثُمَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ جَبَابِرَتَهُمْ، فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَضَرَبَهُمْ بِالْفَاقَةِ وَالْفَقْرِ، وَمَلَأَ قُلُوبَهُمْ رُعْبًا.

"যতক্ষণ এই উম্মতের ক্বারীরা তার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবে না, সৎ লোকেরা পাপাচারীদেরকে পবিত্র ঘোষণা করবে না, ভালো মানুষেরা খারাপ লোকদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হয়ে উঠবে না, ততক্ষণ এই উম্মত আল্লাহর আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে থাকবে। কিন্তু এগুলো করলেই আল্লাহ তাআলা আশ্রয় উঠিয়ে নেবেন। তারপর তাদের ওপর চাপিয়ে দেবেন জালিমদের। এরা তাদেরকে নিকৃষ্ট অপমানজনক শাস্তিতে ভোগাবে। আল্লাহ তাদেরকে অভাব-অনটন ও দরিদ্রতায় নিমজ্জিত করবেন; তাদের অন্তরকে ভয়-ভীতিতে ব্যাকুল করে তুলবেন।"[২২৮]

ইলমের উপমা ও সাহাবিদের দানশীলতা

৭৭৪. আবুল বাখতারি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবৃস গোত্রের একজন লোক

---

[২২৭] হাদীসটির সনদ মুনকাতি ও মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২২৮] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গী হলো। লোকটি দাজলা নদী থেকে এক ঢোক পানি পান করল। সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, যাও, আবার পানি পান করো। লোকটি বলল, পিপাসা মিটেছে তো। তিনি বললেন, তোমার কি মনে হয় তুমি পান করার পর দাজলার পানি কমে গেছে? লোকটি বলল, এই এক ঢোকে কী এমন কমবে? তিনি বললেন, ইলমও অনুরূপ; কখনও তা কমে না। তাই উপকারী ইলম অন্বেষণ করো। তাঁরা চলতে চলতে দা-ন নদীর কাছে এলেন। ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে স্তূপাকারে শস্য রাখা ছিল, খাদ্যসামগ্রীও ছিল। সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ভাই, এগুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন, তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তোমাদের রিযক দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যদি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় এ-সকল ধনভাণ্ডারের মালিকানা মুসলিমদের হাতে দিতেন, তা হলে এক দিনের মাথায় এক সা' খাদ্যশস্যও অবশিষ্ট থাকত না (সব দান করে দিতেন)। এরপর আল্লাহ তাআলা জালুলায় মুসলমানদের অধিকারে কী পরিমাণ সম্পদ দিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করে বললেন, ভাই, যিনি এগুলো তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন ও তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি যদি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় এ-সকল ধনভাণ্ডারের মালিকানা দিতেন, তা হলেও এক দিন পর আর একটি দীনার বা দিরহামও অবশিষ্ট থাকত না (সবটাই দান করে দিতেন)।[২২৯]

ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর জ্ঞান

৭৭৫. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

"আমি (ইয়াহইয়াকে) শৈশবেই জ্ঞান দান করেছিলাম"[২৩০]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি মা'মারকে এই আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, জানতে পেরেছি যে, অন্য শিশুরা ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়্যা আলাইহিমুস সালাম-কে বলেছিল, আমাদের সঙ্গে চলো,

---

[২২৯] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/১৮৮, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[২৩০] সূরা মারইয়াম : আয়াত ১২।

আমরা খেলব। তিনি বলেছিলেন, "খেলাধুলার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়নি।"[২৩১]

মন যা-তে সায় দেয় না তা পরিত্যাগ করা

৭৭৬. মুআবিয়া ইবনু হুদাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি লোক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করল; বলল, হে আল্লাহর রাসূল, যা কিছু নিষিদ্ধ, তার কোনোটা কি আমার জন্য বৈধ হবে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন। লোকটি আবারও প্রশ্ন করল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন। এভাবে সে তিনবার প্রশ্ন করল। প্রত্যেক বারই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন। অবশেষে বললেন, প্রশ্নকারী কে? লোকটি বলল, আমি এখনও আছি, হে আল্লাহর রাসূল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই আঙুলে শব্দ করে বললেন,

مَا أَنْكَرَ قَلْبُكَ فَدَعْهُ

"তোমার অন্তরে যা খটকা লাগে, তা পরিত্যাগ করো।"[২৩২]

মুমিনের দুটি বৈশিষ্ট্য

৭৭৭. আবূ উমামা বাহিলি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, পাপ কী? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

مَا حَكَّ - أَوْ مَا حَاكَ - فِي صَدْرِكَ فَدَعْهُ

"যা তোমার অন্তরে খটকা ও ইতস্ততবোধ সৃষ্টি করে, তা পরিত্যাগ করো।"

লোকটি জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

"যখন তোমার পাপকাজ তোমাকে কষ্ট দেয় এবং তোমার ভালোকাজ তোমাকে আনন্দিত করে, তখন তুমি মুমিন।"[২৩৩]

---

[২৩১] যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মা'মার কর্তৃক বর্ণিত বাণী।

[২৩২] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

[২৩৩] ইবনু হিব্বান, সহীহ, হাদীস নং ১৭৬, হাদীসটির সনদ সহীহ।

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য

৭৭৮. ফাদালা ইবনু উবাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الذُّنُوبَ وَالْخَطَايَا.

"আমি কি তোমাদেরকে মুমিনের গুণাবলি সম্পর্কে জানাব না? মুমিন হলো সেই ব্যক্তি যাকে মানুষেরা তাদের সম্পদ ও জানের ব্যাপারে বিশ্বস্ত ও নিরাপদ মনে করে। মুসলমান হলো ওই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে। মুজাহিদ হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। মুহাজির হলো ওই ব্যক্তি যে পাপাচার ও অন্যায় পরিত্যাগ করে।"[২৩৪]

তিনটি গুণের কারণে ঈমানের স্বাদ

৭৭৯. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْهُ.

"তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে : ১. যে ব্যক্তি কাউকে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালোবাসে; ২. যার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল বেশি প্রিয়; ৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে (ওই ব্যক্তি) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করে।"[২৩৫]

---

[২৩৪] হাদীসটির সনদ সহীহ। হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১/১০, ১১।

[২৩৫] বুখারি, হাদীস নং ১৬, ২১, ৫৬৯৪; মুসলিম, হাদীস নং ১৭৪, হাদীসটি সহীহ।

যা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়

৭৮০. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মুমিনের যে-কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই থাকতে পারে, কেবল মিথ্যা বলা ও বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া।"[২৩৬]

প্রত্যেক ভালো গুণের আপদ রয়েছে

৭৮১. ইবনু আনয়ুম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "প্রত্যেক জিনিসের একটি আপদ রয়েছে, যা তাকে বিনষ্ট করে দেয়। ইবাদাতের আপদ হলো রিয়া বা লৌকিকতা; সহিষ্ণুতার আপদ হলো নীচতা ও বশ্যতা; লজ্জার আপদ হলো দুর্বলতা; বিদ্যার আপদ হলো ভুলে যাওয়া; জ্ঞান-বুদ্ধির আপদ হলো অহমিকা; প্রজ্ঞার আপদ হলো অশালীনতা[২৩৭]; বুদ্ধিমত্তার আপদ হলো দম্ভ; মিতব্যয়ের আপদ হলো কৃপণতা ও লোভ; ভালোবাসার আপদ হলো অহংকার; দানশীলতার আপদ হলো অপচয়।"[২৩৮]

বন্ধুর মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখা

৭৮২. আতিয়্যা ইবনু কাইস থেকে বর্ণিত, আউফ ইবনু মালিক-এর সঙ্গে কাইস গোত্রের একজন লোকের বন্ধুত্ব ছিল। তার নাম মুহাল্লাম। মুহাল্লামের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। আউফ ইবনু মালিক তাকে বললেন, মুহাল্লাম, তোমার মৃত্যু ঘটে গেলে (স্বপ্নে) আমাদের কাছে ফিরে এসো। তোমার সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে তা জানিয়ো। মুহাল্লাম বললেন, আমার মতো লোকের পক্ষে যদি তা সম্ভব হয় তবে অবশ্যই করব। মুহাল্লাম মৃত্যুবরণ করলেন। এরপর আউফ ইবনু মালিক এক বছর বেঁচে ছিলেন। মুহাল্লামের মৃত্যুর পরপরই আউফ ইবনু মালিক তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, মুহাল্লাম, কী অবস্থা তোমার, তোমার সঙ্গে কী আচরণ করা হলো? মুহাল্লাম বললেন, আমাদেরকে আমাদের প্রতিদান পরিপূর্ণ দেওয়া হয়েছে। আউফ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সবাইকে? মুহাল্লাম বললেন, আমাদের সবাইকে, তবে কিছু লোক ছাড়া। তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে তারা ধ্বংস হয়েছে। তাদেরকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখানো

---

[২৩৬] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৩৭] কথায় ও কাজে এবং কারো প্রশ্নের জবাবে বোধগম্য সীমা অতিক্রম করা এবং এমন-কিছু করা যা সঙ্গত নয়।

[২৩৮] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

হতো (তারা নেতৃস্থানীয় লোক ছিল)। আল্লাহর কসম, আমি আমার প্রতিদান পরিপূর্ণ পেয়েছি। এমনকি আমার মৃত্যুর এক রাত আগে আমাদের পরিবারের যে বিড়ালটি হারিয়ে গিয়েছিল তার জন্যও আমাকে প্রতিদান দেওয়া হয়েছে।

সকাল হলো। আউফ ইবনু মালিক গেলেন মুহাল্লামের স্ত্রীর কাছে। তিনি ভেতরে প্রবেশ করতেই তার স্ত্রী বললেন, মারহাবা, মুহাল্লামের মৃত্যুর পর দ্রুতই আমাদের সাক্ষাতে এলেন। আউফ বললেন, আপনিও স্বপ্নে দেখেছেন? মুহাল্লামের স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, গত রাতে তাকে স্বপ্নে দেখেছি। আমার মেয়ের ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি ওকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। আউফ তাকে জানালেন তিনি কী কী স্বপ্নে দেখেছেন এবং হারিয়ে-যাওয়া বিড়ালটির কথাও উল্লেখ করলেন। মুহাল্লামের স্ত্রী বললেন, বিড়ালটির কথা আমি জানি না। তিনি তার চাকর-বাকরদের ডাকলেন। তাদের কাছে বিড়ালটির কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারা জানাল যে, মুহাল্লামের মৃত্যু হওয়ার আগের রাতে তাদের একটি বিড়াল হারিয়ে গেছে।[২৩৯]

নিজেকে দোষারোপ করা ও আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া

৭৮৩. আবদুর রহমান ইবনু যাইদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রিয়া বা লোক-দেখানোর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "যা কিছু তোমার নিজ থেকে হয় এবং তোমার মন তাতে খুশি থাকে, তা তোমার নিজের পক্ষ থেকেই (রিয়া)। নিজেকে দোষারোপ করতে পারো। তবে যা কিছু তোমার থেকে হয় কিন্তু মন তা অপছন্দ করে, তা হলো শয়তানের পক্ষ থেকে। তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।"[২৪০]

বান্দা যা অপছন্দ করে তা শয়তানের পক্ষ থেকে

৭৮৪. আবদুর রহমান ইবনু আবী উমাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যা কিছু বান্দা অপছন্দ করে তা তার পক্ষ থেকে নয় (বরং শয়তানের পক্ষ থেকে)।" এ কথা বলে তিনি রিয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন।[২৪১]

---

[২৩৯] হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৪০] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৪১] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

যেভাবে হাঁটতে হয়

বোঝা বহন করে নিজের অন্তরকে পরীক্ষা করা

৭৮৫. বুকাইর ইবনুল আশাজ থেকে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর একটি বাগান থেকে লাকড়ির বোঝা নিয়ে বের হলেন। বোঝাটি তিনি নিজেই বহন করছিলেন। মানুষ তাঁকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলল, হে আবূ ইউসুফ, এ কাজ করানোর জন্য তো আপনার যথেষ্ট লোক আছে। নিজে কেন করছেন? আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আমার অন্তরকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছি—সে এই বোঝা বহন করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে কি না।[২৪২]

অহংকারের ভয়ে ইমামতি না করার সিদ্ধান্ত

৭৮৬. আসিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু (অন্য একজন বর্ণনাকারী বলেছেন, আবূ আইয়ূব আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু) একবার সালাতে একটি গোত্রের ইমামতি করলেন। সালাত শেষ করে বললেন, শয়তান আমাকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল যেন, পেছনের লোকদের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। আমি আর কখনও ইমামতি করব না।[২৪৩]

---

[২৪২] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৪৩] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

দ্রুত হাঁটার নির্দেশ

৭৮৭. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

"তুমি হাঁটায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।"[২৪৪]

হাইওয়াহ ইবনু শুরাইহ থেকে বর্ণিত, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, দ্রুততা(র সাথে হাঁটা)।"[২৪৫]

দ্রুত হেঁটে অহংকার থেকে দূরে থাকা

৭৮৮. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীস থেকে জেনেছি যে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা দ্রুত হাঁটতেন। বলতেন, এতে অহংকার থেকে দূরে থাকা যায় এবং প্রয়োজনীয় কাজটি দ্রুত করা যায়।[২৪৬]

নবিজির হাঁটার পদ্ধতি

৭৮৯. সাইয়ার আবিল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত হাঁটতেন, অক্ষমের মতোও নয়, অলসের মতোও নয়।[২৪৭]

পায়ের নিচে জমিন গুটিয়ে যাওয়া

৭৯০. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর আজাদকৃত গোলাম আবূ ইউনুস থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন—"আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে উত্তম কিছু দেখিনি। সূর্য যেন তাঁর চেহারায় ভেসে থাকত। তাঁর চেয়ে দ্রুত হাঁটতেও আর কাউকে দেখিনি; জমিনকে যেন তাঁর পায়ের নিচে গুটিয়ে ফেলা হতো। আমরা চেষ্টা করতাম (তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাটার জন্য), অথচ তিনি থাকতেন ভ্রূক্ষেপহীন। তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তিধারা বর্ষিত হোক।"[২৪৮]

---

[২৪৪] সূরা লুকমান : আয়াত ১৯।

[২৪৫] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৪৬] ফাতহুল বারি, ৫/১১২।

[২৪৭] হাদীসটি মুরসাল বা মু'দালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

[২৪৮] হাদসিটি ইমাম আহমাদ ও ইবনু হিব্বানও বর্ণনা করছেনে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

চুপ থাকলে মুক্তি মেলে

মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ চরিত্র

৭৯১. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল, শ্রেষ্ঠ আমল কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

قَيِّمُ الدِّينِ الصَّلَاةُ، وَسِنَامُ الْعَمَلِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَفْضَلُ أَخْلَاقِ الْإِسْلَامِ الصَّمْتُ حَتَّى يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْكَ.

"সালাত হলো দ্বীনের স্তম্ভ। আর আমলের (সর্বোচ্চ) চূড়া হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। ইসলামের শ্রেষ্ঠ চরিত্র হলো চুপ থাকা—যাতে মানুষ তোমার থেকে নিরাপদ থাকে।"[২৪৯]

কতিপয় বিশেষ উপদেশ

৭৯২. আকিল ইবনু মুদরিক মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে একজন লোক এসে বললেন, আবূ সাঈদ, আমাকে উপদেশ দিন। আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে যে প্রশ্ন

[২৪৯] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

করেছ, তোমার পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁকেও (অর্থাৎ নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) আমি একই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—

أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، وَذِكْرُكَ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، وَعَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا فِي حَقٍّ، فَإِنَّكَ بِهِ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ.

"আমি তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ভয় করার নির্দেশ দিই। কারণ তা সবকিছুর মূল। তোমার ওপর জিহাদ আবশ্যক। কারণ এটা ইসলামের বৈরাগ্য। অবশ্যই আল্লাহর যিকর করবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে। কারণ, আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে তা-ই তোমার আত্মা এবং দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তোমার স্মরণ। অবশ্যই মৌনতা অবলম্বন করবে, তবে যথার্থ ও সত্য কথা বলবে। কারণ, মৌনতা অবলম্বন বা চুপচাপ থাকার দ্বারাই শয়তানকে পরাস্ত করতে পারবে।"[২৫০]

চুপ থাকা প্রজ্ঞার নিদর্শন

৭৯৩. আবদুল্লাহ ইবনু আবী নাজিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঊস ইবনু কাইসান আমার বাবাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঊস যেন হাতে গিঁট দিয়ে বসে আছেন। বাবা বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান। লুকমান আলাইহিস সালাম বলেছেন, নিশ্চয় চুপ থাকা হলো প্রজ্ঞা, কিন্তু অল্পকিছু মানুষই তা করে থাকে। তখন তাঊস বললেন, হে আবূ নাজিহ, যে ব্যক্তি চুপ থাকে এবং আল্লাহকে ভয় করে, তার চেয়ে উত্তম ওই ব্যক্তি যে কথা বলে এবং আল্লাহকে ভয় করে।[২৫১]

কথা বেশি বললে ভুল বেশি হয়

৭৯৪. শুফাই ইবনু মাতি' আসবাহি বলেন, "যে লোক বেশি কথা বলে তার ভুল বেশি হয়।"[২৫২]

---

[২৫০] মুসনাদ আহমাদ, ৩/৮২, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[২৫১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ১০৬, হাদীসটির সনদ সহীহ।

[২৫২] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

অসংযতভাবে একটি শব্দও উচ্চারণ না করা

৭৯৫. হাস্‌সান ইবনু আতিয়্যা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, শাদ্দাদ ইবনু আউস রদিয়াল্লাহু আনহু (সফররত অবস্থায়) একটি মঞ্জিলে অবতরণ করে বললেন, দস্তরখান নিয়ে আসো, মজা করে (খাই)। ইবনু আতিয়্যা বলেন, কথাটি আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হলো। তখন শাদ্দাদ ইবনু আউস রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মুখে লাগাম পরে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া আমি একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। এই কথাটির কথা ভিন্ন (তা আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে)। তাই তোমরা তা মনে রেখো না।[২৫৩]

---

[২৫৩] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৬৭, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

প্রতারণা থেকে সাবধান!

আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া সালাত অর্থহীন

৭৯৬. আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

"নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণই মহান।"[২৫৪]

দাহহাক ইবনু মুযাহিম থেকে বর্ণিত। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ، وَمَنِ انْتَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَقَدْ أَطَاعَ الصَّلَاةَ.

"যে আল্লাহর আনুগত্য করে না, তার কোনো সালাত নেই। আর যে অশ্লীল ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকল, সে সালাতের আদেশ মান্য করল।"[২৫৫]

উম্মাহর তিনটি বৈশিষ্ট্য

৭৯৭. সা'দ ইবনু মাসউদ সাকাফি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

[২৫৪] সূরা আনকাবুত : আয়াত ৪৫।

[২৫৫] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

উসমান ইবনু মাযঊন রদিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদেরকে অণ্ডকোষ কেটে ফেলে (প্রজনন ক্ষমতা নিঃশেষ করার) অনুমতি দিন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى، وَلَا اخْتَصَى، إِنَّ إِخْصَاءَ أُمَّتِي الصِّيَامُ

"যে লোক অন্য লোকের খাসি করে এবং যে লোক নিজে খাসি হয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। আমার উম্মতের সদস্যদের খাসি হওয়া (প্রজনন ক্ষমতা নিঃশেষ করার পরিবর্তে বিধান) হলো সাওম রাখা।" উসমান ইবনু মাযঊন রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদেরকে ভ্রমণের অনুমতি দিন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"আমার উম্মতের ভ্রমণ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" তখন উসমান ইবনু মাযঊন রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদেরকে সন্ন্যাসী হওয়ার অনুমতি দিন। জবাবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي الْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ

"আমার উম্মতের জন্য সন্ন্যাসব্রত হলো, সালাতের অপেক্ষায় মাসজিদে বসে থাকা।"[২৫৬]

পুত্রের উদ্দেশে পিতার উপদেশ

৭৮. আউন ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি তাঁর ছেলেকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "ছেলে আমার, অবশ্যই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। যদি গতকালের চেয়ে আজকে বেশি উত্তম হতে পারো এবং আজকের চেয়ে আগামীকাল বেশি উত্তম হতে পারো, তবে তা-ই হও। সালাত আদায়ের সময় মনে করবে যেন এটাই জীবনের শেষ সালাত। প্রয়োজনের পেছনে বেশি বেশি ছোটা থেকে বিরত থেকো, কারণ তা হলো 'নগদ' দরিদ্রতা। যে বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হতে পারে, তা থেকে দূরে থাকবে।"[২৫৭]

---

[২৫৬] এই হাদীসের সনদ দুর্বল। তবে এর সমার্থবোধক হাদীস বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে।

[২৫৭] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৪/২৬, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ক্ষণস্থায়ী সম্পদ

৭৯৯. আউন ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু দামিস্কে একটি মাসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়ালেন। লোকদের উদ্দেশে বললেন, হে দামিস্কের বাসিন্দারা, তোমরা কি তোমাদের একজন কল্যাণকামী ভাইয়ের কথা শুনবে না? তোমাদের পূর্বে যে (জাতিসমূহ) ছিল তারা অঢেল ধন-সম্পদ জমা করেছিল, মজবুত অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল। কিন্তু তারা যা জমা করেছিল তা ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা যে-সকল ভবন নির্মাণ করেছিল তা কবরে পরিণত হয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপ প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে।"[২৫৮]

পাখিদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ

৮০০. সালিম ইবনু আবিল জা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম বলেছেন, "আল্লাহর জন্য কাজ করো, পেটের জন্য না। এই পাখিগুলোর দিকে তাকাও : সকালে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে; ফসল ফলায় না, ফসল কাটেও না; আল্লাহ তাআলা তাদের রিযক দান করেন। তোমরা বলতে পারো, এইসব পাখির চেয়ে আমাদের পেট বড়ো। তা হলে বন্য গরু ও গাধাগুলোর দিকে তাকাও। এগুলোও সকালে চরতে বের হয়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে; ফসল ফলায়ও না, ফসল কাটেও না; আল্লাহ তাআলা তাদের রিযক দান করেন। দুনিয়ার অতিরিক্ত সম্পদকে ভয় করো। কারণ সেগুলো আল্লাহর কাছে পঙ্কিলতা ও ময়লা।"[২৫৯]

উত্তম প্রতিদান পেতে আল্লাহর হকের প্রতি মনোযোগ

৮০১. সামুরা ইবনু জুনদুব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্য প্রতিদান সম্পর্কে জেনে যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়, সে যেন তার কাছে থাকা আল্লাহর হকের ব্যাপারে সচেতন হয়। যে লোক এটা জানতে পেরে আনন্দিত হয় যে, তার কাছে শয়তানের অবস্থান কেমন, সে যেন গোপনে (নিন্দিত) কাজের সময় তা দেখে নেয়।"[২৬০]

---

[২৫৮] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩০৫, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৫৯] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/১৯৪, হাদীসটির সনদ সহীহ।

[২৬০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

সত্য ভারী ও তিক্ত

৮০২. আবূ জানাব কালবি থেকে বর্ণিত, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "সত্য হলো ভারী; সাথে সাথে তা তিক্তও। মিথ্যা হলো হালকা; তবে সাথে সাথে তা আপদসৃষ্টিকারী। তাওবার পথ খোঁজার চেয়ে পাপকাজ ছেড়ে দেওয়াই সহজ (অথবা বলেছেন, উত্তম)। ক্ষণিক সময়ের জন্য কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ দীর্ঘ দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়!"[২৬১]

খ্যাতির প্রবঞ্চনা

৮০৩. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَغُرَّنَّ الرَّجُلَ مِنْ نَفْسِهِ كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلَهُ.

"কেউ যেন তার চারপাশে উপস্থিত লোকদের আধিক্য দেখে ধোঁকা না খায়।"[২৬২]

জন্ম মানেই মৃত্যুর দিকে যাত্রা

৮০৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হে আদম-সন্তান, জমিনের ওপর পা রেখে হেঁটে নাও, অচিরেই তা তোমার কবরে পরিণত হবে। তুমি তোমার মায়ের পেট থেকে পড়ার পর থেকেই তো তোমার আয়ু নিঃশেষ করে চলেছ।"[২৬৩]

কদর্যতা ও অশ্লীলতা আল্লাহর অপছন্দনীয়

৮০৫. কাইস ইবনু বিশর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দামিস্কে আমার বাবা আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গী ছিলেন। সে শহরে একজন আনসারি সাহাবিও ছিলেন। ইবনুল হানযালিয়্যাহ[২৬৪] নামে তাঁকে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গতাপ্রিয় ব্যক্তি; মানুষের সঙ্গে খুব কমই মিশতেন। সালাতে মশগুল থাকতেন, সালাত শেষ হলে যিকরে মশগুল হতেন; তাকবীর, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিকর করতে করতে বাড়িতে পৌঁছতেন। একদিন

---

[২৬১] হাদীসটির সনদ মুনকাতি এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৬২] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[২৬৩] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৫৫, হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাকতুরূপে বর্ণিত।

[২৬৪] সাহল ইবনুল হানযালিয়্যাহ আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু।

আমরা আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে বসে ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিলেন। আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আমাদেরকে এমন-একটি কথা শোনান তো, যা আমাদের উপকৃত করবে কিন্তু আপনার কোনো ক্ষতি করবে না। তিনি বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন,

إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ.

"তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে যাচ্ছ; তাই পোশাক পরিপাটি করে নাও এবং বাহন ঠিকঠাক করে নাও, যাতে মনে হয় তোমরা লোকসমাজের সৌন্দর্য। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অপরিপাটি ও অশ্লীলতা পছন্দ করেন না।"[২৬৫]

নেতৃত্বের সুফল-কুফল

৮০৬. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে-কেউ তার পরিবার, মহল্লা বা অন্যকিছুর নেতা হবে, তারপর তারা তার থেকে (যে পরামর্শ) গ্রহণ করবে, তার একটি প্রাপ্য—ভালো বা মন্দ—তার জন্যও বরাদ্দ থাকবে।"[২৬৬]

---

[২৬৫] আবূ দাউদ, ৪০৯১; মুসনাদ আহমাদ, ৪/১৮০।

[২৬৬] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৫৩১, হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

উয়াইস কারনি ও সুনাবিহি রদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রসঙ্গে

উয়াইস কারনি[২৬৭] রদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনা

৮০৭. উসাইর ইবনু জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে সময়ের একটি মজলিসে আমরা বসে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে উয়াইস কারনিও বসে ছিলেন। সম্ভবত উয়াইস কারনির কিছু গুণ জাফর আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। উয়াইস কারনি যখন আলোচনা করতেন, তাঁর আলোচনা আমাদের হৃদয়কে এতটা স্পর্শ করত যে, অন্য-কারও আলোচনায় সেটা হতো না। জাফর বললেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-কাছে একটি প্রতিনিধি-দল গিয়েছিল। তিনি তাদের কাছে উয়াইস কারনি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : কার্ন থেকে কোনো লোক এসেছে? তার খবর কী? আমাদের মজলিসে থাকা একজন ব্যক্তি তখন উয়াইস কারনিকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনার কথা আলোচনা করেছেন, সেটা তো আপনি আমাদেরকে জানাননি! উয়াইস কারনি বললেন, আমীরুল মুমিনীনের কথাবার্তায় এমন-কিছু ছিল না যা আমি আপনাদের জানাতে পারি। এরপর উয়াইস কারনি ওই ব্যক্তি থেকে প্রতিশ্রুতি

[২৬৭] নাম : উয়াইস ইবনু আমির। জন্ম : ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ বা ৩৭ হিজরি। বিশিষ্ট তাবিয়ি। তাঁর জন্ম কার্নে (বর্তমানে তিউনিশিয়ার একটি শহর) এবং তাঁকে দাফন করা হয় ইরানের কাযবিনে। তাঁর উপাধি ছিল খাইরুত তাবিয়িন বা শ্রেষ্ঠ তাবিয়ি।

গ্রহণ করলেন যে, তিনি এ ব্যাপারটি আর কাউকে জানাবেন না।[২৬৮]

মৃত্যু পর্যন্ত নির্জনবাস অবলম্বন

৮০৮. আমর ইবনু মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু উয়াইস কারনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে চিনে ফেললেন। সেই তখন থেকে উয়াইস যে নির্জনবাস শুরু করলেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁকে আর দেখা যায়নি।[২৬৯]

সুনাবিহি[২৭০] সম্পর্কে উবাদা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর মন্তব্য

৮০৯. মাহমুদ ইবনু রবী' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার উবাদা ইবনু সামিত রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ছিলাম। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। সুনাবিহি তাঁকে দেখার জন্য আসছিলেন। উবাদা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তিনি এমন-এক ব্যক্তি, তাকে যেন সাত আসমানের ওপর তুলে নেওয়া হয়েছে আর তিনি ওখানে যত খুশি আমল করেছেন—এ ব্যাপারটি যাকে আনন্দ দেয় সে যেন তাঁকে দেখে। সুনাবাহি রহিমাহুল্লাহ উবাদা ইবনু সামিত রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চলে এলেন। উবাদা রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আমাকে যদি আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, আমি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেব; আমাকে যদি সুপারিশের সুযোগ দেওয়া হয় আপনার জন্য সুপারিশ করব; যদি পারি অবশ্যই আপনার উপকার করব।[২৭১]

[২৬৮] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। এর সমার্থবোধক হাদীস মুসলিমে রয়েছে।

[২৬৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৭০] নাম : আবদুর রহমান ইবনু আসিলা সুনাবিহি। সুনাবিহি মুরাদি নামে পরিচিত। দামিস্কে আবাসস্থল গ্রহণ করেছিলেন। বিশিষ্ট তাবিয়ি এবং মিসরের প্রথম স্তরের ফকীহগণের অন্যতম। ইমাম যাহাবি বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পাঁচদিন পর মদীনায় আগমন করেন এবং আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর পেছনে সালাত আদায় করেন। (সিয়ারু 'আলামিন নুবালা, ৩/৫০৫-৫০৭)। তিনি আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ইবনুল খাত্তাব, মুআয ইবনু জাবাল, বিলাল ইবনু রাবাহ, উবাদাহ ইবনু সামিত, শাদ্দাদ ইবনু আউস আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[২৭১] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

তাবিয়িদের ইবাদাত

দুটি চিন্তাকে একটি চিন্তায় পরিণত করা

৮১০. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোক দুনিয়ার ধন-সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করছিল। আমির ইবনু আবদি কাইস রহিমাহুল্লাহ[২৭২] তাদের বললেন, তোমরা তো দুনিয়াকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছ এবং তা নিয়ে চিন্তিত। আল্লাহর কসম, আমি যদি পারতাম তা হলে দুনিয়ার চিন্তা ও আখিরাতের চিন্তাকে একটি চিন্তায় পরিণত করতাম। হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম, তিনি তা-ই করেছিলেন। এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থার ওপরই ছিলেন।[২৭৩]

সালাতে কল্পনা করার চেয়ে শরীরে বর্শা বিদ্ধ হওয়া উত্তম

৮১১. তারীফ ইবনু শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আমির ইবনু আবদি কাইস রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য উল্লেখ করলাম। (তিনি বলেছিলেন), সালাতের মধ্যে অন্যকিছুর কল্পনা অনুভব করার চেয়ে দেহের যত্রতত্র বর্শা বিঁধে যাওয়াই আমার কাছে বেশি উত্তম।

---

[২৭২] বিশিষ্ট তাবিয়ি। উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু ও সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[২৭৩] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

(আমির ইবনু আবদি কাইস রহিমাহুল্লাহ-এর কথা শুনে) হাসান বসরি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দান করেননি।[২৭৪]

আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছুকে ভয় করায় লজ্জাবোধ

৮১২. কাতাদা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জেনেছি যে, আমির ইবনু আবদি কাইস রহিমাহুল্লাহ একবার এক কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর সঙ্গীদের থেকে পেছনে পড়ে গেলেন। কেউ তাঁকে বলল, এই ঘন ঝোপ-জঙ্গলে সিংহ রয়েছে। কী না কী বিপদ হয়! তিনি বললেন, আমার প্রতিপালককে ছাড়া অন্যকিছুকে ভয় করতে আমার লজ্জা হয়।[২৭৫]

সালাতে শয়তানের ধোঁকা

৮১৩. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস তাঁর মহান রবের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, তিনি যেন শীতকালে তার জন্য পবিত্রতা রক্ষা করার বিষয়টি সহজ করে দেন; তাই তার জন্য নিয়ে আসা পানি থেকে (উষ্ণতার) ধোঁয়া বের হতো। তিনি তাঁর মহান রবের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, তিনি যেন তার অন্তর থেকে নারীর প্রতি আসক্তি দূর করে দেন; ফলে তিনি পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন নাকি নারীর সঙ্গে তাতে তাঁর কোনো পরোয়াই ছিল না। তিনি তাঁর মহান রবের কাছে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন তার সালাত পড়া অবস্থায় তার অন্তরকে (শয়তানের ওয়াসওয়াসা) থেকে মুক্ত রাখেন; কিন্তু আমির ইবনু আবদি কাইস রহিমাহুল্লাহ এতে সক্ষম হননি।"[২৭৬]

ভাতার টাকা গরিব-মিসকীনকে প্রদান

৮১৪. আবুল আলা ইয়াযীদ বলেন, আমির ইবনু আবদি কাইস রহিমাহুল্লাহ-এর ভাতিজা আমাকে বলেছেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস তার ভাতা গ্রহণ করে কাপড়ের খুটে রাখতেন; পথে কোনো মিসকীন বা দরিদ্র লোক দেখলেই তাকে ওখান থেকে দান করতেন। বাড়িতে এসে টাকাগুলো তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে ছুড়ে দিতেন। তারা গণনা করে দেখতেন, তাঁকে যে পরিমাণ

---

[২৭৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

[২৭৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[২৭৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ভাতা দেওয়া হয়েছে তা অনুরূপই আছে (কমেনি)।"[২৭৭]

একটি অলৌকিক ঘটনা

৮১৫. হাম্মাদ ইবনু জাফর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমরা একটি যুদ্ধাভিযানে কাবুলের উদ্দেশে বের হলাম। সেনাদলে সিলাহ ইবনু আশইয়াম রহিমাহুল্লাহ-ও ছিলেন। ইশার সালাতের সময় হয়ে এল। সদস্যরা সবাই শিবির স্থাপন করল। আমি (মনে মনে) বললাম, সিলাহ ইবনু আশইয়াম[২৭৮] কী আমল করেন তা আমি পর্যবেক্ষণ করব। মানুষ তাঁর ইবাদাত-বন্দেগি সম্পর্কে যা বলাবলি করে তা যথার্থ কি না যাচাই করে দেখব। তিনি ইশার সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। সাথি-সঙ্গীরা কখন ঘুমের ঘোরে হারিয়ে যাবে তার অপেক্ষায় রইলেন। একসময় আমি বলে উঠলাম, সবাই তো ঘুমিয়ে পড়েছে। শুনে তিনি লাফ দিয়ে উঠলেন। আমাদের শিবিরের কাছাকাছি একটি জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর পেছনে পেছনে প্রবেশ করলাম। তিনি ওজু করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাত শুরু করার পরপরই একটি সিংহ তাঁর কাছাকাছি চলে এল। তৎক্ষণাৎ আমি গাছে চড়ে বসলাম। কী ভেবেছেন? তিনি রাগান্বিত হয়ে সিংহটিকে তাড়িয়ে দিয়ে তারপর সাজদায় গেলেন? না, তা নয়। আমি (মনে মনে) বললাম, এখনই সিংহটি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। সিলাহ ইবনু আশইয়াম বসলেন, সালাম ফেরালেন। সিংহটির উদ্দেশে বললেন, বন্য জানোয়ার, তুমি অন্য-কোনো জায়গায় গিয়ে তোমার রিযক অন্বেষণ করো। কথা শুনে সিংহটি ফিরে গেল। যাওয়ার সময় এত ভয়ংকরভাবে গর্জন করছিল যে আমি ভাবছিলাম এতে পাহাড়গুলো কেঁপে উঠছে। সিলাহ ইবনু আশইয়াম আগের মতোই সালাত পড়তে শুরু করলেন। সালাত পড়তে পড়তে ভোর হয়ে এল। তিনি বসলেন। আল্লাহ তাআলার এমনভাবে প্রশংসা করলেন যে আমি কখনও এরূপ শুনিনি। তবে আল্লাহ যা চান তা ভিন্ন। তারপর দুআ করলেন : হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিন। আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করার দুঃসাহস কি আমার মতো বান্দার আছে? দুআ শেষে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এমনভাবে শিবিরে এলেন, যেন তিনি বিছানায় শুয়েই রাত কাটিয়েছেন।

[২৭৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৭৮] বিশিষ্ট তাবিয়ি এবং আবিদ ও যাহিদ। অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর প্রধান শাগরেদদের অন্যতম। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত আলিমা মুআযা আদাবিয়্যাহ।

সকালে আমার শরীরে কিছুটা ক্লান্তি ছিল। আল্লাহই এ ব্যাপারে সমধিক অবগত।

সেনাদল শত্রুভূমির কাছাকাছি চলে এল। আমীর ঘোষণা করলেন, কেউ কিছুতেই দলছুট হবে না, সেনাবাহিনী থেকে একাকী বেরিয়ে যাবে না। সিলাহ ইবনু আশইয়াম রহিমাহুল্লাহ-এর খচ্চরটি সরঞ্জমাদিসহ কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। তিনি সালাত পড়তে শুরু করলেন। লোকেরা তাঁকে বলল, সবাই তো চলে গেছে। ফলে তিনিও চলতে শুরু করলেন। তারপর তাদের বললেন, আমাকে দুই রাকআত সালাত পড়ার সুযোগ দাও। লোকেরা তাঁকে বলল, সেনাবাহিনীর সকল সদস্যই এগিয়ে গেছে। তিনি বললেন, হালকা দুই রাকআত সালাত পড়ব। সালাত পড়ে তিনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনি সরঞ্জামসহ আমার খচ্চরটি আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। তখনই খচ্চরটি কোথা থেকে যেন এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম। সিলাহ ইবনু আশইয়াম ও হিশাম ইবনু আমির শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমরা শত্রুদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলাম। তাদের বহুসংখ্যক সেনা হতাহত হলো। তাঁরা দুইজনই শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। শত্রুরা বলতে লাগল, দুইজন আরব লোক আমাদের ওপর এই বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। তাদের সবাই মিলে যদি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তা হলে যে কী অবস্থা হতো! শত্রুরা মুসলিমদেরকে যা কিছু প্রয়োজনীয় তা দিয়ে দিল। হিশাম ইবনু আমির রহিমাহুল্লাহ আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গী ছিলেন। ফলে আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, হিশাম ইবনু আমির নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং বিস্তারিত ঘটনা তাঁকে জানানো হলো। আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কখনও নয়। বরং সে এই আয়াতের ওপর আমল করেছে—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।”[২৭৯]-[২৮০]

---

[২৭৯] সূরা বাকারা : আয়াত ২০৭।

[২৮০] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৪০, সনদ দঈফ।

নবিজির ভবিষ্যদ্বাণী

৮১৬. আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ كَذَا وَكَذَا.

"আমার উম্মতের মধ্যে একজন লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাকে সিলাহ ইবনু আশইয়াম নামে ডাকা হবে। তার সুপারিশে এত এত লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২৮১]

আল্লাহর পক্ষ থেকে খেজুরের ঝুড়ি

৮১৭. হুমাইদ ইবনু হিলাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিলাহ ইবনু আশইয়াম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমি তিরি নদীর[২৮২] পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে বেড়াতে বেরোলাম। জোয়ারের সময় আমার বাহনে চড়ে ভ্রমণ করতাম। একদিন বাঁধের ওপর দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন এমন হলো যে খাওয়ার জন্য কিছুই পেলাম না। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। এ সময় একজন বিশালদেহী অনারব কাফিরের সঙ্গে দেখা। সে তার কাঁধে কিছু বহন করছিল। আমি তাকে বললাম, এটা নামাও। সে নামাল। দেখা গেল যে তা পনির।[২৮৩] তাকে বললাম, আমাকে এখান থেকে কিছু খাওয়াও। সে বলল, হ্যাঁ, ইচ্ছে হলে আপনি খেতে পারেন। কিন্তু তাতে শূকরের চর্বি রয়েছে। এ কথা শুনে পনির ছুঁয়ে দেখলাম না। সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। আরেকজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সেও তার কাঁধে খাদ্য বহন করছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার খাবার থেকে আমাকে কিছু খাওয়াও। সে বলল, এটা আমার অমুক অমুক দিনের পাথেয় (খাদ্য) হিসেবে নিয়েছি; আপনি যদি এখান থেকে কিছু নিয়ে নেন তা হলে আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেবেন, আমিও ক্ষুধায় মরব। আমি তাকে কিছু বললাম না। সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। আল্লাহর কসম, আমি চলছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজের মতো একটা কিছু পতনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। পেছনে তাকালাম, দেখলাম একটি সাদা থলেতে কিছু বাঁধা রয়েছে। বাহন থেকে নেমে কাছে গিয়ে দেখলাম এক ছড়া খেজুর।

---

[২৮১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৪১।

[২৮২] ইরাকের আহওয়ায শহরের পশ্চিমে ও দাজলা নদীর পূর্ব দিকে প্রবহমান প্রাচীন নদী।

[২৮৩] কোনো কোনো বর্ণনায় আছে তা ছিলো রুটি।

ওই সময় সে এলাকায় খেজুর ছিল না। থলে থেকে নিয়ে খেজুর খেলাম। এ রকম সুস্বাদু খেজুর আগে কখনও খাইনি। পানি পান করে বাকি খেজুরগুলো বেঁধে ঘোড়ায় আরোহণ করলাম। খেজুরের বিচিগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

জারীর বলেন, আউফ ইবনু দালহাম আমাকে বলেছেন, আমি সিলাহ ইবনু আশইয়ামের স্ত্রীর কাছে ওই থলেটি দেখেছি। তিনি তাতে কুরআন মাজীদের নুসখা বেঁধে রাখতেন। পরবর্তী সময়ে তা হারিয়ে যায়। চুরি হয়ে গেছে, নাকি চলে গেছে, নাকি অন্য-কোনো ব্যাপার ঘটেছে কেউ জানে না।”[২৮৪]

আমির ইবনু আবদিল্লাহর দুনিয়াবিমুখতা

৮১৮. মা'কিল ইবনু ইয়াসার বলেন, “আমি আমির ইবনু আবদিল্লাহ[২৮৫] রহিমাহুল্লাহ-এর সম্পর্কে প্রথমবার অবগত হলাম এভাবে—বনি সুলাইমের প্রান্তরের কাছাকাছি তাঁকে দেখতে পেলাম এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির পরিচয় পেলাম। তিনি একটি বাহনের ওপর ছিলেন। ওখানে একজন জিম্মি[২৮৬] কে নির্যাতন করা হচ্ছিল, তিনি তাদের নিষেধ করছিলেন। তারা তাঁর কথা শুনল না বরং উলটো-পালটা কথা বলতে থাকল। তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ। আল্লাহর কসম, আল্লাহ যাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমার সামনে তাদের কারও প্রতি জুলুম করা হবে তা হতে পারে না। মা'কিল ইবনু ইয়াসার বলেন, তিনি বাহন থেকে নেমে জিম্মিকে জালিমদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। পরবর্তী সময়ে আমি তাঁর বাড়িতে এলাম। তখন লোকজন বলাবলি করত, আমির তো ঘি খান না, গোশতও খান না। বিয়েও করেন না। তাঁর ত্বকের সঙ্গে কারও ত্বকের ছোঁয়া লাগে না; আর তিনি নিজেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মতো বলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। দীর্ঘ পোশাকের নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি বললাম, এটি আমার একটি হাত। এরপর আমরা আলোচনা শুরু করলাম। বললাম, লোকজন বলাবলি করছে, আপনি গোশত খান না, ঘি খান না, বিয়েও করেন না এবং নিজেকে ইবরাহীমের মতো বলেন। তিনি বললেন, লোকেরা যে বলে আমি গোশত খাই না তার একটি ব্যাখ্যা আছে। আসলে এ-সকল লোকেরা

---

[২৮৪] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৮৫] আমির ইবনু আবদি কাইস রহিমাহুল্লাহ এই নামেও পরিচিত ছিলেন।

[২৮৬] ইসলামি দেশে যে-সকল অমুসলিমকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে।

জবাইকৃত পশুতে কিছু একটা দিয়ে থাকে, আমি জানি না সেটা কী। আমার গোশত খেতে মন চাইলে একটি ছাগল নিয়ে আসার নির্দেশ দিই। আমার জন্য একটি ছাগল নিয়ে আসা হয়, আর নিজেরা সেটাকে জবাই করে গোশত খাই। আর তারা যে বলে আমি ঘি খাই না, তার কারণ এই যে, এখান থেকে যেসব ঘি আসে তা আমি খাই না; কিন্তু ওখান থেকে যে ঘি আসে তা খাই। তারা যে বলে আমি বিয়ে করি না তার অর্থ এই যে, আরেকটি সত্তা যা আমাকে পরাস্ত করেই ফেলত। এবং তারা যে বলে, আমার দাবি হলো আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মতো। তার ব্যাখ্যা এই যে, নিশ্চয় আমি আশা করি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে নবি, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ বান্দাদের সঙ্গে স্থান দেবেন।"[২৮৭]

দুনিয়াবিমুখতা : একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

৮১৯. বিলাল ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমির ইবনু আবদি কাইস রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে যিয়াদ[২৮৮]-এর কাছে কানকথা লাগানো হলো। তাঁকে বলা হলো, এখানে একজন লোক আছে, তাকে যখন বলা হয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নয়, তখন সে চুপ থাকে। সে নারীদের পরিত্যাগ করেছে। যিয়াদ তাঁর ব্যাপারে উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চিঠি লিখলেন। উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যুত্তরে লিখলেন, তাকে হাওদায় চড়িয়ে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দাও। যিয়াদের কাছে চিঠি আসার পর তিনি আমির ইবনু আবদি কাইসকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে যিয়াদ বললেন, আপনিই তো সেই লোক যাকে বলা হয়, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নয়, তখন আপনি চুপ করে থাকেন। আমির বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই, তাই চুপ থাকি। হায়, আমি যদি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দুই পায়ের ধুলোও হতাম, তা হলে তাঁর সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারতাম! যিয়াদ বললেন, তা হলে আপনি বিয়ে করেন না কেন? আমির বললেন, আল্লাহর কসম, আমি জানি, আমার স্ত্রী থাকলে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং আমার সন্তান হলে দুনিয়া আমার অন্তরকে গ্রাস করে নেবে। তাই আমি নারীসঙ্গ থেকে বিরত থেকেছি। যিয়াদ আমিরকে একটি হাওদায় চড়িয়ে সিরিয়ায় পাঠালেন। তিনি সিরিয়ায় পৌঁছলে

[২৮৭] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৮৮] যিয়াদ ইবনু আবিহ (৬২২-৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ), বসরার গভর্নর ছিলেন।

মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর প্রাসাদ 'আল-খাদরা'য় গ্রহণ করলেন। তাঁর কাছে একটি দাসী পাঠালেন এবং দাসীকে নির্দেশ দিলেন আমিরের কী অবস্থা তা যেন তাঁকে জানায়। সকাল থাকতেই তিনি বেরিয়ে যেতেন। দাসী তাঁকে ইশার সালাতের পর ছাড়া দেখতে পেত না। মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু আমিরের জন্য খাবার পাঠাতেন; কিন্তু তিনি ওই খাবার থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। তিনি সঙ্গে করে শুকনো রুটির টুকরো নিয়ে আসতেন। টুকরোগুলোকে পানিতে ভিজিয়ে খেতেন এবং পানিটুকু পান করতেন। তারপর সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। ফজরের আযান শোনা পর্যন্ত সালাতের স্থানেই থাকতেন। আযান হলে বেরিয়ে যেতেন। দাসী তাঁকে আগের মতোই ফজর থেকে নিয়ে ইশার সালাত পর্যন্ত দেখতে পেত না। মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু আমির ইবনু আবদি কাইসের অবস্থা জানিয়ে উসমান ইবনু আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চিঠি লিখলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখলেন : "সে যেন সবার আগে প্রাসাদে প্রবেশ করে এবং সবার শেষে প্রাসাদ থেকে বেরোয়। এবং তার জন্য দশটি উট ও দশটি দাস বরাদ্দের নির্দেশ দিয়ে দাও।" মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চিঠি এলে তিনি আমিরকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন আমাকে চিঠি লিখে আপনার জন্য দশটি দাস বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমির বললেন, আমার ওপর যে শয়তান আছে সে-ই তো আমাকে পরাস্ত করে রেখেছে। দশজন দাসের দায়িত্ব যদি আমার ওপর পড়ে তবে কী দশা হবে? মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন আপনাকে দশটি উট দেওয়ার জন্য। আমির বললেন, আমার একটি খচ্চর আছে। এটার ব্যাপারে কিয়ামাতের দিন কী জবাব দেব, তা-ই ভেবে পাই না। তার ওপর আবার অতিরিক্ত উট! মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে সবার আগে প্রাসাদে গ্রহণ করি এবং সবার শেষে বেরোতে দিই। আমির বললেন, এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

বর্ণনাকারী বলেন, বিলাল ইবনু সা'দ রোমানদের দেশে ওই খচ্চরটি যে অবস্থা দেখেছেন তা বর্ণনা করেছেন। আমির ইবনু আবদি কাইস খচ্চরটির ওপর নিজে একবার চড়তেন, আরেকবার মুহাজিরদেরকে আরোহণ করাতেন।

বিলাল ইবনু সা'দ বর্ণনা করেছেন, আমির ইবনু আবদি কাইস কোনো যুদ্ধাভিযান থেকে বিজয়ী হয়ে ফেরার সময় পথে দাঁড়াতেন এবং সহযাত্রীদের কাফেলাগুলো

পর্যবেক্ষণ করতেন। যে কাফেলাকে তাঁর মনোমতো পেতেন তাদেরকে বলতেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের সঙ্গী হতে চাই, এই শর্তে যে, তোমরা আমাকে তোমাদের পক্ষ থেকে তিনটি কাজ করার সুযোগ দেবে। তারা বলত, সেগুলো কী? তিনি বলতেন, ১. আমি তোমাদের খেদমত করব। সুতরাং খেদমতের ব্যাপারে তোমাদের কেউ আমার সঙ্গে তর্ক করতে পারবে না। ২. আমি আযান দেব। সুতরাং তোমাদের কেউ আযান দেওয়ার ব্যাপারে আমার সঙ্গে তর্ক করবে না। ৩. আমার সাধ্যমতো তোমাদের জন্য খরচ করব। কাফেলার লোকেরা যদি তাঁকে বলত, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তা হলে তিনি তাদের সঙ্গে যুক্ত হতেন। সঙ্গীদের কেউ যদি উপরিউক্ত কোনো একটি ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিত, তিনি ওই কাফেলা থেকে সরে এসে অন্য কাফেলায় যুক্ত হতেন।[২৮৯]

---

[২৮৯] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

নবম অনুচ্ছেদ

আখিরাতের প্রস্তুতি দুনিয়াতেই

প্রতিবেশীকে আপ্যায়ন

৮২০. আমর ইবনু মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রবী' ইবনু খুসাইম রহিমাহুল্লাহ তাঁর সন্তানের জন্মদাত্রী একজন দাসীর কাছে এলেন। তাঁকে বললেন, আমাদের জন্য ভালো ভালো খাবার রান্না করো। আমার এক ভাই আছেন, আমি তাঁকে ভালোবাসি। তাঁকে দাওয়াত করে এনে খাওয়াতে চাই। দাসী ঘর সাজালেন, বসার আসন পরিপাটি করলেন এবং ভালো ভালো খাবার প্রস্তুত করলেন। রবী' ইবনু খুসাইমকে বললেন, আপনার ভাইকে ডেকে নিয়ে আসুন। তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত এক প্রতিবেশীর কাছে গেলেন। সে দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। তাকে ধরে ধরে নিয়ে এসে চমৎকার আসনটিতে বসালেন। দাসীকে বললেন, কী কী খাবার রান্না করেছ নিয়ে এসো। দাসী বললেন, আপনি কি এই লোকের জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়েছেন? রবী' ইবনু খুসাইম বললেন, আফসোস আমি তোমাকে সত্য কথা বলেছি। ইনি আমার ভাই এবং আমি তাকে ভালোবাসি। এ কথা বলে তিনি ভালো ভালো খাবারগুলো নিতে লাগলেন এবং ওই লোকটির সামনে পরিবেশন করতে থাকলেন।[২৯০]

---

[২৯০] হাদীসটির সনদ সহীহ।

নেক আমলের ফলে মেঘের ছায়া

৮২১. হাউত ইবনু রাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমর ইবনু উতবা তাঁর সফরের সঙ্গীদের জন্য শর্ত করতেন যে তিনি তাদের সেবক হবেন। একবার প্রচণ্ড গরমের দিনে তিনি চারণভূমিতে বের হলেন। এ সময় তাঁর একজন সঙ্গী এলেন। দেখলেন যে তিনি ঘুমিয়ে আছেন এবং এক খণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়া দিচ্ছে। সঙ্গী তাঁকে ডেকে বললেন, হে আমর, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমর তাঁর থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তিনি এই ঘটনা কাউকে জানাবেন না।"[২৯১]

স্বেচ্ছায় সাজদা

৮২২. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু তা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে সাজদাবনত হয় ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।"[২৯২]

সুফইয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত আছে, এই আয়াত পাঠ করার সময় রবী' ইবনু খুসাইম রহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমি নিজ ইচ্ছায় সাজদা দিই, হে রব।[২৯৩]

পাথেয় গ্রহণের নির্দেশ

৮২৩. আমর ইবনু মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রমণে বেরোলেন। চলার পথে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের থামার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা থামলেন। তিনি একা এগিয়ে গেলেন এবং উপত্যকায় একটি লোকের ওপর তাঁর চোখ পড়ল। লোকটি তার কাপড় খুলে ফেলেছেন এবং গরম বালুতে গা ঢেকে আছেন। লোকটি তখন বলছিলেন, রাতের বেলা কি ঘুম আর দিনের বেলা এমনি এমনি সময় নষ্ট? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতক্ষণ ইচ্ছা দাঁড়িয়ে রইলেন, লোকটির কাছে গেলেন না। তারপর লোকটি কাপড়

---

[২৯১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৯২] সূরা রা'দ : আয়াত ১৫।

[২৯৩] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

পরিধান করল। তা দেখে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন— أَمَا رَأَيْتَنِي؟ "আপনি কি আমাকে দেখতে পাননি?" লোকটি বললেন, পেয়েছি। কিন্তু আমি একটি ব্যাপারে সংকল্প করেছিলাম। তা না করা পর্যন্ত আমি উঠে দাঁড়াতে চাইনি। (বা আল্লাহর ইচ্ছায় তার যা খুশি তা বললেন।) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ يُفْتَحْنَ لِمَا تَصْنَعُ، وَإِنَّ ذَا الْعَرْشِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيُبَاهِي بِهِ الْمَلَائِكَةَ

"আমি দেখেছি, আপনি যা করেছেন তার জন্য সাত আসমান খুলে দেওয়া হয়েছে। আরশের অধিপতি (আল্লাহ) সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা নিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করছেন।" এ কথা বলে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলেন। তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন— أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا؟ "তোমরা কেউ কি এই লোকটাকে চেনো?" তাঁদের মধ্যে একজন ছাড়া কেউই লোকটাকে চিনতে পারলেন না। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বললেন, تَزَوَّدُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَنْ يَلْبَثَ فِيكُمْ إِلَّا قَلِيلًا "তোমরা তার থেকে (কল্যাণের) পাথেয় গ্রহণ করো। তিনি তোমাদের মাঝে বেশি দিন থাকবেন না।" তাঁরা লোকটিকে বললেন, আমাদের জন্য দুআ করুন। তিনি দুআ করলেন— اللَّهُمَّ اجْعَلْ زَادَهُمُ التَّقْوَى "হে আল্লাহ, তাকওয়াকে তাদের পাথেয় বানাও।" তাঁরা বললেন, আমাদের জন্য আরও দুআ করুন। তিনি বললেন, وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ "তাদের মধ্যে সৌহার্দ সৃষ্টি করুন।"[২৯৪]

চিন্তা করাও একটি আমল

৮২৪. আউন ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উম্মুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু কোন আমল বেশি করতেন? তিনি বললেন, চিন্তা-ফিকির। একদিন দেখলেন দুটি ষাঁড় চাষাবাদের কাজ করছে। তারা নিজেদের মতো কাজ করছে। হঠাৎ একটি ষাঁড় নুইয়ে পড়ল, তখন অপরটি দাঁড়িয়ে গেল। এই ঘটনা দেখে আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এখানে একটি চিন্তার ব্যাপার রয়েছে। ষাঁড় দুটি

[২৯৪] হাদীসটি মুরসালরূপে বা মু'দালরূপে বর্ণিত।

একত্র থেকে নিজেদের মতো কাজ করছিল। কিন্তু তাদের একটি নুইয়ে পড়লে অপরটি দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যিকরে পারস্পরিক সাহায্যকারী দুইজন মানুষের উদাহরণও অনুরূপ।"[২৯৫]

কষ্টের কথা ব্যক্ত করলে তা লাঘব হয়

৮২৫. সুলাইমান আ'মাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ভাইয়ের কাছে কষ্টের কথা বলা মানে এক হাত দিয়ে অপর হাত ধোঁয়া।"[২৯৬]

নবিজির একটি বিশেষ দুআ

৮২৬. ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআ পাঠ করতেন—

اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ غَفْلَةٍ، وَقَرِينِ سُوءٍ، وَزَوْجٍ إِذًا.

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই উদাসীন সঙ্গী থেকে, অসৎ বন্ধু থেকে এবং কষ্টদানকারিণী স্ত্রী থেকে।"[২৯৭]

---

[২৯৫] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩১১, সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু আজলান অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[২৯৬] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৯৭] হাদীসটি মুরসাল অথবা মু'দালরূপে বর্ণিত।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর আল্লাহভীরুতা

স্ত্রীর সঙ্গে আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথোপকথন

৮২৭. দামরাতা ইবনু হাবীব রহিমাহুল্লাহ আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর আজাদকৃত গোলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ রাইহানাহ একজন সাহাবি। তিনি একটি যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে এসে পরিবারের কাছে গেলেন। রাতের খাবার গ্রহণ শেষে ওজুর পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে ওজু করে তাঁর সালাতের জায়গায় গেলেন। সালাতের জায়গায় থেকেই একটির-পর-একটি সূরা পাঠ করে যেতে লাগলেন। অবশেষে মুয়াজ্জিন ভোরের আযান দিলে তিনি বিরতি দিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছে এসে বললেন, আবূ রাইহানাহ, যুদ্ধে গিয়ে তো প্রায় হারিয়েই গিয়েছিলেন। ফিরে যে এলেন, দেখে মনে হয় যেন আপনার কাছে আমার কোনো অধিকার নেই, কোনো প্রাপ্য নেই। আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, অবশ্যই তোমার অধিকার ও প্রাপ্য আছে। কিন্তু, আল্লাহর কসম, তোমার কথা একবারও মনের মধ্যে জাগেনি। তোমার কথা মনে হলে অবশ্যই আমার ওপর তোমার

হক থাকত (তোমার হক আদায় করে দিতাম)। তাঁর স্ত্রী বললেন, আবূ রাইহানাহ, কীসে আপনাকে ব্যস্ত রাখল? আবূ রাইহানাহ বললেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বর্ণনা দিয়েছেন; জান্নাতের পোশাক, জান্নাতের রমণী, নিয়ামাত, স্বাদ ইত্যাদির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে আমার মন মুগ্ধ ছিল। অবশেষে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পেলাম।[২৯৮]

সালাতের প্রতি টান এবং ওয়াদা রক্ষা

৮২৮. দামরাতা ইবনু হাবীব রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু এক যুদ্ধের সময় সমুদ্রতীরের সশস্ত্র শিবিরে ছিলেন। সেখানকার আমীরের কাছে অনুমতি চাইলেন পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতে আসার। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। আমীর জিজ্ঞেস করলেন, কদিনের অবকাশ চান? আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, মাত্র এক রাতের। তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। তাঁর বাড়ি ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসে (জেরুজালিমে)। পরিবারের কাছে যাওয়ার আগে মাসজিদে প্রবেশ করলেন তিনি। একটির পর একটি সূরা পড়তে লাগলেন। এরপর আরেকটি। এভাবে পড়তে পড়তে ভোর হয়ে গেল, তিনি তখনও মাসজিদে, বাইরে বের হননি। পরিবারের কাছেও যাননি। সকাল হয়ে গেলে তাঁর বাহনটি আনতে বললেন। বাহনে চড়ে রওনা হলেন সশস্ত্র শিবিরের উদ্দেশে। কেউ একজন বলল, আবূ রাইহানাহ, পরিবারের সাথে দেখা করবেন বলে ছুটি নিয়েছিলেন। তা হলে দেখাটা করেই আমীরের কাছে যান। এটাই ভালো হয়। আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কিন্তু ছুটি তো মাত্র এক রাতের। এক রাত কেটে গেছে। আমি মিথ্যা বলতে পারব না এবং কথার খেলাপ করতে পারব না। এ কথা বলে তিনি তাঁর সশস্ত্র শিবিরের উদ্দেশে রওনা হলেন, তাঁর পরিবারের কাছে গেলেন না।[২৯৯]

আমানত রক্ষা

৮২৯. হাবীব ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু মায়াফারিকিন[৩০০] নামক একটি দ্বীপে পাহারাদার ছিলেন। তিনি কিছু

---

[২৯৮] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৪/৪১, হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[২৯৯] হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৩০০] বর্তমানে তুরস্কের দিয়ারেবকর প্রদেশের একটি জেলা শহর। তুর্কি ভাষায় সিলওয়ান বলা হয়।

পয়সা দিয়ে একটি লাগাম কিনলেন ওখানকার একজন নাবতি[৩০১] লোকের কাছ থেকে। কিন্তু ফেরার পথে লাগামের মূল্য পরিশোধ করতে ভুলে গেলেন। আকাবাতুর রাসতানে[৩০২] পৌঁছানোর পর ব্যাপারটা তাঁর মনে পড়ল। তাঁর গোলামকে বললেন, লাগামের মালিককে কি তার পয়সা দিয়েছ? গোলাম বলল, না তো। এ কথা শুনে তিনি বাহন থেকে নেমে খরচপাতি বের করে গোলামের কাছে দিলেন। সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা (গোলামকে) ভালোভাবে সাহায্য করো, যাতে সে আমার পরিবারের কাছে পৌঁছতে পারে। সঙ্গীরা বললেন, আপনি কোথায় চললেন? তিনি বললেন, আমি ওই বিক্রেতার পাওনা পয়সাগুলো দিয়ে আমার আমানত আদায় করতে যাচ্ছি। এ কথা বলে তিনি রওনা করলেন। মায়াফারিকিনে পৌঁছে পয়সাগুলো পরিশোধ করলেন লাগামের মালিককে। তারপর পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ওখান থেকে আবার বাড়ির পথ ধরলেন।[৩০৩]

সম্পদ নিয়ে ঝগড়া থেকে ফিতনার আশঙ্কা

৮৩০. হাবীব ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু একবার হিমসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ লোকদের চিৎকার-চেঁচামেচি ও শোরগোল কানে এল। সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, এই শোরগোল কেন? তাঁরা বললেন, হিমসের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে আবাসস্থল বণ্টন করছে। এ কথা শুনে তিনি দুই বাহু ওপরে তুললেন এবং দুআ করতে থাকলেন, হে আল্লাহ, আপনি এই (ঝগড়াকে) তাদের জন্য ফিতনা বানাবেন না। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। দুআ করতে করতে তিনি চলতে থাকলেন, অবশেষে লোকদের আওয়াজ ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। সঙ্গীরা জানতে পারলেন না তিনি কখন দুআ থামিয়েছেন।[৩০৪]

পশুপাখির প্রতি ভালোবাসা

৮৩১. আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার আবদুল্লাহ ইবনু

---

[৩০১] ইরাক ও জর্ডানের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী একটি গোষ্ঠী। তাদের বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিলো। তাদের রাজধানীর নাম ছিলো বাতরা।

[৩০২] জায়গাটি হিমস থেকে ১২ মাইল দূরে।

[৩০৩] হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩০৪] হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেলাম। তাঁর কাছে তাঁর কয়েকটি ছোটো ছোটো ছেলে বসে ছিল। তারা যেন স্বর্ণমুদ্রার মতো উজ্জ্বল, চকচকে আর সুন্দর। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা মনে হয় এদের প্রতি ঈর্ষা করছ? আমরা বললাম, আল্লাহর কসম, এরা এমন শিশু যাদের প্রতি মুসলিম-মাত্রই ঈর্ষান্বিত হবে। তখন তিনি তাঁর একটি নিচু ঘরের ছাদের দিকে মাথা তুললেন। ওখানে একটি আবাবিল[৩০৫] পাখি বাসা বেঁধেছে এবং ডিম দিয়েছে। ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, এই আবাবিল পাখির বাসা নিচে পড়ে তার ডিম ভেঙে গেলে আমার যত কষ্ট হবে, আমার এই সন্তানদের লাশ দাফন করতেও তত কষ্ট হবে না।[৩০৬]

পার্থিব বিপদ না আসাটাই দুশ্চিন্তার ব্যাপার

৮৩২. আবূ ওয়ায়িল বলেন, "আমি একবার আবুল আলা সিলাহ-র[৩০৭] সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পরিবার কি মহামারিতে আক্রান্ত হয়েছে? তিনি বললেন, আক্রান্ত না হওয়াটাই বেশি আশঙ্কাজনক।"[৩০৮]

হাতের জখম লাল উটের চেয়ে প্রিয়

৮৩৩. হারিস ইবনু আমিরা থেকে বর্ণিত। হারিস ইবনু আমিরার হাত ধরে মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসার জন্য পাঠালেন। মুআয ইবনু জাবাল ও আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ দুইজনই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাতের একটি বড়ো জখম বের করে দেখালেন হারিসকে। হারিসের কাছে জখমটি ভীষণ মারাত্মক মনে হলো। দেখামাত্রই তিনি সরে এলেন। তখন আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম, আমার হাতের এই জখমটি আমার কাছে লাল রঙের উটের চেয়েও প্রিয়।[৩০৯]

---

[৩০৫] ইংরেজিতে বলা হয় Swallow।

[৩০৬] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩০৭] সিলাহ ইবনু যুফার আবসি।

[৩০৮] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩০৯] আবূ উবাইদা পর্যন্ত হাদীসটির হাসান।

হাদীস অমান্য করা

৮৩৪. আবূ জাফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবি আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছ থেকে আমি একটি হাদীস জেনেছি। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন,

كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا رَيْحَانَةَ، لَوْ قَدْ مَرَرْتَ عَلَى قَوْمٍ قَدْ نَصَبُوا دَابَّةً يَرْمُونَهَا بِنَبْلٍ، فَقُلْتَ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ لَكَ: اقْرَأْ عَلَيْنَا الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا هَذَا؟

"হে আবূ রাইহানাহ, যদি দেখো যে কেউ কোনো চতুষ্পদ জন্তুকে বেঁধে রেখে তার ওপর তিরন্দাজি অনুশীলন করছে, তাদেরকে বলবে, নিশ্চয় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তারা তোমাকে বলবে, (এই নিষেধাজ্ঞা) কুরআনের কোন আয়াতে আছে আমাদেরকে পাঠ করে শোনাও? কেমনটা লাগবে তখন?"

তাই ঘটল। আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু একদল লোকের কাছ দিয়ে গেলেন যারা একটি মুরগিকে বেঁধে রেখে তার ওপর তির নিক্ষেপ করছিল। তিনি তাদের বললেন, নিশ্চয় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তারা বলল, এই নিষেধাজ্ঞা কুরআনের কোথায় আছে? তখন আবূ রাইহানাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। জুয়ার মাধ্যমে হারাম উপার্জন করে এবং জবাই না করে মৃত প্রাণী গ্রহণ করে তোমরা হারাম ভক্ষণ করছ।[৩১০]

---

[৩১০] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর জীবন-যাপন

পরিমাণ নয়, গুণগত মান

৮৩৫. মুগীরা ইবনু হাকীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উমর ইবনু আবদিল আযীযের স্ত্রী) ফাতিমা বিনতু আবদিল মালিক আমাকে বলেছেন, মুগীরা, অনেকেই উমর ইবনু আবদিল আযীযের চেয়ে সালাত বেশি পড়েন, সাওম বেশি করেন। কিন্তু কখনও এমন লোক দেখিনি যিনি তাঁর রবকে উমর ইবনু আবদিল আযীযের চেয়ে বেশি ভয় করেন। তিনি ঘরে ঢোকামাত্রই তাঁর সালাতের জায়গায় নিজেকে নিয়ে যেতেন। যতক্ষণ না দুই চোখ ঘুমে কাবু হয়ে আসে, ততক্ষণ কাঁদতে থাকেন; দুআ করতে থাকেন। তারপর আবার জেগে উঠে আগের মতো দুআ ও কান্নাকাটি করে গোটা রাত কাটিয়ে দেন।”[৩১১]

কান্নার স্বরূপ

৮৩৬. ইবরাহীম ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমি একবার উমর ইবনু আবদিল আযীযের কাছে ছিলাম। মুহাম্মাদ ইবনু কাইস তাঁকে হাদীস শোনাচ্ছিলেন। তা শুনে উমর এমনভাবে কাঁদছিলেন যে, তাঁর বুকের পাঁজর কেঁপে উঠছিল।”[৩১২]

---

[৩১১] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩১২] হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

দায়িত্বশীলদের সততার বিশেষ গুরুত্ব

৮৩৭. সুলাইমান ইবনু হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনু আবদিল আযীয তাঁর ছেলে আবদুল মালিকের কাছে চিঠি লিখলেন। চিঠিতে বললেন : "তোমার জন্য সততা ও সৎপথে চলা অন্য যে-কারোর চেয়ে বেশি জরুরি। কেউ যখন একদল মুসলিমের তত্ত্বাবধায়ক হয় অথবা দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদে থাকে, তখন তার সততায় ওই সকল মুসলিমের যে উপকার হয় অন্যকিছুতে তা হয় না; আবার তার অরাজকতা ও ফিতনার কারণে মুসলিমরা যে ক্ষতির শিকার হয় অন্যকিছুতে তা হয় না।"[৩১৩]

গোপনে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা

৮৩৮. মুগীরা ইবনু হাকীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উমর ইবনু আবদিল আযীযের স্ত্রী) ফাতিমা বিনতু আবদিল মালিক আমাকে বলেছেন, মৃত্যুর আগে অসুস্থ উমর ইবনু আবদিল আযীযকে আমি বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ, দিনের এক প্রহরের জন্য হলেও তাদের কাছে আমার মৃত্যু গোপন রেখো। ফাতিমা বলেন, (তাঁর অসুস্থতার সময়ই) তাঁকে একবার বললাম, আমি কিছুক্ষণের জন্য আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাই। আশা করি আপনি কিছুক্ষণ ঘুমাতে পারবেন। আপনি তো ঘুমাননি। ফাতিমা বলেন, এ কথা বলে আমি বেরিয়ে গেলাম। তিনি যে ঘরে ছিলেন তার এক কোণায় চলে গেলাম। শুনতে পেলাম, তিনি পাঠ করছেন—

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"আখিরাতের সেই আবাস আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণতি মুত্তাকিদের জন্য।"[৩১৪] আয়াতটি কয়েকবার পাঠ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। অনেকক্ষণ তাঁর কোনো আওয়াজ পেলাম না। তাঁর এক সেবককে বললাম, আচ্ছা, দেখো তো কী হয়েছে। সে ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠল। আমিও গিয়ে দেখি তাঁর চেহারা কিবলার দিকে রয়েছে; একটি হাত তাঁর মুখের ওপর, আরেকটি হাত চোখের ওপর।[৩১৫]

---

[৩১৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩১৪] সূরা কাসাস : আয়াত ৮৩।

[৩১৫] হাদীসটির সনদ সহীহ।

অতি অল্প আহার

৮৩৯. মাইমুন ইবনু মিহরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, (আমার ছেলে) আবদুল মালিকের সঙ্গে একটু দেখা করবেন? মাইমুন বলেন, আমি আবদুল মালিকের দরজার কাছে গেলাম। দরজায় একজন খাদেম পাহারা দিচ্ছিল। তাকে বললাম, আমার জন্য অনুমতি নাও, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। খাদেম বলল, ভেতরে যান, তাঁর কাছে অনেকেই আছেন, তিনি আমীর নাকি! মাইমুন বলেন, আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। আবদুল মালিক বললেন, কে আপনি? আমি বললাম, মাইমুন ইবনু মিহরান। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর খাবারের সময় হলে খাবার পরিবেশন করা হলো। প্রথমে এল মদীনায় প্রস্তুতকৃত একপ্রকার ঝোল, যা মূলত গোশতের হাড় দিয়ে তৈরি। তারপর আনা হলো রুটির টুকরো ও চর্বিতে পূর্ণ ছারিদ। তারপর খেজুর ও পনির। তাঁকে বললাম, আপনি চাইলেই তো (আপনার বাবা) আমীরুল মুমিনীনের সাথে কথা বলে আপনার জন্য বিশেষ ভাতা মঞ্জুর করতে পারেন। তিনি বললেন, আশা করি আল্লাহ তাআলার কাছে আমার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু রয়েছে। আমি দুই হাজার দিরহামের মালিক। সুলাইমান মামা আমাকে এগুলো দিয়েছেন। আল্লাহর কসম, বাবার কাছে আরও কিছু চাইলে তিনি আমার কথা শুনবেন না। তায়িফে আমার কিছু সম্পত্তি আছে। তা আমাকে দিয়ে দেওয়া হলে আরও এক হাজার দিরহামের সম্পত্তি আমার হাতে আসবে। কিন্তু তা দিয়ে করবটা কী? মাইমুন বলেন, আমি মনে মনে বললাম, (দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে) আপনি আপনার পিতার মতোই।[৩১৬]

দাসীমুক্তকরণ

৮৪০. উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর আজাদকৃত গোলাম সাহল ইবনু সদাকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ লোক আমাকে বলেছেন, যখন তাঁর ওপর খিলাফাতের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, তাঁরা তাঁর বাড়িতে উচ্চস্বরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, কান্নাকাটি হচ্ছে কেন? জবাব দেওয়া হলো, উমর ইবনু আবদিল আযীয তাঁর দাসীদের মুক্ত করে দিয়েছেন। তাদের

---

[৩১৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

বলেছেন, আমার ওপর এক গুরুভার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, যা তোমাদের থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তোমাদের যে-কেউ মুক্ত হতে চাও, আমি তাকে মুক্ত করে দেব। আর কেউ থাকতে চাইলে তাকে রাখব। তবে আমার পক্ষ থেকে তার জন্য কিছু থাকবে। ফলে তারা দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়ে।[৩১৭]

দায়িত্বগ্রহণের ফলে শয্যাসুখ পরিহার

৮৪১. আবূ উবাইদা ইবনু উকবা থেকে বর্ণিত। তিনি একবার ফাতিমা বিনতু আবদিল মালিকের কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন, উমরের ব্যাপারে আমাকে কিছু জানান। ফাতিমা বললেন, আমার জানামতে আল্লাহ তাঁকে খিলাফাতের আসনে আসীন করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর একবারও ফরজ গোসল করতে হয়নি।[৩১৮]

মর্যাদাবৃদ্ধি

৮৪২. মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কিছু সঙ্গী বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু সাঈদ ইবনু আমির রদিয়াল্লাহু আনহু-কে শামের একটি এলাকায় গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি বহু লোকের মাঝে থাকা অবস্থাতেও তন্দ্রাচ্ছন্নতায় ঝিমিয়ে পড়তেন। ব্যাপারটি উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে উল্লেখ করা হলো। তাঁকে বলা হলো, সাঈদ ইবনু আমির ইবনু হিযয়াম কোনো রোগে আক্রান্ত। সাঈদ ইবনু আমির রদিয়াল্লাহু আনহু একবার এক সফরে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেন। এ সময় উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সাঈদ, আপনার রোগটা কী বলুন তো! সাঈদ বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর কসম, আমার কোনো রোগ নেই। কিন্তু খুবাইব ইবনু আদি নিহত হওয়ার সময় যখন (ফেরেশতাগণ) উপস্থিত হয়েছিলেন, আমি তাঁদের মধ্যে ছিলাম। আমি তার আহ্বানও শুনেছি। আল্লাহর কসম, তার সে আহ্বানের কথা যখনই মনে পড়ে, যে মজলিসেই থাকি না কেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এই বক্তব্যের পর উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তাঁর মর্যাদা ও গুরুত্ব বেড়ে যায়।[৩১৯]

---

[৩১৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩১৮] মোল্লা আলি কারী, মিরকাতুল মাফাতিহ, ৭/৫৯৭।

[৩১৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলার রহমত ও দয়া

আল্লাহর ক্ষমা ও শাস্তি

৮৪৩. আতা ইবনু আবী রবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি নবিজির একজন সাহাবি থেকে বর্ণনা করেছেন, শাইবা গোত্র যে ফটক দিয়ে প্রবেশ করত ওই ফটক দিয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি আমাদের বললেন, تَضْحَكُونَ، أَلَا أَرَاكُمْ تَضْحَكُونَ؟ أَتَضْحَكُونَ؟ "এ কী! তোমরা হাসছ! আমি কি তোমাদের হাসতে দেখলাম? তোমরা কি হাসছ?" এ কথা বলে ফিরে গেলেন। যেখানে পাথর ছিল ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আবার পেছন ফিরে এসে বললেন,

إِنِّي خَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ الْحَجَرِ، جَاءَ جَبْرَئِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي مِنْ رَحْمَتِي؟

"আমি পাথরের কাছে যাওয়ার পর জিবরাঈল এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কেন তুমি আমার বান্দাদেরকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করছ?

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

"আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমি ক্ষমাপরায়ণ, দয়ালু এবং

আমার শাস্তি হলো মর্মন্তুদ শাস্তি।”[৩২০]

এক শ ভাগ রহমত

৮৪৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ، وَالْإِنْسِ، وَالْبَهَائِمِ، وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَعَاطَفُ الْوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا، وَأَخَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“আল্লাহ তাআলার এক শ ভাগ রহমত রয়েছে, তার মধ্য থেকে মাত্র একভাগ রহমত তিনি জিন, মানুষ, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। এই একভাগ রহমতের কারণেই তারা একে অপরকে দয়া করে, একে অপরের প্রতি মমতা দেখায়, ইতর-প্রাণীরা তাদের ছানাপোনাদের ভালোবাসে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ রহমত তিনি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন—যার দ্বারা তিনি কিয়ামাতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি রহম ও দয়া করবেন।”[৩২১]

আল্লাহর রহমতের ব্যাপ্তি

৮৪৫. সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আল্লাহ তাআলা এক শ রহমত সৃষ্টি করেছেন। এদের প্রত্যেকটি রহমত আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্ব পরিমাণ বিস্তৃত। তার মধ্য থেকে একটিমাত্র রহমত তিনি অবতীর্ণ করেছেন। এই একটিমাত্র রহমতের কারণে সৃষ্টিজগতের সকল সদস্য—জিন, মানুষ, পাখি, পশুসহ সকল প্রাণী পরস্পরের প্রতি দয়া করে ও মমতা দেখায়। আল্লাহ তাআলা বাকি নিরানব্বইটি রহমত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।”[৩২২]

নিরাশা পরিহার

৮৪৬. আবূ আবদুর রহমান ও খালিদ ইবনু আবী ইমরান রহিমাহুমাল্লাহ বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ مَاتَ عَلَى خَيْرِ عَمَلِهِ، فَأَرْجُو لَهُ خَيْرًا، وَمَنْ مَاتَ عَلَى سَيِّئِ عَمَلِهِ، فَخَافُوا

---

[৩২০] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৩২১] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, ৬১০৪; মুসলিম, ৭১৫০।

[৩২২] হাদীসটির সনদ সহীহ, মারফূ।

عَلَيْهِ، وَلَا تَيْئَسُوا مِنْهُ.

"যে ব্যক্তি উত্তম আমলের ওপর মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য আমি কল্যাণের আশা করব। আর যে লোক পাপাচারের ওপর মৃত্যুবরণ করবে তোমরা তার ব্যাপারে আশঙ্কা করো, কিন্তু তার ব্যাপারে নিরাশ হোয়ো না।"[৩২৩]

বদদুআ পরিহার

৮৪৭. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো ভাইকে পাপকাজ করতে দেখলে এরকম কথা বলো না, "হে আল্লাহ, একে লাঞ্ছিত করো, হে আল্লাহ, একে অভিসম্পাত করো।" এমনটা বলা মানে তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করা। বরং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেউ একজন কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তা জানতে পারার আগ পর্যন্ত আমরা (সাহাবিগণ) কারও ব্যাপারে এ ধরনের কোনো কথা বলতাম না। যদি কল্যাণকর কাজের মধ্যে তার মৃত্যু হতো তা হলে বিশ্বাস করতাম (অথবা বলেছেন, আশা করতাম) সে কল্যাণের (উত্তম প্রতিদানের) হকদার হয়েছে। কিন্তু মন্দ ও খারাপ কাজের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটলে তার কৃতকর্মের জন্য তার ব্যাপারে শুধু আশঙ্কা করতাম (নিরাশ হতাম না)।[৩২৪]

প্রশংসা ও নিন্দায় মধ্যমপন্থা

৮৪৮. কাসিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "মানুষের বেশি প্রশংসা কোরো না, আবার নিন্দাও কোরো না। কারণ, আজ হয়তো তুমি এ ভাইটির এমন কাজ দেখছ যা তোমাকে আনন্দ দিচ্ছে; হয়তো আগামীকাল সে এমন কাজ করে বসবে যা তোমাকে আহত করবে। অথবা, আজ হয়তো তুমি এ ভাইটির এমন কাজ দেখছ যা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে; হয়তো আগামীকাল সে এমন কাজ করবে যা তোমাকে আনন্দিত করবে। মানুষ বদলায়; আর আল্লাহ তাআলা মানুষের পাপ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু। ধরো, কোনো মা তার সন্তানের জন্য মরুভূমিতে শয্যা পেতেছে, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরেছে; এই অবস্থায় কোনো বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে সন্তানের আগে মাকেই দংশন করবে, কোনো কাঁটা বিঁধলে সন্তানের আগে মায়ের শরীরেই সেই কাঁটা বিঁধবে। সেই

---

[৩২৩] হাদীসটি হাসান।

[৩২৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

মায়ের চেয়েও আল্লাহ বেশি দয়ালু।"[৩২৫]

আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত থেকে কাউকে নিরাশ না করা

৮৪৯. দমদম ইবনু জাওস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মদীনার (মাসজিদে নববিতে) প্রবেশ করলাম। একজন শাইখ আমাকে ডেকে বললেন, হে আমার মায়ের পেটের ভাই, এদিকে এসো। আমি তাকে চিনতে পারলাম না। তিনি বললেন, তুমি কখনও কিছুতেই কাউকে এ কথা বলবে না যে, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাআলা কখনও তোমাকে ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? আল্লাহ তাআলা আপনাকে রহম করুন। তিনি বললেন, আমি আবূ হুরায়রা। আমি বললাম, আমরা অনেকেই তাও রাগের মাথায় এ ধরনের কথা পরিবারের সদস্যকে, নিজের স্ত্রীকে বা খাদেমকে বলে ফেলি। তিনি বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَحَابَّيْنِ، أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، وَالْآخَرُ كَأَنَّهُ يَقُولُ: مُذْنِبٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَقْصِرْ، أَقْصِرْ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ، فَيَقُولُ: خَلِّنِي وَرَبِّي، حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ، فَقَالَ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَبَدًا، وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ أَبَدًا، قَالَ: فَبَعَثَ اللهُ مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْظُرَ عَلَى عَبْدِي رَحْمَتِي؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ.

"বানী ইসরাঈলে দুইজন লোক ছিল, তারা একে অপরকে অত্যন্ত ভালোবাসত। তাদের একজন ছিল অত্যন্ত ইবাদাতগুজার, আরেকজন পাপাচারী। ইবাদাতগুজার বন্ধু তাকে পাপকাজ থেকে বিরত থাকতে বলত। ওই বন্ধু বলত, আমার রবের দোহাই! আমার ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। একদিন ইবাদাতগুজার লোক তার বন্ধুকে বড়ো ধরনের পাপ করতে দেখল। তাকে বলল, এবার তো থামো! ওই বন্ধু বলল, আমার রবের দোহাই! আমার ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। তুমি কি আমার তত্ত্বাবধায়ক নাকি? ইবাদাতগুজার বন্ধু বলল, আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনও তোমাকে ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। তখন আল্লাহ তাআলা একজন

---

[৩২৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ফেরেশতা পাঠালেন, ফেরেশতা দুই বন্ধুর জান কবজ করল। তাদের দুইজনকেই আল্লাহ তাআলার কাছে উপস্থিত করা হলো। আল্লাহ পাপাচারীকে বললেন, তুমি আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করো। অপরজনকে বললেন, তুমি কি আমার বান্দার ওপর আমার রহমতকে নিষিদ্ধ করতে পারবে? সে বলল, না, হে আমার প্রতিপালক। আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন, তোমরা একে জাহান্নামে নিয়ে যাও।

এরপর আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কেউ কেউ এমন কথা উচ্চারণ করে, যা তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাকেই ধ্বংস করে দেয়।"[৩২৬]

যে কথা কাউকে বলা যাবে না

৮৫০. বুকাইর ইবনু আশাজ থেকে বর্ণিত। বুরসা ইবনু সাঈদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "কেউ যদি তার ভাইকে বলে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না, তা হলে তাকে বলা হয়, বরং তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।"[৩২৭]

বুকাইর বলেছেন, হাদীসটি কোন সাহাবি থেকে মারফুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তা বুঝতে পারিনি। তাই ইয়াকূব ইবনু আবদিল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

কাউকে পবিত্র ও নিষ্পাপ ঘোষণা করা যাবে না

৮৫১. হাদীসটি খারিজা ইবনু যাইদ ইবনু সাবিত থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে বাইআত হওয়া একজন নারী উম্মুল আলা বিনতু হারিস রদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন, মুহাজিরদের থাকার জন্য ঘরবাড়ি ঠিক করে দেওয়ার ব্যাপারে আনসারগণ লটারি করলেন। উসমান ইবনু মাযঊন রদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাসস্থান আমাদের ভাগে পড়ল। আমাদের কাছে থাকা অবস্থাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তার সেবাযত্ন করলাম। কিন্তু তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। আমরা তাঁকে তার পরনের কাপড়গুলো দিয়েই কাফন পরালাম। এ সময় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে এলেন। আমি উসমান ইবনু মাযঊন রদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্দেশে বললাম, আবূ সায়িব, আপনাকে আল্লাহ রহম করুন। আমি তো

---

[৩২৬] আবূ দাউদ, সুনান, হাদীস নং ৪৮৮০; মুসনাদ আহমাদ, ২/৩২৩, সনদ হাসান।

[৩২৭] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

মনে করি আল্লাহ তাআলা আপনাকে সম্মানিত করেছেন। আমার কথা শুনে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, وَمَا يُدْرِيكِ؟ "তুমি কীভাবে জানলে?" আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি জানি না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْحَقُّ الْيَقِينُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ، وَاللهِ لَا أَدْرِي، وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي، وَلَا بِكُمْ

"(উসমান ইবনু মাযউনের) মৃত্যু হয়েছে। আমি অবশ্যই তার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কল্যাণের আশা করি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে (মৃত্যুর পর) আমার বা তোমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হবে।"

এই হাদীস বর্ণনার পর উম্মুল আলা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর আমি কখনও কাউকে পবিত্র ও নিষ্পাপ ঘোষণা করিনি। তিনি বলেন, একবার স্বপ্নে দেখলাম উসমান ইবনু মাযউনের জন্য একটি ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে। তাই আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নের ঘটনাটি জানালাম। তিনি বললেন, ذَلِكَ عَمَلُهُ "ওটা তার (নেক) আমল।"[৩২৮]

---

[৩২৮] হাদীসটি সহীহ। বুখারি ২৫৪১, ৩৭১৪।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

সালাতের উপকারিতা

সালাত জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দেয়

৮৫২. কাসিম ইবনু আবদির রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, মানুষ (পাপের আগুনে) পুড়তে থাকে। কিন্তু ফজরের সালাত আদায় করে নিলে তা ওই আগুনকে নিভিয়ে দেয়। একে একে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা উল্লেখ করেন।"[৩২৯]

সালাতের ফলে পাপমোচন

৮৫৩. উসমান ইবনু আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর আজাদকৃত গোলাম হুমরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে কেউ একজন একটি পানির কলসি নিয়ে গেল। তিনি তা থেকে পানি চাইলেন। পানি আনা হলে ভালো করে ওজু করলেন। তারপর বললেন, আমি একটি কথা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একবার বা দুইবার বা তিনবার শুনেছি। নাহলে তোমাদেরকে তা বলতামই না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا تَوَضَّأَ عَبْدٌ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُخْرَى

"যখন কোনো বান্দা ভালোভাবে ওজু করে সালাতে দাঁড়ায়, তা হলে পূর্ববর্তী

[৩২৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

সালাত থেকে এই সালাত পর্যন্ত তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি কোনো সাহাবির কাছ থেকে কোনো হাদীস শুনলে তার মর্মার্থ কুরআনে তালাশ করে দেখতাম। এটির মর্মার্থও কুরআনে তালাশ করে দেখলাম এবং পেয়েও গেলাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

"নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার ওপর তাঁর নিয়ামাতকে পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"[৩৩০]

এই আয়াত থেকে জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলা নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে তাঁর ওপর নিজের নিয়ামাতকে পরিপূর্ণ করেন। তারপর সূরা মাইদায় এই আয়াত পাঠ করলাম—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত ধোবে এবং মাথায় মাসাহ করবে এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাকো তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে।... বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের ওপর তার অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"[৩৩১]

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব রহিমাহুল্লাহ বলেন, "এই আয়াত থেকে জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে আমাদের ওপর তাঁর নিয়ামাতকে পরিপূর্ণ করেছেন।"[৩৩২]

---

[৩৩০] সূরা ফাতহ : আয়াত ১-২।

[৩৩১] সূরা মাইদা : আয়াত ৬।

[৩৩২] হাদীসটির সনদ দুর্বল। মুসলিমে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মধ্যবর্তী গুনাহের জন্য কাফফারা

৮৫৪. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَالْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের (কৃত পাপসমূহের) জন্য কাফফারা হয়ে যাবে, যদি কবিরা গুনাহ পরিহার করা হয়।"

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসের মর্মার্থ কুরআনে রয়েছে। তা হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী—

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

"যেসব বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলো তোমরা পরিহার করলে আমি তোমাদের পাপগুলো মোচন করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।"[৩৩৩]

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব রহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরআনে অনুরূপ আরও আয়াত পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ

"সালাত কায়েম করো দিবসের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে।"[৩৩৪] অর্থাৎ, দিবসের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের সালাত, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে যোহর ও আসরের সালাত এবং রাতের প্রথমাংশে মাগরিব ও ইশার সালাত।

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"নিশ্চয় সৎকাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়।"[৩৩৫]

---

[৩৩৩] সূরা নিসা : আয়াত ৩১।
[৩৩৪] সূরা হুদ : আয়াত ১১৪।
[৩৩৫] সূরা হুদ : আয়াত ১১৪।

অর্থাৎ, সৎকাজ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত।[৩৩৬]

সালাতসমূহ গুনাহের কাফফারা

৮৫৫. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ তাইমি বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

الصَّلَوَاتُ كَفَّارَاتٌ لِلْخَطَايَا، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ.

"(পাঁচ ওয়াক্ত) সালাত গুনাহের কাফফারা। এই আয়াতটা পড়ে দেখো— "নিশ্চয় সৎকাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তা তাদের জন্য এক উপদেশ।"[৩৩৭]-[৩৩৮]

ময়লা ধুয়ে ফেলার মতো করে পাপ মার্জনা

৮৫৬. সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, পানি যেভাবে ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়, কিছু সৎকাজের ওসিলায় আল্লাহ তাআলা ঠিক সেভাবেই পাপ মোচন করে দেন। সেসব সৎকাজ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত।"[৩৩৯]

[৩৩৬] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ। এর সমার্থবোধক হাদীস মুত্তাসিলরূপে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

[৩৩৭] সূরা হুদ : আয়াত ১১৪।

[৩৩৮] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৩৩৯] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

রহমতের আশা, আযাবের ভয়

আল্লাহর প্রতি বান্দার ধারণা

৮৫৭. ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى، فَلْيَظُنَّ بِى مَا شَاءَ.

"আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করবে আমি তার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করব। সুতরাং যার যা ইচ্ছা সে যেন আমার প্রতি তা-ই ধারণা করে।"[৩৪০]

রহমতের আশা ও আযাবের ভয়

৮৫৮. আবূ মা'বাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একজন অসুস্থ আনসারি যুবককে দেখতে গেলেন। যুবকটিকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আল্লাহর রাসূল, আমি একটি বড়ো ধরনের পাপকাজ করে ফেলেছি, তবে আমি মহান আল্লাহর রহমতের আশা রাখি। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

---

[৩৪০] হাদীসটির সনদ হাসান; তবে এর সমার্থবোধক হাদীস আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

مَا اجْتَمَعَا فِي قَلْبِ امْرِئٍ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ، إِلَّا هَجَمَ عَلَى خَيْرِهِمَا.

"এই যুবকটির অবস্থার মতো কোনো মানুষের অন্তরে যদি দুটি বিষয়ের (অর্থাৎ আযাবের ভয় ও রহমতের আশা) সমাবেশ ঘটে তবে সে উত্তমটারই অধিকারী হবে।"[৩৪১]

সবচেয়ে বড়ো নিয়ামাত

৮৫৯. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে বলতে শুনলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, কারণ তিনি আমাকে ইসলাম দান করেছেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, إِنَّكَ لَتَحْمَدُهُ عَلَى نِعْمَةٍ عَظِيمَةٍ "নিশ্চয় তুমি এক বিরাট নিয়ামাতের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেছ।"[৩৪২]

একই হৃদয়ে ভয় ও আশা

৮৬০. আউন ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে বললেন, "ছেলে আমার, আল্লাহ তাআলার কাছে এমনভাবে আশা পোষণ করো, যাতে এই আশার আতিশয্যে তাঁর কৌশলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে না পড়ো। আবার আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এমনভাবে, যেন এই ভয়ের কারণে তাঁর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে পড়ো।" পুত্র বলল, "এটা কীভাবে করব, আব্বা? অন্তর তো একটিই। লুকমান আলাইহিস সালাম বললেন, "ছেলে আমার, নিশ্চয় মুমিন দুটি হৃদয়ের অধিকারীর মতো; একটি হৃদয়ে সে আশা রাখে, আরেকটি হৃদয় দিয়ে ভয় করে।"[৩৪৩]

বিশুদ্ধ তাওবা পাপ-মোচনকারী

৮৬১. আবায়া ইবনু রিফাআ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বিশুদ্ধ তাওবা করলে সকল পাপ মোচন করা হয়।"[৩৪৪]

---

[৩৪১] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৩৪২] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৩৪৩] লুকমান আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত আসার। আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১০৭।

[৩৪৪] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিশেষ উপদেশ

৮৬২. যুবাইদ ইবনু হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আপনি মনে রাখতে পারলে আপনাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি। নিশ্চয় দিনের বেলা আল্লাহর কিছু হক রয়েছে যা তিনি রাতে গ্রহণ করেন না। আবার রাতের বেলা আল্লাহর কিছু হক রয়েছে যা তিনি দিবসে গ্রহণ করেন না। ব্যাপার এই যে, ফরজ আদায় না করা হলে কোনো নফল আদায় হয় না। সত্য ওজনদার। দুনিয়াতে সত্য অনুসরণের কারণে যাদের পাল্লা ভারী হয়েছে, আসলে তাদের পাল্লাই ভারী। আখিরাতের পাল্লার একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি আছে। তাতে যে সত্যই রাখা হবে তা ভারী হবে। বাতিল হালকা। দুনিয়াতে বাতিলের অনুসরণের কারণে যাদের পাল্লা হালকা হয়েছে, তাদের পাল্লা আসলেই হালকা। আখিরাতের পাল্লায় যে বাতিলই (বা মিথ্যাই) রাখা হবে, তা হালকা হবে। এটাও স্বতঃসিদ্ধ নীতি। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে সৎকর্মের কথা উল্লেখ করবেন এবং তাদের পাপ মোচন করবেন। তখন কেউ একজন বলবে, আমি এদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ রহমতের আয়াত ও আযাবের আয়াত উল্লেখ করেছেন। তাই মুমিন বান্দা আশাবাদী হয়, এবং আশঙ্কাও করে; আল্লাহর ব্যাপারে যা সত্য ও যথার্থ, প্রকৃত মুমিন বান্দা তা-ই আশা করে। নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দেয় না। আমার কথাগুলো মনে রাখতে পারলে মৃত্যুই হবে আপনার প্রিয়তম অদৃশ্য বিষয়। এগুলো মনে রাখা অপরিহার্য। আর আপনি যদি এসব উপদেশ না মানেন, তা হলে মৃত্যুই হবে আপনার কাছে ঘৃণ্যতম অদৃশ্য বিষয়, অথচ মৃত্যুকে কিছুতেই পরাস্ত করতে পারবেন না।"[৩৪৫]

সবকিছুর আগে সালাতের হিসাব গ্রহণ

৮৬৩. সা'সাআ ইবনু মুআবিয়া রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে দেখা করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার? আমি বললাম, ইরাকের। তিনি বললেন, এমন-একটি কথা বলি, যা তোমার পরবর্তী সবাইকে উপকৃত করবে? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

[৩৪৫] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৫৯, মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: انْظُرُوا إِلَى صَلَاةِ عَبْدِي، فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كُتِبَتْ نَاقِصَةً، قَالَ اللَّهُ بِحِلْمِهِ، وَعِلْمِهِ، وَفَضْلٍ رَدَّهُ عَلَى عَبْدِهِ: انْظُرُوا هَلْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ تَطَوُّعٌ كُمِّلَتْ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكُمْ.

“কিয়ামাতের দিন মানুষের প্রথম যে বিষয়টির হিসাব গ্রহণ করা হবে তা হলো সালাত। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলবেন, আমার বান্দার সালাত যাচাই-বাছাই করো। সালাত যদি পরিপূর্ণ হয় তবে তা পরিপূর্ণই লেখা হবে; সালাত যদি অপূর্ণ থাকে তবে তা অপূর্ণই লেখা হবে। আল্লাহ তাআল তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের ফলে ফেরেশতাদের বলবেন, দেখো তার কোনো নফল ইবাদাত আছে কি না? যদি তার নফল ইবাদাত থাকে, এর দ্বারা অপূর্ণ সালাতকে পরিপূর্ণ করা হবে।” এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “এইভাবে তোমাদের সকল আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে।”[৩৪৬]

সালাতের মাধ্যমে ব্যথা উপশম

৮৬৪. আবূ কাসির যুবাইদি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলাম।[৩৪৭] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আসও রদিয়াল্লাহু আনহুমা ছিলেন ওখানে। আমরা তাঁর কাছে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করলাম, তিনি বলতেন : “নিশ্চয় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তাদের পরবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা।” আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করলেন : “আদম আলাইহিস সালাম-এর পায়ের বুড়ো আঙুলে একবার একটি যন্ত্রণা দেখা দিল। প্রথমে গোড়ালি, তারপর হাঁটু, এরপর কোমরের পেছনদিক পার হয়ে ঘাড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল তা। তিনি সালাত পড়লেন। তখন যন্ত্রণাটা তাঁর কাঁধ পর্যন্ত নেমে এল। আবার সালাত পড়লেন। এবার যন্ত্রণাটা নেমে এল কোমরের পেছনদিকে। আবার সালাত পড়লেন। যন্ত্রণা নেমে এল

---

[৩৪৬] হাদীসটির সনদ দুর্বল; তবে কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এটি সহীহ। আবূ দাউদ, ৮৬৪।

[৩৪৭] অথবা বলেছেন, ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়ার কাছে এলাম।

হাঁটু পর্যন্ত। আবার সালাত পড়ার পর যন্ত্রণা পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে এল। আরেকবার সালাত পড়ার পর—একেবারেই চলে গেল যন্ত্রণাটা।"[৩৪৮]

নবিজির দুআর বরকত

৮৬৫. আবদুর রহমান তাঁর পিতা আবূ আমরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে এক যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। সবাই ক্ষুধায় কাতর। একটি উট জবাই করার অনুমতি চেয়ে তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল, হয়তো আল্লাহ তাআলা এতে আমাদের বরকত দিয়ে দেবেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন যে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্তের ব্যাপারে চিন্তিত। তখন পরামর্শ হিসেবে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যদি আগামীকাল ক্ষুধার্ত অবস্থায় শত্রুর মুখোমুখি হই, তা হলে তো বড়ো বিপদ হবে! কিন্তু, আপনি ভালো মনে করলে সবাইকে তাদের অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে আসতে নির্দেশ দিন। সেগুলো একত্র করে আল্লাহ তাআলার কাছে তাতে বরকত-দানের দুআ করুন। নিশ্চয় আল্লাহ আপনার দুআর কারণে বরকত দান করবেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা-ই করলেন। মানুষ আঁজলা ভরে বা তার চেয়ে কিছু বেশি খাদ্যবস্তু নিয়ে আসতে লাগল। সবচেয়ে বেশি খাবার নিয়ে আসা লোকটির কাছেও ছিল কেবল এক সা খেজুর। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবগুলো খাদ্যবস্তু একত্র করলেন। তারপর আল্লাহর যা মর্জি হলো তা দুআ করলেন। দুআ শেষে সৈনিকদেরকে বললেন তাদের পাত্র নিয়ে আসতে। তারপর পাত্র-ভর্তি করে সবাইকে খাদ্যবস্তু নিয়ে যেতে বললেন। সৈনিকদের একটি পাত্রও অপূর্ণ থাকল না, সবগুলো পাত্র খাবারে ভরে গেল। কিন্তু যে খাদ্যবস্তু ছিল তা আগের মতোই অবশিষ্ট থাকল। এই অবস্থা দেখে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে হেসে ফেললেন যে, তাঁর দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। বললেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَلْقَى اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا إِلَّا حُجِبَتْ عَنْهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে

[৩৪৮] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

আমি আল্লাহর রাসূল। এই দুটি কথার বিশ্বাস নিয়ে যে মুমিন বান্দা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, কিয়ামাতের দিন তার ও জাহান্নামের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা হবে।"[৩৪৯]

নফল সালাতের গুরুত্ব

৮৬৬. মাহমুদ ইবনু রবী' রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। এটাও মনে আছে যে, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বাড়িতে একটি বালতিতে রাখা কূপের পানি দিয়ে কুলি করেছেন। তিনি বলেন, আমি বনি সালিম গোত্রের সদস্য ইতবান ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন,) আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত পড়তাম। একসময় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া পানির প্রবাহ আমার ও আমার গোত্রের মাসজিদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে (আমার বাসস্থান ও মাসজিদের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে বৃষ্টি হলে পানি জমে যায়)। আল্লাহর রাসূল, আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, আপনি আমার ঘরে এসে একটি স্থানে সালাত আদায় করুন। আমি ওই স্থানটিকে আমার সালাতের জায়গা বানিয়ে নেব।

তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ "শিগগিরই আমি তা করব ইন শা আল্লাহ।" ইতবান ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরের দিন সকালে দিনের আলো ফোটার পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে এলেন। তাঁর সঙ্গে আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি নিয়ে ঢুকলেন, তবে বসলেন না। বরং বললেন, أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِكَ؟ "তোমার ঘরে কোন জায়গায় সালাত পড়তে চাও?" ইতবান ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তা ইশারায় দেখিয়ে দিলাম। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন, আমরা তাঁর ইমামতিতে সালাত শেষ করলাম।[৩৫০] কিছুক্ষণ বসতে বলে খাযির নামক খাদ্যবস্তু পরিবেশন করলাম তাঁর সামনে। এই ঘটনা মহল্লার লোকদের মধ্যে চাউর হয়ে

---

[৩৪৯] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/১৯-২০, হাদীসটির সনদ হাসান। ইবনু সায়িদ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে অনুরূপ সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আতা ইবনু ইয়াসার-এর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

[৩৫০] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন।

গেল। তাঁরাও তাদের বাড়িতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আপ্যায়ন করার জন্য দাওয়াত দিতে লাগলেন। সবাই ঘরে এসে ভিড় জামালেন। আমার ঘরটা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, মালিক ইবনু দুখশ্ কোথায়? (অথবা বলেছেন, দুখশ্ কোথায়?) একজন বললেন, ওই লোকটা তো মুনাফিক, আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে পছন্দ করে না। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, لَا تَقُولُوهُ , وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "এভাবে বোলো না। কারণ সে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।"

উপস্থিত লোকেরা বললেন, তার ওঠাবসা, গল্পগুজব তো মুনাফিকদের পক্ষেই দেখি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও বললেন, لَا تَقُولُوهُ، إِنَّهُ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ "এভাবে বোলো না। কারণ সে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।"

তিনি আরও বললেন, لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ "যে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।"

মাহমুদ ইবনু রবী' রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি একটি যুদ্ধের সময় এই ঘটনা কিছু মানুষের সামনে বর্ণনা করলাম। তাঁদের মধ্যে সাহাবি আবূ আইয়ূব আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। তিনি ওই যুদ্ধে ইন্তেকাল করেছিলেন। আরও ছিলেন ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু-ও। (রোমানদের দেশে তিনি তাঁদের আমীর ছিলেন।) আবূ আইয়ূব রদিয়াল্লাহু আনহু আমার বর্ণিত হাদীসটি অস্বীকার করে বললেন, এমন কথা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও বলেছেন বলে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ব্যাপারটি আমার কাছে ভীষণ মনে হলো। আমি আল্লাহ তাআলার নামে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে যুদ্ধ থেকে ফেরা পর্যন্ত সুস্থ রাখেন তা হলে ইতবান ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু-কে জীবিত পেলে অবশ্যই তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব। মাহমুদ ইবনু রবী' রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ইলিয়া থেকে হাজ্জের (অথবা উমরার) জন্য ইহরাম বাঁধলাম। মদীনায় পৌঁছে বনি সালিম গোত্রে গিয়ে দেখলাম ইতবান ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তখনও গোত্রের ইমামতি করছেন। সালাত শেষে তাঁকে সালাম দিলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে (তাঁর

কাছে ওই হাদীসটি জানতে চাইলাম।) তিনি প্রথমবারের মতোই অবিকল হাদীসটি আমাকে শোনালেন। হুসাইন বললেন, সন্দেহ নেই ঘটনাটি এমনই ছিল।[৩৫১]

দৃঢ় থাকা ও সতর্কতা অবলম্বন

৮৬৭. তাগলিব গোত্রের আজাদকৃত গোলাম আবূ ইউনুস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা, আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রদিয়াল্লাহু আনহুমা ও উবাইদুল্লাহ ইবনু উমাইর রহিমাহুল্লাহ-কে আমি জিজ্ঞেস করেছি, ইখলাসের সঙ্গে কোনো কাজ কি ক্ষতিকর হতে পারে?[৩৫২] তাঁরা বলেছেন, "(না, শুধু) সতর্কতা অবলম্বন করো এবং দৃঢ় থেকো।"[৩৫৩]

ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তা অবলম্বন

৮৬৮. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আচ্ছা, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ত্যাগ করলে তো কোনো কাজই কোনো উপকারে আসে না। তা হলে একইভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বিশ্বাস নিয়ে করা কোনো কাজ কি ক্ষতিকর হতে পারে? আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, "(না, শুধু) সতর্কতা ও দৃঢ়তা অবলম্বন করো।"[৩৫৪]

আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয়

৮৬৯. সাইয়ার শামি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো। আল্লাহ বলেছেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।"[৩৫৫]— এমনকি ব্যভিচার বা চুরি করলেও? তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে সে ব্যভিচারও করতে পারে না, চুরিও করতে পারে না।"[৩৫৬]

---

[৩৫১] হাদীসটি সহীহ। বুখারিতে কয়েকবার হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। বুখারি, ৪১৫; ১৫২৮।

[৩৫২] অর্থাৎ, শিরক ও কুফরির সঙ্গে কোনো ভালো কাজ (আখিরাতে) কোনো উপকার করবে না। তেমনি ঈমান ও ইখলাসের সঙ্গে কোনো কাজ কি ক্ষতিকর হতে পারে নাকি সব সময়ই উপকারী হবে?

[৩৫৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩৫৪] হাদীসটির সনদ মুনকাতি ও মাওকুফরূপে বর্ণিত। তবে সমার্থবোধক হাদীস রয়েছে।

[৩৫৫] সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৪৬।

[৩৫৬] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

জাহান্নামের বেষ্টনী

৮৭০. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

"জান্নাতকে বিপদ-মুসিবত দিয়ে বেষ্টন করা হয়েছে এবং জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে কামনা-বাসনা দিয়ে।"[৩৫৭]

জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা

৮৭১. যাইদ ইবনু শুরাহা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীস থেকে জেনেছি যে, আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, তাতে নিয়ামাত, ভোগ-বিলাস ও আনন্দ উল্লাসের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন দুধের ফেনার চেয়েও শুভ্র ও মধুর চেয়েও মিষ্ট ফলফলাদি। তখন জান্নাত জিজ্ঞেস করল, হে আমার রব, আপনি আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, আমার সৃষ্টির একদল মানুষকে তোমার বাসিন্দা বানাব। জান্নাত বলল, হে আমার রব, তা হলে তো কেউই আমাকে ত্যাগ করবে না, সবাই আমার বাসিন্দা হয়ে যাবে। আল্লাহ বললেন, কিছুতেই নয়। আমি তোমাতে পৌঁছার পথ বিপদ-আপদ ও কষ্টকর বিষয় দিয়ে পূর্ণ করে দেব।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, তাতে লাঞ্ছনা ও শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। জাহান্নামে সৃষ্টি করেছেন রাতের আঁধারের চেয়েও ঘুটঘুটে অন্ধকার ও পচা লাশের চেয়ে ভয়াবহ দুর্গন্ধ। তখন জাহান্নাম জিজ্ঞেস করল, হে আমার রব, আপনি আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, আমার সৃষ্টির একদল মানুষকে তোমার বাসিন্দা বানাব। জাহান্নাম বলল, হে আমার রব, তা হলে তো তাদের কেউ ধারেকাছেই আসবে না। আল্লাহ বললেন, কিছুতেই নয়। আমি তোমাতে পৌঁছার পথ কামনা-বাসনা দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছি।[৩৫৮]

---

[৩৫৭] হাদীসটির সনদ দুর্বল; তবে সহীহ সনদে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। বুখারি, ৬১২২।
[৩৫৮] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

যিকির-ফিকিরে ব্যস্ত থাকা

বান্দাকে আল্লাহর স্মরণ

৮৭২. খালিদ ইবনু মা'দান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমি তাকে আমার মাঝে স্মরণ করি; আর সে যদি আমাকে কোনো মানুষের (মজলিসে) স্মরণ করে, তা হলে আমি তাকে এর চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি।"[৩৫৯]

খালিদ ইবনু মা'দান রহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করা অবস্থায় বিছনায় মাথা রাখে, সে যখনই জাগুক না কেন, ঘুম থেকে জেগে ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকরকারী হিসেবে গণ্য হয়।"

আল্লাহ তাআলার স্মরণের ধরন

৮৭৩. আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাঈদ ইবনু জুবাইর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আমাকে আমার আনুগত্যের দ্বারা স্মরণ করো, আমি তোমাদের মাগফিরাত ও ক্ষমার দ্বারা স্মরণ করব।"[৩৬০]

---

[৩৫৯] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/১২৫, হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[৩৬০] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ২/২৩, মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

ইবাদাতে মশগুল থাকার প্রতিদান

৮৭৪. মালিক ইবনু হারিস রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, যে বান্দা আমার কাছে প্রার্থনা করার চেয়ে আমার প্রশংসা ও গুণগানে বেশি মশগুল থাকে, আমি তাকে প্রর্থনাকারীদের চাইতেও উত্তম জিনিস দিই।"[৩৬১]

প্রয়োজন পূরণে তাসবিহ পাঠ

৮৭৫. আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "দুর্ভিক্ষের বছরে গর্ভবতী উট নিয়ে পরিবারের কাছে ফেরার চেয়েও উত্তম হলো প্রয়োজন পূরণে তাসবিহ পাঠ করা।"[৩৬২]

আল-হামদু লিল্লাহ বলার ফজিলত

৮৭৬. উবাইদ ইবনু উমাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোনো মুমিন বান্দার সঙ্গে স্বর্ণের চলমান পাহাড় থাকার চেয়ে তার আমলনামায় আলহামদু লিল্লাহ তাসবিহ থাকা উত্তম।"[৩৬৩]

আমলের ভাণ্ডার

৮৭৭. কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যাঁর হাতে কা'বের প্রাণ তাঁর কসম, 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' মৌমাছির গুঞ্জরণের মতো আল্লাহর আরশের চারপাশে গুঞ্জরণ করে এসকল যিকরকারীদের স্মরণ করতে থাকে; আর প্রত্যেক সৎকাজ আমলের ভাণ্ডারে জমা হয়।"[৩৬৪]

উত্তম কথার গুঞ্জরণ

৮৭৮. কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উত্তম কথাগুলো আল্লাহর আরশের চারপাশে মৌমাছির গুঞ্জরণের মতো গুঞ্জরণ করতে থাকে। তারা তাদের উচ্চারণকারীদের স্মরণ করে।"[৩৬৫]

---

[৩৬১] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।
[৩৬২] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৩৬৩] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৩৬৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।
[৩৬৫] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৪৪, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

আল্লাহর যিকরের ফজিলত

৮৭৯. আবূ উসমান নাহদি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের বলতেন, তোমরা (এই ওজিফা) পাঠ করো—

اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ أَنْ تَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ تَكْبِيرًا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا

"আল্লাহ সবচেয়ে মহান। হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, সকল প্রশংসা আপনার। কোনো সঙ্গিনী বা সন্তান গ্রহণ অথবা আপনার সার্বভৌমত্বে সমকক্ষ স্থির হওয়া থেকে আপনি সুমহান, চিরপবিত্র। আপনি কখনও দুর্দশাগ্রস্ত হন না। আল্লাহ চিরমহান। আল্লাহ চিরমহান। হে আল্লাহ, আমাদের ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি রহম করুন।"

সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু তারপর বলতেন, "আল্লাহর কসম, এগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়; আল্লাহর কসম, এই (ক্ষমা ও রহমতের দুআ) দুটিকে বাতিল করা হয় না; আল্লাহর কসম, অন্যান্য কালিমাগুলো এই দুটি দুআর সত্যায়নের জন্য সুপারিশকারী হয়।"[৩৬৬]

জিহ্বার সজীবতা

৮৮০. আমর ইবনু কাইস থেকে বর্ণিত, তিনি সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু বুসর রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, কোন আমল শ্রেষ্ঠ? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ

"আল্লাহর যিকর দিয়ে জিহ্বাকে সজীব রাখা।"[৩৬৭]

যে সময়টাতে আল্লাহর যিকর করা হয় না

৮৮১. হাস্‌সান ইবনু আতিয়্যা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৩৬৬] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৩৬৭] ইবনু মাজাহ, সুনান, ৩৭৯৩; তিরমিযি, সুনান, ৩৩৭৫, হাদীসটির সনদ সহীহ।

قِيلَ لِي - أَوْ أُوحِيَ إِلَيَّ: اعْلَمْ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي لَا تَذْكُرُنِي فِيهَا لَيْسَتْ لَكَ، وَلَكِنَّهَا عَلَيْكَ.

"আমাকে বলা হলো (অথবা, আমার কাছে ওহি প্রেরণ করা হলো) : যে সময়টিতে তুমি আমাকে (অর্থাৎ আল্লাহকে) স্মরণ করবে না সেই সময়টি তোমার পক্ষে নয়, বরং বিপক্ষে।"[৩৬৮]

সর্বাবস্থায় আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করা

৮৮২. ফুদাইল ইবনু আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবিকে জিজ্ঞেস করলেন—كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ "সকাল কেমন কাটালে?" তিনি বললেন, ভালোভাবে। আবার জিজ্ঞেস করলেন— كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ "সকাল কেমন কাটালে?" সাহাবি বললেন, ভালোভাবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন—كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ "সকাল কেমন কাটালে?" এবার সাহাবি বললেন, بِخَيْرٍ أَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى "কল্যাণের সঙ্গে, আলহামদু লিল্লাহ।" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, هَذَا الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ "এ উত্তরটাই চাচ্ছিলাম।"[৩৬৯]

মানুষ তার সঙ্গীদের দ্বারা বিচার্য

৮৮৩. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় তার সামনে তার সঙ্গীদের পেশ করা হয়। তারা যিকরকারী হলে সেও যিকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তারা খেলতামাশায় মগ্ন হলে সেও খেলতামাশাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।"[৩৭০]

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা

৮৮৪. আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

"তিনি ছিলেন অতিশয় কৃতজ্ঞ বান্দা।"[৩৭১]

---

[৩৬৮] হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।
[৩৬৯] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এই সনদে কোনো সমস্যা নেই।
[৩৭০] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৩৭১] সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ০৩।

ইবনু আবী নাজিহ থেকে বর্ণিত। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "(নূহ আলাইহিস সালাম) যখনই কিছু খেতেন আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, যখনই কিছু পান করতেন আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, হাঁটার সময়ও আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতেন, কিছু ধরার সময়ও আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করতেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রশংসা করে বলেন—"তিনি ছিলেন অতিশয় কৃতজ্ঞ বান্দা।"[৩৭২]

আল্লাহর যিকরে জিহ্বা সজীব রাখা

৮৮৫. আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর মহান রবকে বললেন, হে আমার রব, কোন ধরনের শুকরিয়া আপনার জন্য উপযুক্ত? আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার যিকরে তোমার জিহ্বাকে সতেজ রাখা।"[৩৭৩]

যিকরকারীদের ওপর প্রশান্তি নাযিল

৮৮৬. সা'দ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মজলিসে ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তারপর দৃষ্টি নামিয়ে আনলেন। তারপর আবার আকাশের দিকে দৃষ্টি ওঠালেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন,

إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ كَانُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى - يَعْنِي أَهْلَ مَجْلِسٍ أَمَامَهُ - فَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ يَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ كَالْقُبَّةِ، وَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُمْ تَكَلَّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِبَاطِلٍ، فَرُفِعَتْ عَنْهُمْ.

"এই লোকেরা (অর্থাৎ, তাঁর সামনে মজলিসে বসা লোকেরা) আল্লাহ তাআলার যিকর করছিল। তাদের ওপর সাকিনা বা প্রশান্তি নাযিল হলো। ফেরেশতাদল তা গম্বুজের মতো বহন করছিলেন। যখন তা তাদের নিকটবর্তী হলো, তাদের একজন লোক অহেতুক কথা বলল। ফলে তা তাদের থেকে উঠিয়ে নেওয়া হলো।"[৩৭৪]

---

[৩৭২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩৭৩] আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আসার।

[৩৭৪] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

আল্লাহর রহমত যিকরকারীদের বেষ্টন করে রাখে

৮৮৭. আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ,
وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

"যখন একদল মানুষ সমবেত হয়ে আল্লাহর যিকর করে, ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখেন। তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হয়, রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে। আল্লাহ তাআলার কাছে যে সকল (ফেরেশতারা) রয়েছেন, তাদের মাঝে তিনি যিকরকারীদের কথা উল্লেখ করেন।"[৩৭৫]

আল্লাহর যিকর দিয়ে মজলিস শুরু করা

৮৮৮. উহাইব ইবনু ওয়ারদ অথবা আবদুল ওয়াহহাব ইবনু ওয়ারদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোনো মজলিসের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকটবর্তী হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর যিকর দিয়ে মজলিস শুরু করে, ফলে একে একে ওই সমাবেশের সবাই আল্লাহর যিকরে মশগুল হয়। আর কোনো মজলিসে আল্লাহ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী ওই লোক যে মন্দ কথার দ্বারা সভা শুরু করে, তারপর একে একে সবাই মন্দ কথায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।"[৩৭৬]

ইবাদাতের অর্থ

৮৮৯. আল্লাহ তাআলা বলেন,

اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত করো যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।"[৩৭৭]

আবদুল্লাহ ইবনু আবী নাজিহ থেকে বর্ণিত। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তোমরা (আল্লাহর) আনুগত্য করো।"[৩৭৮]

---

[৩৭৫] ওয়াকিহ ইবনুল জাররাহ, কিতাবুয যুহদ, ৫১৭; মুসনাদ আহমাদ, ২/৪৪৭, সনদ সহীহ।

[৩৭৬] উহাইব ইবনু ওয়ারদ কর্তৃক বর্ণিত আসার।

[৩৭৭] সূরা বাকারা : আয়াত ২১।

[৩৭৮] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

প্রত্যেকের সঙ্গে ফেরেশতা ও শয়তান

৮৯০. যুবাইর ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম রহিমাহুল্লাহ-কে গাদিরি নামের একজন লোকের উদ্দেশে হাদীসটি বলতে শুনেছি। গাদিরি ছিল কৌতুক-অভিনেতা। সে তাঁদের কাছে ইবনুল মুনকাদিরের মজলিসে এল। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করছিলেন। গাদিরি একটি কৌতুককর কথা ছুড়ে দিল। তাঁরা বিরক্ত হয়ে তার দিকে একবার তাকালেন। তারপর আবার আলোচনা করতে শুরু করলেন। গাদিরি আবারও একটি রসাত্মক কথা ছুড়ে দিল। তখন সাফওয়ান বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَمَعَهُ مَلَكٌ يُوحِي إِلَيْهِ، وَشَيْطَانٌ يُوحِي إِلَيْهِ، وَهُوَ مِنَ الْغَالِبِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا، فَيَقُولُ الْمَلَكُ لِوَلِيِّهِ: اذْكُرْ فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ ذَكَرَ بِذِكْرِهِ، وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ لِوَلِيِّهِ: اشْغَبْ فَعَلَيْهِ إِثْمُهُ، وَإِثْمُ مَنْ شَغَبَ بِشَغَبِهِ، وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا، فَلَا تَأْثَمْ وَتُؤَثِّمْنَا

"প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন ফেরেশতা থাকে, সে তাকে ভালো কাজের উপদেশ দেয়; এবং একজন শয়তান থাকে, সে তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। আর মানুষ নিজের ওপর কর্তৃত্বশীল। ফেরেশতা তার সঙ্গীকে বলে, তুমি যিকর করো। (যিকর করলে) সে তার সাওয়াব পায় এবং তার সঙ্গে যারা যিকর করে তাদের সমপরিমাণ সাওয়াবও সে পায়। অথচ তা যিকরকারীদের সাওয়াব থেকে সামান্য পরিমাণও হ্রাস করে না। (অপরদিকে) শয়তান তার সঙ্গীকে বলে, তুমি আকথা-কুকথা বলো। এর পাপ তার ওপর বর্তায় এবং তার সঙ্গে যারা আকথা-কুকথায় যোগ দেয় তাদের পাপের সমান ভাগীদারও সে হয়। অথচ ওই সকল লোকদের পাপের কিছুই কমতি করা হয় না। তাই নিজেও পাপী হোয়ো না এবং আমাদেরকেও পাপী বানিয়ো না।"[৩৭৯]

কৌতুকের ব্যাপারে সতর্কতা

৮৯১. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، يَهْوِي بِهَا مِنْ أَبْعَدَ مِنَ الثُّرَيَّا

[৩৭৯] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

"মানুষ কখনও কখনও লোক হাসানোর জন্য এমন কথা বলে যা তাকে সুরাইয়া তারকার সমপরিমাণ দূরত্বে ছুড়ে দেয়।"[৩৮০]

কল্যাণ-অকল্যাণের চাবি

৮৯২. মাকহুল থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "কিছু কিছু মানুষ কল্যাণের চাবি এবং অকল্যাণ ও অনিষ্টের তালা; এ কারণে তারা প্রতিদান পাবে। আর কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অকল্যাণের চাবি এবং কল্যাণের তালা; এর পাপের বোঝা তাদের ওপর বর্তাবে। কিছু সময় কল্যাণকর চিন্তা-ভাবনা সারা রাত জেগে ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।"[৩৮১]

পিতার উপদেশ

৮৯৩. আউন ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বললেন, "ছেলে আমার, কোনো সম্প্রদায়ের সমাবেশস্থলে গেলে তাদের ওপর ইসলামের তির ছুড়বে, অর্থাৎ সালাম দেবে। তারপর তাদের একপাশে বসবে। তারা কথা শুরু না করলে নিজে কথা বলবে না। তারা আল্লাহর যিকরে মশগুল হলে তুমিও তাদের সঙ্গে তোমার তির ছোড়ো, অর্থাৎ, আল্লাহর যিকরে মশগুল হও। তারা অন্যকিছুতে লিপ্ত হলে তুমি তাদের থেকে ফিরে অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হও।"[৩৮২]

অহংকার ও তর্কবিতর্কের জন্য ইলম অর্জন!

৮৯৪. শাহর ইবনু হাওশাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "ছেলে আমার, আলিমদের সঙ্গে গর্ব ও বড়াই করার জন্য ইলম অর্জন কোরো না। মূর্খদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্যও না। বিভিন্ন মজলিসে তর্ক-বিতর্ক করার জন্যও না। ইলমের প্রতি বিমুখ হয়ে ও অজ্ঞতায় আসক্ত হয়ে ইলম পরিত্যাগ কোরো না। একদল লোক আল্লাহর যিকর করছে[৩৮৩], তুমিও তাদের সঙ্গে বসবে। (তাদের আলোচনার বিষয়গুলো) আগে থেকে জানলে তো তোমার ইলম তোমার উপকার করবে;

---

[৩৮০] এখানে বর্ণিত সনদটি দুর্বল। কিন্তু সহীহ সনদে বর্ণিত এর সমার্থবোধক হাদীস রয়েছে।
[৩৮১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এই সনদে কোনো সমস্যা নেই।
[৩৮২] হাদীসটির সনদ সহীহ।
[৩৮৩] ইলমের বা আমলের মজলিসে রয়েছে।

আর না জেনে থাকলে তাদের আলোচনার দ্বারা তোমার ইলম বাড়বে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করলে তুমিও তাদের সঙ্গে তার ভাগিদার হবে। যদি দেখো একদল লোক (একসঙ্গে আছে অথচ) আল্লাহর যিকর করছে না[৩৮৪], তাদের সঙ্গে বসবে না। তুমি আলিম হয়ে থাকলে তাদের সঙ্গে বসার ফলে তোমার ইলম তোমার কোনো উপকার করবে না। আর অজ্ঞ হয়ে থাকলে তারা তোমার অজ্ঞতা আরও বাড়িয়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা যদি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন তবে তুমিও সে অসন্তুষ্টির ভাগিদার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।"[৩৮৫]

যিকর করতে না দেখে হতাশা

৮৯৫. হাসান ইবনু সাওবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মুসলিম খাওলানি মাসজিদে ঢুকে দেখলেন। একদল লোক সমবেত হয়ে বসে আছে। তিনি আশা করছিলেন তারা যিকর করছে, কল্যাণকর কথাবার্তা বলছে। ফলে তিনিও গিয়ে তাদের সঙ্গে বসলেন। কিন্তু শুনতে পেলেন, তাদের একজন বলল, আমার গোলাম (ব্যবসায়িক যাত্রা শেষ করে) এসেছে, সে এত এত সম্পদ উপার্জন করে নিয়ে এসেছে। আরেকজন বলল, আমি আমার গোলামকে প্রস্তুত করেছি। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে লোকেরা, তোমরা কি জানো—আমার আর তোমাদের উদাহরণ কীরকম? নিজেকে মনে হচ্ছে প্রবল বৃষ্টির সময় আশ্রয় খোঁজা কোনো লোক। চারদিকে তাকিয়ে একটি বিশাল দরজা দেখে ভাবলাম এখানে আশ্রয় মিলবে। কিন্তু ঢুকে দেখি ঘরে কোনো ছাদই নেই। তোমাদের সঙ্গে বসেছিলাম এই আশায় যে, তোমরা ওয়াজ-নসিহত, যিকর করছ। কিন্তু দেখা গেল তোমরা দুনিয়াদার। এ কথা বলে তিনি তাদের ছেড়ে উঠে পড়লেন।[৩৮৬]

---

[৩৮৪] তাদের মজলিস ইলমেরও নয়, আমলেরও নয়।

[৩৮৫] এই আসারের সনদ সহীহ।

[৩৮৬] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

সর্বাবস্থায় আল্লাহকে প্রাধান্য দেওয়া

ঘুমন্ত মুসাফির

৮৯৬. সাঈদ জুরাইরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সিলাহ ইবনু আশইয়াম রহিমাহুল্লাহ একটি মহল্লার ভেতর দিয়ে গেলেন। মহল্লার লোকেরা মাসজিদে বসে ছিল। তিনি তাদের বললেন, আচ্ছা কোনো মুসাফির যদি রাতেও ঘুমায়, দিনেও পথ না চলে বসে থাকে, সে কখন গন্তব্যে পৌঁছাবে? বলা হলো, আমরা জানি না, কখন পৌঁছাবে? তিনি আর কথা না বলে তার বাহন চালিয়ে চলে গেলেন। লোকেরা বলাবলি করতে থাকল, আবুস সাহবা[৩৮৭] কী বলে গেলেন, বুঝেছ? আল্লাহর কসম, এই উদাহরণ তিনি তোমাদের জন্যই পেশ করেছেন।[৩৮৮]

মানুষের দোষ উপেক্ষা করা

৮৯৭. উহাইব ইবনু ওয়ারদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে একজন লোক এসে বলল, মানুষ যাতে নিমজ্জিত হওয়ার তাতে তো নিমজ্জিত হয়েই গেছে (পরচর্চা ও গীবত করছে, মন্দ ও খারাপ কথাবার্তা বলছে)। ভাবছি তাদের সঙ্গে আর মেলামেশাই করব না।

---

[৩৮৭] সিলাহ ইবনু আশইয়াম রহিমাহুল্লাহ-এর ডাকনাম।

[৩৮৮] হাদীসটির সনদ সহীহ।

ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, এমনটা কোরো না। তোমাকে ছাড়া মানুষের গতি নেই, মানুষকে ছাড়া তোমারও গতি নেই; তোমার কাছে তাদের প্রয়োজন রয়েছে, তাদের কাছেও তোমার প্রয়োজন রয়েছে। বরং তুমি বধির শ্রোতা, চক্ষুষ্মান অন্ধ ও বাক্‌শক্তিসম্পন্ন বোবার মতো তাদের সাথে থাকো।[৩৮৯]

আল্লাহ তাআলার সঙ্গ

৮৯৮. কারীমা বিনতু হাসহাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার উম্মুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে বসে ছিলাম। এ সময় আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর রব সম্পর্কে এই কথা বলতে শুনেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

"আমার বান্দা যতক্ষণ আমার যিকর করে এবং যতক্ষণ আমার স্মরণে তার দুই ঠোঁট নড়ে ততক্ষণ আমি তার সঙ্গে থাকি।"[৩৯০]

আল্লাহর প্রকৃত বান্দা

৮৯৯. আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বলেছেন,

إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِيَ الَّذِي يَذْكُرُنِي، وَإِنْ كَانَ مُكَافِئًا قِرْنَهُ

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, যারা আমাকে স্মরণ করে, অন্যদের সমকক্ষ হলেও তারাই আমার প্রকৃত বান্দা।"[৩৯১]

যাদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়

৯০০. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى

[৩৮৯] হাদীসটির সনদ মুনকাতি।

[৩৯০] এই হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ আহমাদ, ২/৫৪০।

[৩৯১] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এই সনদে কোনো সমস্যা নেই।

"আল্লাহর এমন-কিছু বান্দা রয়েছেন যাদের দেখলে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ হয়।"[৩৯২]

সক্রিয় ঈমান ও আল্লাহর যিকর

৯০১. আবূ ইমরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একজন ব্যক্তি তাঁর সম্পদ থেকে এক হাজার দাস আজাদ করে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক সঙ্গী তাঁকে ঘটনাটি জানালেন। শুনে ওই ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দুআ করলেন তিনি। তারপর বললেন, এর চেয়েও উত্তম আমলের কথা শুনবে? তা হলো রাতে ও দিনে সব সময় ঈমানের অবস্থায় থাকা আর আল্লাহর যিকরে জিহ্বা সর্বদা সতেজ রাখা।"[৩৯৩]

বড়ো মুক্তিদাতা

৯০২. মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বান্দা যত আমল করে, তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার যিকরই আগামীকাল (অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন) তার জন্য সবচেয়ে বড়ো মুক্তিদাতা হবে।"[৩৯৪]

আল্লাহর নাম স্মরণ না করার ক্ষতি

৯০৩. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، وَمَا مَشَى أَحَدٌ مَمْشًى لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً.

"লোকজন যদি এমন-কোনো মজলিসে বসে যেখানে আল্লাহকে স্মরণ করে না, তা হলে ওই মজলিস হবে তাদের আফসোসের কারণ। এমনকি হাঁটার সময় যদি আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ না করে, সেই হাঁটাও তার জন্য আফসোসের কারণ হবে।"[৩৯৫]

---

[৩৯২] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এই সনদ হাসান।
[৩৯৩] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।
[৩৯৪] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।
[৩৯৫] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১/৫৫০; আবূ দাউদ, সুনান, ৩৮৩৪, সনদ সহীহ।

অষ্টম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ

রাসূলের ভালোবাসায় দরুদ পাঠ

মজলিসে আল্লাহ ও রাসূলের নাম না নেওয়ার ক্ষতি

৯০৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمْ

"লোকজন যদি এমন কোনও মজলিসে বসে, যেখানে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে না এবং তাদের নবির উপর দরুদ পাঠ করে না, তা হলে কিয়ামাতের দিন ওই মজলিস হবে তাদের আফসোসের কারণ; আল্লাহ চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন, আর চাইলে তাদের ক্ষমা করে দেবেন।"[৩৯৬]

যিকরকারী বান্দার দিকে তাকিয়ে থাকেন যারা

৯০৫. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা যেভাবে

[৩৯৬] হাদীসটির এই সনদ দুর্বল। তিরমিযি, ৩৩৮০। তিনি বলেছেন, এটি হাসান সহীহ হাদীস।

আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকো, ঠিক তেমনিভাবে আসমানের অধিবাসীরাও জমিনের অধিবাসীদের ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন, যতক্ষণ সেগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়। বান্দা যতক্ষণ আল্লাহর যিকর করে, ফেরেশতারা অনুরূপ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।"[৩৯৭]

কাঠের খুঁটির কান্না

৯০৬. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর দিন খুতবা দিতেন। খুতবা দেওয়ার দেওয়ার সময় তাঁর পিঠ হেলান দিয়ে রাখতেন একটি কাঠের খুঁটির সঙ্গে। ধীরে ধীরে মাসজিদে লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল। তিনি নির্দেশ দিলেন— ابْنُوا لِي مِنْبَرًا "আমার জন্য একটি মিম্বার বানিয়ে দাও।" সাহাবিগণ তা-ই করলেন। মিম্বারটির ধাপ ছিল দুটি। এবার তিনি কাঠের খুঁটির সঙ্গে হেলান না দিয়ে মিম্বার ব্যবহার করতে শুরু করলেন। আল্লাহর কসম, এর ফলে কাঠের খুঁটিটি প্রচণ্ড কাঁদল। আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর কসম, আমি মাসজিদে ছিলাম, ওই কান্না আমি শুনতে পেয়েছি। খুঁটিটি কাঁদতেই থাকল। অবশেষে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে খুঁটিটির দিকে হেঁটে গিয়ে সেটিকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর খুঁটিটি শান্ত হলো। এসব কথা শুনে হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে মুসলিমগণ, কাঠও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালোবাসায় বিভোর হয়ে তাঁর জন্য কাঁদে; তাই যারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করে তাদের উচিত তাঁকে আরও বেশি ভালোবাসা।[৩৯৮]

মুনাফিকদের ধারণার বিপরীত কাজ করা

৯০৭. আবুল যাওযা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى يَظُنَّ الْمُنَافِقُونَ أَنَّكُمْ مُرَاءُونَ

"এত বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করো, যাতে মুনাফিকরা ভাবতে শুরু করে

---

[৩৯৭] হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩৯৮] মুসনাদ আহমাদ, ৩/২২৬; ইবনু হিব্বান, ৬৫০৭, হাদীসটির সনদ সহীহ।

যে তোমরা লোক-দেখানোর জন্য তা করছ।"[৩৯৯]

আল্লাহর যিকরকারী বজ্রপাত থেকে বেঁচে যায়

৯০৮. মা'মার এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহকে বলতে শুনেছেন যে, "আল্লাহর কোনো যিকরকারীকে কখনোই বজ্রপাত আক্রান্ত করবে না।"[৪০০]

রাসূলের শানে বৃদ্ধার কবিতা

৯০৯. যাইদ ইবনু আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু এক রাতে পাহারা দিতে বের হলেন। একটি বাড়িতে বাতি দেখতে পেয়ে তিনি বাড়িটির কাছে গেলেন। দেখলেন যে একজন বৃদ্ধা একটি পাত্র (দফ) বাজিয়ে একটি কবিতাকে গজলের মতো করে গাইছেন—"মুহাম্মাদের ওপর উত্তম মানুষেরা শান্তি বর্ষণের দুআ করে ... আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করে মনোনীত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা। আপনি তো রাত্রি জাগরণ করে ইবাদাত করতেন, ভোরে কান্নাকাটি করতেন ... হায়, আমার কবিতা এবং মৃত্যু ধাপে ধাপে হয়ে যেত। তুমি কি আমার ও আমার বন্ধুর মধ্যে আখিরাতে মিলন ঘটাবে?"

নবিজির উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা এই কবিতা আবৃতি করলেন। বৃদ্ধার কবিতা শুনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দরজায় কড়া নাড়লেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, কে? উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব। বৃদ্ধা বললেন, উমরের সঙ্গে আমার কী প্রয়োজন? এই সময়ে উমর কেন এসেছেন? উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি দরজা খুলুন। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনার কোনো সমস্যা হবে না। বৃদ্ধা দরজা খুললেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে ঢুকে বললেন, আপনি কিছুক্ষণ আগে যে কবিতা আবৃত্তি করেছেন তা আবার শোনান। বৃদ্ধা তা আবৃত্তি করে শোনালেন। কবিতার শেষ লাইনে পৌঁছলে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি আপনাদের দুইজনের সঙ্গে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। বৃদ্ধা বললেন, এবং উমরকেও, হে পরম ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করে দিন। উমর রদিয়াল্লাহু

---

[৩৯৯] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৭৬, হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

[৪০০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

আনহু এ কথায় খুশি হয়ে ফিরে এলেন।[৪০১]

দরূদ না পড়া কৃপণতা

৯১০. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بِحَسْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْبُخْلِ إِذَا ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

"মুমিনের কৃপণ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে আমার ওপর দরূদ পাঠ করে না।"

নবিজির ওপর আল্লাহ তাআলার শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।[৪০২]

দরূদ পাঠের প্রতিদান

৯১১. আবদুল্লাহ ইবনু আমির তাঁর পিতা আমির ইবনু রবীআ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ

"কেউ যতক্ষণ আমার উদ্দেশে দরূদ পাঠ করে, ফেরেশতারা ততক্ষণ তার ওপর শান্তি বর্ষণ করতে থাকেন। কম-বেশি যা-ই হোক।"[৪০৩]

একবার দরূদ পড়লে দশবার রহমত

৯১২. আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আবূ তালহা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তখন তাঁর চেহারা আনন্দে জ্বলজ্বল করছিল। তিনি বললেন,

إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ، أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

---

[৪০১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।
[৪০২] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।
[৪০৩] ইবনু মাজাহ, সুনান, হাদীস নং ৯০৭, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

"আমার কাছে জিবরাঈল এসেছিলেন। আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মতের কোনো সদস্য আপনার ওপর একবার দরূদ পাঠ করলে, আমি তার ওপর দশ বার রহমত বর্ষণ করব; এবং আপনার উম্মতের কোনো সদস্য আপনাকে একবার সালাম দিলে, আমি তাকে দশবার সালাম দেব। আপনাকে কি এই ব্যাপারটি সন্তুষ্ট করবে না?"[৪০৪]

রাসূলের কাছে সালাম প্রেরণ

৯১৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

"আল্লাহ তাআলার এমন-কিছু ফেরেশতা আছে যারা জমিনে ভ্রমণ করে বেড়ায়; তারা উম্মতের পক্ষ থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছে দেয়।"[৪০৫]

দরূদ-পাঠকারীর নামসহ উপস্থাপন

৯১৪. হাম্মাদ কুফি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন কোনো বান্দা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরূদ পাঠ করে, তার নামসহ তা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পেশ করা হয়।"[৪০৬]

সূরা আন-নাসর রাসূলের ইন্তিকালের ইঙ্গিত

৯১৫. ইয়াহইয়া ইবনুল মুখতার রহিমাহুল্লাহ হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন 'إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ' (সূরা আন-নাসর) পাঠ করতেন, আর বলতেন, আল্লাহর নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তাঁকে আল্লাহর নৈকট্য দান করা হয়েছে; তিনি আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছেছেন যতটুকু নৈকট্য তাঁকে দান করা হয়েছে।[৪০৭] সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর চক্ষুকে শীতল করেছেন, যিনি তাঁকে নিজের

---

[৪০৪] হাদীসটির এই সনদ দুর্বল; কিন্তু তার সমার্থবোধক বহু হাদীস থাকায় তা সহীহ। বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ৩/১৯৬; ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ২/৫১৬ আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪০৫] হাদীসটির সনদ দুর্বল। আল-মুসতাদরাক, ২/৪২১, তিনি বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪০৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৪০৭] অর্থাৎ, ইন্তেকাল করেছেন। সূরা আন-নাসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের প্রচ্ছন্ন বার্তা ছিল।

কুদরতের কাছে নিয়ে নিয়েছেন যেখানে তাঁকে যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা উপস্থিত রয়েছে।[৪০৮]

জান্নাতের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা

৯১৬. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, নিজেদের অবস্থা আর কী বলব! যখন আপনার কাছে থাকি, আমাদের হৃদয় কোমল থাকে, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি বোধ করি। তবে আমরা কি আখিরাতপ্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব? কিন্তু আপনার কাছ থেকে চলে আসলেই দুনিয়াকে ভালোবাসতে শুরু করি, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি, বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানদের ভালোবাসায় জড়িয়ে যাই। (কেন আমাদের এই অবস্থা?)' রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমার কাছে তোমরা যে অবস্থায় থাকো, সে অবস্থায় যদি সব সময় থাকতে তা হলে ফেরেশতারা তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করত। আর তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তা হলে আল্লাহ এক নতুন জাতি নিয়ে আসতেন, যারা গুনাহ করত এবং (ক্ষমা চাওয়ার পর) আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিতেন।' আবূ হুরায়রা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সৃষ্টিজগৎ কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি বললেন, 'পানি থেকে।' আবূ হুরায়রা বললেন, আমাকে জান্নাতের গঠন সম্পর্কে একটু জানান। তিনি বললেন, 'স্বর্ণের ইট ও রুপার ইট, তার আস্তরণ হবে খুবই সুগন্ধময় মিশক, তার মাটি হবে জাফরান, তার ছোটো ছোটো পাথর হবে মণি-মুক্তার। যে জান্নাতে যাবে সে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনও ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করবে না। সে জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তার পোশাক জীর্ণ হবে না, যৌবনও ফুরাবে না।

তারপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

"তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না : ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোজাদার

---

[৪০৮] হাদীসটির এই সনদ দুর্বল; কিন্তু তার আরেকটি সনদ আছে যাকে আলবানি সহীহ বলেছেন। তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৫২৬; আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৪৮-২৪৯।

ব্যক্তির দুআ যখন ইফতারের সময় হয় এবং মজলুমের দুআ। আল্লাহ তাদের দুআ মেঘের ওপর উঠিয়ে নেন এবং সেগুলোর জন্য আসমানের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। মহান প্রতিপালক বলেন, আমার ইজ্জতের কসম, কিছু সময় পরে হলেও আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।"[৪০৯]

সালাত নৈকট্য, সদাকা মুক্তিপণ, সাওম ঢাল

৯১৭. আবদুল্লাহ ইবনু হুবায়রা থেকে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "সালাত হলো কুরবানি, সদাকা হলো মুক্তিপণ এবং সাওম হলো ঢাল। সালাতের উদাহরণ হলো এমন : কেউ একজন প্রশাসকের কাছ থেকে কোনো প্রয়োজন পূরণ করতে চায়, তাই তাকে উপহার দিল। সদাকার উদাহরণ হলো ওই লোকের মতো, যে বন্দি হয়ে নিজেকেই মুক্তিপণ হিসেবে উপস্থিত করল। সাওমের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে দুর্ভেদ্য ঢাল নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হলো।"

আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "বান্দা সালাতে দাঁড়ালে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অবস্থান করে। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর সঙ্গে চুপি চুপি কথোপকথন করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করে। আর সে (পরম দয়ালু) রহমানের সামনে দণ্ডায়মান, তিনি তার কথা শোনেন, তার আমল (বা কর্মাবলি) দেখেন, তার অন্তর তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও জানে। তাই সে যেন দেহ ও অন্তরসহ আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ায়, ভীত ভঙ্গিতে দুই চোখ সামনের দিকে রাখে অথবা দৃষ্টি অবনত রাখে, এতে তার ভুল কম হবে। সে যেন এদিক সেদিক না তাকায়, হাত-পা দিয়ে কিছু নাড়াচাড়া না করে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও যেন না নাড়ায়। এভাবেই সে সালাত শেষ করবে। যে এইভাবে সালাত আদায় করবে তার বিরাট সৌভাগ্য। আর আল্লাহর তাওফীক ছাড়া কোনো সামর্থ্য নেই।"[৪১০]

আলিমদের সালাত

৯১৮. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

---

[৪০৯] হাদীসটির এই সনদ দুর্বল; তিরমিযিতে বর্ণিত সনদটিকে আলবানি সহীহ বলেছেন। এই হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস রয়েছে। তিরমিযি, সুনান, ২৫২৬।

[৪১০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

"এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিনীত হয়ে দাঁড়াও।"[৪১১]

লাইস ইবনু আবী সালিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "কুনুত বা বিনয়ের অর্থ হলো, আল্লাহর রহমতের আশায় রুকূ করা, অতিশয় নম্রতা প্রদর্শন করা, দৃষ্টি অবনত রাখা, হাত ও বাহু সংযত রাখা। আলিমদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতেন, তারা দৃষ্টি ঘোরাতেন না, কোনো দিকে তাকাতেন না, কঙ্কর সরাতেন না, কোনো-কিছু অনর্থক নাড়াতেন না, মনে মনে দুনিয়াবি কোনো বিষয় ভাবতেন না। তবে অনিচ্ছায় কিছু ঘটে গেলে ভিন্ন কথা। এভাবেই তারা গোটা সালাত আদায় করতেন।"[৪১২]

আলিমের সালাতের বৈশিষ্ট্য

৯১৯. মদীনার একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "প্রত্যেক আলিমই আল্লাহর প্রতি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সালাতে দাঁড়াতেন। যতক্ষণ সালাতে থাকতেন খুশু-খুজুর সঙ্গে দৃষ্টি সামনের দিকে রাখতেন।"[৪১৩]

বিনীত ভঙ্গিতে সালাত

৯২০. আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মানুষ কোনো নেতার সামনে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়ায় এই আশায় যে, তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সালাতে দৃষ্টি কোথায় নিবদ্ধ থাকবে? তিনি বললেন, সাজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উত্তম।[৪১৪]

সালাতে নিমগ্নতা

৯২১. মাইমুন ইবনু জাবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি মুসলিম ইবনু ইয়াসারকে কখনও সালাতের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখিনি। সালাত সংক্ষিপ্ত হলেও না, দীর্ঘ হলেও না।"

---

[৪১১] সূরা বাকারা : আয়াত ২৩৮।

[৪১২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

[৪১৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৪১৪] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।

তিনি আরও বলেন, "একবার মাসজিদের একপাশ ধসে পড়ল। ফলে বাজারের লোকেরা আতংকিত হয়ে উঠল। কিন্তু মুসলিম ইবনু ইয়াসার মাসজিদে সালাতের মধ্যেই ছিলেন। কোনো দিকে তাকালেনই না।"[৪১৫]

সালাতের মধ্যে অন্তর আল্লাহর দিকে রাখা

৯২২. জাফর ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম ইবনু ইয়াসারের কাছে আলোচনা তোলা হলো যে, তিনি সালাতের মধ্যে একবারও এদিক-ওদিক তাকান না। তিনি বললেন, "তোমাদের কী ধারণা, (সালাতে) আমার অন্তর কোথায় থাকে?"[৪১৬]

জনমানুষের জন্য দুআ করা প্রসঙ্গে

৯২৩. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এমন-একটা যুগ আসবে যখন কোনো ব্যক্তি জনমানুষের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি নিজের জন্য দুআ করো। আমি সাড়া দেব। কিন্তু জনমানুষের জন্য দুআ করলে সাড়া দেব না। কারণ, আমি তাদের ওপর রাগান্বিত।"[৪১৭]

---

[৪১৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৯০, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪১৬] মুনকাতি সনদে বর্ণিত।

[৪১৭] হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

নবম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

বান্দা যখন আল্লাহর সামনে

নির্ভাবনায় সালাত পড়া

৯২৪. দামরাতা ইবনু হাবীব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "বুদ্ধিমান মানুষ তার প্রয়োজন পূরণে শ্রম ব্যয় করে। তারপর নির্ভাবনায় ও নিশ্চিন্ত মন নিয়ে সালাতে দাঁড়ায়।"[৪১৮]

মনোযোগ দিয়ে সালাত পড়ার ফজিলত

৯২৫. সিলাহ ইবনু আশইয়াম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يَذْكُرُ فِيهَا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، ثُمَّ سَأَلَ اللهَ شَيْئًا أَعْطَاهُ

"যে বান্দা এমনভাবে সালাত পড়ে যে সালাতের মধ্যে দুনিয়ার কোনো বিষয় মনে আনে না, সালাত শেষে সে আল্লাহর কাছে যা চাইবে তিনি তাকে তা-ই দেবেন।"[৪১৯]

---

[৪১৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদে কোনো সমস্যা নেই।

[৪১৯] হাদীসটির সনদ সহীহ, মুরসাল।

প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথন করে

৯২৬. আবূ হাযিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাদান মাসে মাসজিদের একটি তাঁবুতে ইতিকাফ করলেন। তাঁবুর দরজায় ছিল একটি চাটাই। তিনি চাটাই উঠিয়ে মাথা বের করে মানুষজনকে দেখতে পেয়ে বললেন,

إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ تَعَالَى، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.

"সালাত আদায়কারী তাঁর রবের সঙ্গে গোপনে কথা বলে। তাই মহান রবের সঙ্গে তোমরা কী কথোপকথন করছ, তা খেয়াল রেখো। আর কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে (মতবিরোধ করে) একে অপরকে পরিত্যাগ করো না।"[৪২০]

সালাতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ

৯২৭. উকবা ইবনু আমির জুহানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً غَيْرَ سَاهٍ، وَلَا لَاهٍ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ شَيْءٍ.

"যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওজু করবে, তারপর (মনোযোগ দিয়ে) এমনভাবে সালাত আদায় করবে যে, (ওই সালাতে) ভুলভ্রান্তি ও অনর্থক কাজ হবে না, তা হলে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"[৪২১]

দুনিয়াবি কর্মকাণ্ড থেকে অবসর হয়ে সালাত আদায়

৯২৮. আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

"অতএব, যখনই তুমি অবসর পাও দাঁড়িয়ে যাও এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ করো।"[৪২২]

---

[৪২০] হাদীসটির সনদ সহীহ, মুরসাল। এবং এটি মুত্তাসিলরূপেও বর্ণিত হয়েছে। হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/২৬৫; তাহযীবুল কামাল, ৩৩/২১৮।

[৪২১] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/২৭৮, সনদ দঈফ।

[৪২২] সূরা ইনশিরাহ : আয়াত ৭-৮।

মানসুর ইবনুল মু'তামার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যখন তুমি দুনিয়াবি কর্মকাণ্ড থেকে অবসর হবে তখন সালাতে মগ্ন হও। আর প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করার অর্থ হলো, তোমরা নিয়ত ও সমস্ত চেতনাকে মহান রবের প্রতি নিবেদিত করো।"[৪২৩]

নিবিষ্টচিত্তে সালাত পড়া

৯২৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উদাসীন মন নিয়ে সারা রাত সালাত পড়ার চেয়ে একাগ্রচিত্তে দুই রাকআত সালাত পড়া উত্তম।" [৪২৪]

সালাতে বিনয় ও নম্রতা

৯৩০. আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী ও নম্র।" [৪২৫]

আবূ সিনান শাইবানি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, "(বিনয়ী হওয়ার অর্থ হলো) অন্তরে একাগ্রতা, মুসলিমের জন্য নিজেকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া এবং সালাতের মধ্যে কোনো দিকে না তাকানো।"[৪২৬]

বিনম্রতার অর্থ

৯৩১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"যারা নিজেদের সালাতে বিনম্র।"[৪২৭]

মানসুর ইবনুল মু'তামার থেকে বর্ণিত, এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ

---

[৪২৩] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ৩০/১৫২, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪২৪] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪২৫] সূরা মুমিনুন : আয়াত ২।

[৪২৬] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ৩/১৮, হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪২৭] সূরা মুমিনুন : আয়াত ২।

বলেছেন, "বিনম্রতা অর্থ হলো ধীরস্থিরতা।"[৪২৮]

ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করার নির্দেশ

৯৩২. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ধীরস্থিরতার সঙ্গে সালাত আদায় করো।"[৪২৯]

মহান রবের সামনে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়ানো

৯৩৩. সাফওয়ান ইবনু আমর থেকে বর্ণিত, মুহাজির নাব্বাল রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে একজন লোকের বাম হাতের ওপর ডান হাত বাঁধার কথা উল্লেখ করা হলো। তিনি বললেন, "তা কতই না উত্তম! সে মহান রবের সামনে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে।"[৪৩০]

সালাত যেভাবে পড়তে হবে

৯৩৪. ফজল ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَضَرَّعُ، وَتَخَشَّعُ، وَتَمَسْكَنُ، ثُمَّ تُقَنِّعُ يَدَيْكَ، يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ.

"সালাত হলো দুই রাকআত দুই রাকআত করে। প্রত্যেক দুই রাকআতে তাশাহহুদ পড়বে, বিনম্র হয়ে ধীরস্থিরভাবে সালাত শেষ করবে। তারপর দুই হাত ওপরের দিকে মেলে ধরবে। অর্থাৎ, দুই হাত কেবলামুখী করে তোমার রবের সামনে তুলে ধরবে, হাতের তালু তোমার চেহারার দিকে থাকবে। (হাত তুলে) বলবে, হে আমার রব, হে আমার রব...! কেউ যদি এমনটি না করে তবে তো তা বিরাট লোকসান।"[৪৩১]

---

[৪২৮] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ৩/১৮, সনদ সহীহ।

[৪২৯] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৩০] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৩১] তিরমিযি, ৩৮৫, সনদ দুর্বল। ইবনু সায়িদ বলেছেন, শু'বা এই হাদীস আবদু রাব্বিহি ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ফজল ইবনু আব্বাসের নাম উল্লেখ করেননি।

কোমল-হৃদয় বলতে যা বোঝায়

৯৩৫. আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কোমল-হৃদয় বলতে কাকে বোঝায়? তিনি বললেন,

الْخَاشِعُ الدَّعَّاءُ الْمُتَضَرِّعُ

"আল্লাহভীরু, আল্লাহর কাছে অধিক দুআকারী এবং বিনম্র।"

এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

"ইবরাহীম তো কোমলহৃদয় ও সহনশীল।"[৪৩২]-[৪৩৩]

সালাত শেষে দুআ

৯৩৬. ইসমাঈল ইবনু উমাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষে দুই হাত তুলতেন এবং হাত দুটিকে মিলিয়ে রাখতেন। তারপর এই দুআ বলতেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ.

"হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও—আমি আগে-পরে যা করেছি, যা গোপনে করেছি, আর যা করেছি প্রকাশ্যে, যেসব বিষয়ে আমি সীমালঙ্ঘন করেছি, সেসব বিষয় তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো; অগ্রসর করা ও পেছনে ঠেলে-দেওয়ার ক্ষমতা কেবল তোমারই, তুমি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই। সর্বময় কর্তৃত্ব তোমার এবং সকল প্রশংসাও তোমার।"[৪৩৪]

---

[৪৩২] সূরা তাওবা : আয়াত ১১৪।

[৪৩৩] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ৩৭/১১, হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৪৩৪] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান। মারফূরূপে সহীহ সনদেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদ, সুনান, হাদীস নং ১৪৯৫।

আল্লাহর রহমত সামনা-সামনি চলে আসা

৯৩৭. আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يُحَرِّكَنَّ الْحَصَى.

"কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, আল্লাহর রহমত তার সামনা-সামনি হয়। তাই সে যেন ছোটো পাথরও না সরায়।"[৪৩৫]

আল্লাহ তাআলা বান্দার সামনেই থাকেন

৯৩৮. আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ.

"বান্দা যতক্ষণ সালাতে থাকে এবং কোনো দিকে না তাকায়, ততক্ষণ আল্লাহ তাআলা তার সামনেই থাকেন। সে চেহারা ঘুরিয়ে নিলে আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।"[৪৩৬]

সালাতে আল্লাহর মুখোমুখি দাঁড়ানো

৯৩৯. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম তাইমি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "বান্দা সালাতে যতক্ষণ কোনো দিকে না তাকায়, আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সামনা-সামনি থাকেন।"[৪৩৭]

মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম বলেন, "যে ব্যক্তি আমাকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন, ঠিক মূর্তির মতো (স্থির হয়ে) থাকতেন।"

অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনয়

৯৪০. মা'মার একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব

---

[৪৩৫] মুসনাদ আহমাদ, ৫/১৫০, হাদীসটির সনদ হাসান।

[৪৩৬] মুসনাদ আহমাদ, ৫/১৫০; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১/২৩৬, সনদ হাসান।

[৪৩৭] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।

রহিমাহুল্লাহ একজন লোককে সালাতে অনর্থক নড়াচড়া করতে দেখলেন। বললেন, "লোকটার অন্তর যদি বিনীত হতো তা হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিনীত হতো।"[৪৩৮]

সালাতে একাগ্রতা

৯৪১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

"যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।"[৪৩৯]

আবুল খাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকবা ইবনু আমির জুহানি রদিয়াল্লাহু আনহু-কে এই আয়াত সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করলাম—সাধারণত যারা সালাত পড়ে, তাদের কথাই কি বলা হচ্ছে এখানে? তিনি বললেন, না, বরং ওই ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে যারা সালাত পড়ার সময় ডানে তাকায় না, বায়ে তাকায় না এবং পেছনেও তাকায় না[৪৪০]

ফরজ সালাত দাঁড়িপাল্লার মতো

৯৪২. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَثَلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَالْمِيزَانِ، مَنْ أَوْفَى اسْتَوْفَى.

"ফরজ সালাত হলো দাঁড়িপাল্লার মতো, যে পূর্ণ আদায় করবে সে পূর্ণ (সাওয়াব) পাবে।" [৪৪১]

সালাত হলো পরিমাপক যন্ত্র

৯৪৩. আবূ আমর আবদি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে সালাতে এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, "সালাত হলো তোমার দাঁড়িপাল্লা। এখন

---

[৪৩৮] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪৩৯] সূরা মাআরিজ : আয়াত ২৩।

[৪৪০] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৪১] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

তা পূর্ণ করবে, নাকি কম দেবে—নিজেই সিদ্ধান্ত নাও।"[৪৪২]

পূর্ণ দিলে, পূর্ণ পাবে

৯৪৪. সালিম ইবনু আবিল জা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "সালাত হলো পরিমাপযন্ত্র। যে পূর্ণ দেবে, তাকেও পূর্ণ দেওয়া হবে। আর যে কম দেবে, তবে তো তোমরা জানোই যারা ওজনে কম দেয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কী বলেছেন।"[৪৪৩]

---

[৪৪২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৪৪৩] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মুমিনের গুণাবলি

ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত

৯৪৫. আবূ জামরাহ দুবায়ি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বললাম, আমি দ্রুত পড়তে ও কথা বলতে পারি। তিনি বললেন, "গোটা কুরআন (দ্রুতবেগে) তিলাওয়াত করার চেয়ে (ধীরে ধীরে)তারতীলের সঙ্গে সূরা বাকারা পাঠ করা আমার কাছে উত্তম।" [৪৪৪]

চিন্তা-ভাবনা করে কুরআন পাঠ

৯৪৬. জনৈক ব্যক্তি যাইদ ইবনু সাবিত রদিয়াল্লাহু আনহু-কে এক সপ্তাহে কুরআন খতমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আমি বিশ দিনে অথবা আধা মাসে কুরআন পাঠ করে খতম করি। সাত দিনে পাঠ করে শেষ করার চেয়ে এটাই আমার কাছে উত্তম। কেন জানো? কারণ, আমি ধীরে ধীরে পাঠ করি এবং ভাবনা-চিন্তা করি।"[৪৪৫]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাত

৯৪৭. ইয়ালা ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা-কে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাতে কুরআন-পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তাঁর সালাত সম্পর্কে তোমরা কী (জানতে চাও)?

---

[৪৪৪] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৪৫] হাদীসটির সনদ মু'দাল, মাওকুফ।

তিনি সালাত পড়তেন, তারপর যতটুক সময় সালাত পড়েছেন ততটুকু ঘুমাতেন। তারপর যতটুকু ঘুমিয়েছেন ততটুকু সময় সালাত পড়তেন। তারপর যতটুক সালাত পড়েছেন ততটুকু ঘুমাতেন। এমনই ছিল তাঁর সালাত। এভাবে ভোর হয়ে যেত। এরপর উম্মু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তিলাওয়াত কীরূপ ছিল তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, তিনি ধীরে ধীরে প্রতিটি হরফ উচ্চারণ করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[৪৪৬]

কুরআন-পাঠ করেও না করা

৯৪৮. মুসলিম ইবনু মিখরাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, কিছু লোক এক রাতে পুরো কুরআন একবার, এমনকি দুই-তিন বারও তিলাওয়াত করে ফেলে। (তাদের সম্পর্কে আপনার মত কী?) আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তারা কুরআন পাঠ করেছে, আবার করেওনি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত সালাত পড়তেন। সূরা বাকারা, আ ল ইমরান এবং নিসা তিলাওয়াত করতেন। যে আয়াতে সুসংবাদ আছে, সেখানে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন ও আশা পোষণ করতেন। আবার যে আয়াতে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে, সেখানে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন ও তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।"[৪৪৭]

যখন তিলাওয়াত করা না-করার সমান

৯৪৯.শা'বি থেকে বর্ণিত। আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা একজন লোককে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। লোকটি খুব দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করছিল। তিনি বললেন, "লোকটি কুরআনও তিলাওয়াত করছে না, চুপও থাকছে না।"[৪৪৮]

অনুধাবন-সহ তিলাওয়াত

৯৫০. শা'বি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কুরআন পাঠ করার সময় নিজের কানকে স্পষ্টভাবে শুনিয়ে পাঠ করবে। আর হৃদয় দিয়ে তা অনুধাবন করবে। জিহ্বা আর অন্তরের মধ্যবর্তী মাপকাঠিই তো কান।"[৪৪৯]

---

[৪৪৬] হাদীসটির সনদ হাসান।

[৪৪৭] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/২৭২, সনদ হাসান।

[৪৪৮] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪৪৯] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে কুরআন তিলাওয়াত

৯৫১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"শ্রেষ্ঠ কে? যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, সে? নাকি যে কিয়ামাতের দিন নিরাপদ থাকবে, সে?"[৪৫০]

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, "এক ব্যক্তি একজন মুহাজির সাহাবিকে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলেন, তিনি আয়াতটি বারবার পড়ছিলেন এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছিলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি শোনোনি আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'আর কুরআন তিলাওয়াত করো তারতীলের সাথে।'[৪৫১] (ধীরে ধীরে এবং স্পষ্ট করে পড়া) এটাই হলো তারতীল।"[৪৫২]

আবদুল্লাহ ইবনু মা'কিলের ইবাদাত

৯৫২. হাকাম ইবনু উতাইবা বলেছেন, আমি বড়ো মাসজিদটিতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ ইবনু মা'কিলের কাছে আসতাম। তাঁর পাশে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনতাম তিনি কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন। যে-কেউ চাইলেই তাঁর কাছ থেকে কুরআন শিখতে পারত। তিনি বড়ো মাসজিদে যোহর থেকে আসর এবং মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত সালাত পড়তেন। সকাল থেকে দুপুরের কাছাকাছি সময় পর্যন্তও সালাত পড়তেন। তারপর পরিবারের কাছে এসে দুপুরে বিশ্রাম নিতেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার বেরিয়ে যেতেন। মানুষ তাঁর নাম দিয়েছিল 'মুহসার'। একদল লোক তার মতো (আমল) করতে শুরু করত, কিন্তু মাঝখানে ছেড়ে দিত, অথচ তিনি তাঁর অবস্থাতেই থাকতেন।"[৪৫৩]

সালাতে দীর্ঘসময়

৯৫৩. ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর একজন সঙ্গী বলেছেন, "একদিন মাসজিদে এসে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদকে

[৪৫০] সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ৪০।
[৪৫১] সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ৪।
[৪৫২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৪৫৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

রুকূ অবস্থায় দেখতে পেলাম। মাসজিদের কামরাগুলো খুলে দিতে লাগলাম আমি। কাজ শেষ করে দেখলাম তিনি রুকূ অবস্থাতেই আছেন।"

অথবা তিনি বলেছেন, "আমি (রুকূ থেকে মাথা) তুললাম; কিন্তু তিনি তুললেন না।" [৪৫৪]

দিনের বেলায় নফল সালাত

৯৫৪. ফুদাইল ইবনু আমরের ভাই আবূ মুহাম্মাদ বলেন, আমি সকালবেলা ইবরাহীম নাখঈ-র কাছে আসতাম। এ সময় তিনি বাড়িতে সালাত পড়তেন। একবার বললাম, হে আবূ ইমরান, আপনি যে এই সময়ে সালাত পড়েন, মানুষ তো এটা পছন্দ করে না। তিনি বললেন, আমি রাতের বেলা যে (নফল) সালাত পড়তাম তা পড়ি না, এটাই আমাকে দিনের বেলা সালাত পড়তে উদ্‌বুদ্ধ করে।"[৪৫৫]

কেবল দুই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা

৯৫৫. সালিম ইবনু আবদিল্লাহ আনহুমা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ،
وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ

"কেবল দুই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা যায় : ১. আল্লাহ তাআলা যাকে সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা থেকে রাত-দিন (ভালো কাজে) খরচ করে। ২. আল্লাহ তাআলা যাকে এই কুরআন দিয়েছেন, ফলে সে রাত-দিন সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করে।"[৪৫৬]

যাদের প্রতি ঈর্ষা করা যায়

৯৫৬. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈর্ষা পোষণ করা যায় : ১. আল্লাহ তাআলা যাকে কুরআন শিখিয়েছেন এবং সে তা তিলাওয়াত করে ও তার ওপর আমল

---

[৪৫৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৪৫৫] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৫৬] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, ৭৩; মুসলিম, ২০১।

করে। ২. আল্লাহ তাআলা যাকে সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তার সম্পদ দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে ও আল্লাহর পথে ব্যয় করে। ফলে ঈর্ষা-পোষণকারী ব্যক্তি বলতে থাকে, আল্লাহ তাআলা অমুককে যেমন (নেক কাজের তাওফীক) দিয়েছেন, আমাকেও অনুরূপ দান করুন।

চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি তোমাকে দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে দুনিয়ার কোনো-কিছু হাতছাড়া হয়ে গেলেও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না : ১. উত্তম আচার-আচরণ; ২. হালাল খাদ্য; ৩. সত্য কথা বলা; ৪. আমানত রক্ষা করা।" [৪৫৭]

যাদের প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ

৯৫৭. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

"দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈর্ষা-পোষণ করা বৈধ : ১. যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন এবং সেই সম্পদ ভালো কাজে ব্যয় করার তাওফীক দিয়েছেন। ২. যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দিয়েছেন এবং সে ওই প্রজ্ঞা দিয়ে ফয়সালা করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়।" [৪৫৮]

কুরআনে বর্ণিত মুমিনের গুণাবলি

৯৫৮. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

"রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।"

জাফর ইবনু হাইয়ান বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তাঁরা হলেন কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্যশীল।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

[৪৫৭] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/২৫৬, সনদ হাসান, মাওকুফ।
[৪৫৮] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, ৭৩, ১৩৪৩; মুসলিম, ২০১, ২৬৮।

"অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সম্বোধন করে, তারা বলে 'সালাম'।"[৪৫৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "(আল্লাহর বান্দাদের) প্রতি অজ্ঞতা দেখালে তারা সহনশীলতার পরিচয় দেন। এভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তাঁদের দিন কাটে। আর রাত তো আরও শ্রেষ্ঠ।"

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেছেন,

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

"এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশে সাজদাবনত ও দণ্ডায়মান থেকে।"[৪৬০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, "তাঁদের রাতগুলো এমনই, এ সময় তাঁরা আল্লাহর সান্নিধ্যে প্রবেশ করেন, (গভীর ঘুমে তলিয়ে যান না)।"[৪৬১]

কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়ার পর তাহাজ্জুদ পড়া

৯৫৯. আলকামা ও আসওয়াদ বলেছেন, "তাহাজ্জুদ পড়তে হয় কিছু সময় ঘুমিয়ে নেওয়ার পর।"[৪৬২]

রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত সালাত দীর্ঘ করা

৯৬০. আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

"তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়।"[৪৬৩]

মুবারাক ইবনু ফুযালা থেকে বর্ণিত, এর ব্যাখ্যায় হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, "তাঁরা রাতে অল্প সময়ই ঘুমাতেন।"

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন,

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ "রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।"[৪৬৪]

---

[৪৫৯] সূরা ফুরকান : আয়াত ৬৩।
[৪৬০] সূরা ফুরকান : আয়াত ৬৪।
[৪৬১] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৪৬২] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৪৬৩] সূরা যারিয়াত : আয়াত ১৭।
[৪৬৪] সূরা যারিয়াত : আয়াত ১৮।

হাসান বসরি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তাঁরা রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত সালাতকে দীর্ঘ করতেন এবং শেষ প্রহরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় মগ্ন হতেন।"[৪৬৫]

রাতের বেলায় কষ্ট ও ক্লেশ সহ্য করা

৯৬১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

"তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়।"[৪৬৬]

কাতাদা থেকে বর্ণিত, এই আয়াতটির ব্যাখ্যায়[৪৬৭] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তাঁর রাতের বেলা (না ঘুমিয়ে) কষ্ট ও ক্লেশ সহ্য করতেন।"

প্রতিরাতেই কুরআন তিলাওয়াত

৯৬২. সায়িব ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে শুরাইহ হাদরামির কথা উল্লেখ করা হলো। তিনি বললেন,

ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ

"সে তো কুরআন তিলাওয়াত বাদ দিয়ে ঘুমাতেই যায় না।"[৪৬৮]

ইবনু সায়িদ বলেছেন, لَا يَتَوَسَّدُ -এর অর্থ এই যে, তিনি কুরআন ফেলে রেখে ঘুমান না।

ধারাবাহিক আমল ছেড়ে দেওয়া ভালো নয়

৯৬৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

"হে আবদুল্লাহ ইবনু আমর, এক লোক একসময় রাত জেগে সালাত পড়ত,

---

[৪৬৫] হাদীসটির সনদ হাসান, মাওকুফ।
[৪৬৬] সূরা যারিয়াত : আয়াত ১৭।
[৪৬৭] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৪৬৮] সনদ সহীহ। সহীহ সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ১৬৮৩।

পরে সে অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। তুমি তার মতো হোয়ো না।"[৪৬৯]

তিন ধরনের বান্দার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আল্লাহর অপেক্ষা

৯৬৪. আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ধরনের বান্দার উদ্দেশে আল্লাহ হাসেন এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সানন্দে অপেক্ষা করেন। ১. যে বান্দা রাত জাগে, বিছানা ও শয়নকক্ষ ত্যাগ করে, ভালোভাবে ওজু করে, তারপর সালাতে দাঁড়িয়ে যায়। তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, কীসে আমার এই বান্দাকে তার এই আমল করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে? ফেরেশতারা বলে, আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ বলেন, আমি তা জানি। তবে তোমরাও বলো। ফেরেশতারা বলেন, আপনি তাকে কোনো ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন, তাই সে ভীত হয়েছে। কোনো বিষয়ের আশা দিয়েছেন, তাই সে আশান্বিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, সে যে ভয়ে ভীত তা থেকে আমি তাকে স্বস্তি দিয়েছি। সে যা কিছুর আশা করে তার জন্য তা আবশ্যক করে দিয়েছি। ২. যে বান্দা কোনো যুদ্ধে রয়েছে; (যুদ্ধে) সবাই শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে, তার সঙ্গীরা পরাজিত হয়েছে; কিন্তু নিহত হওয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহ বিজয় দান করা পর্যন্ত সে শত্রুর সামনে দৃঢ়পদ থেকেছে। ৩. যে বান্দা যুদ্ধে বেরিয়েছে, শেষ রাতে সে ও তার সঙ্গীরা শিবির স্থাপন করেছে। তার সঙ্গীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু সে সালাতে দাঁড়িয়ে গেছে।[৪৭০]

সাজদা-করা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে

৯৬৫. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমাকে জানানো হয়েছে যে, বান্দা যখন সাজদাবনত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দার দিকে তাকিয়ে দেখো, তার আত্মা আমার কাছে এবং তার দেহ আমার আনুগত্যে (সমাহিত)।"[৪৭১]

শ্রেষ্ঠ সালাত ও শ্রেষ্ঠ সাওম

৯৬৬. হুমাইদ ইবনু আবদির রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু

---

[৪৬৯] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, ১১০১; মুসলিম, ১৮৫।

[৪৭০] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৪৭১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৮০, মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ.

"ফরজ সালাতের পর শ্রেষ্ঠ সালাত হলো কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের সালাত)। রমাদান মাসের সাওমের পর শ্রেষ্ঠ সাওম হলো মুহাররমের সাওম।"[৪৭২]

রাতের একটি বিশেষ মুহূর্ত

৯৬৭. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

"রাতের এমন-একটি মুহূর্ত আছে, কোনো মুসলিম বান্দা যদি সেই সময়ে আল্লাহর কাছে কল্যাণকর কিছু চায়, আল্লাহ তাকে তা-ই দান করেন। এরকম মুহূর্ত প্রত্যেক রাতেই আছে।"[৪৭৩]

যে সময়ে সালাত পড়া সবচেয়ে উত্তম

৯৬৮. আবূ মুসলিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাতে কোন সময়ে সালাত পড়া সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, একই কথা আমিও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন,

نِصْفُ اللَّيْلِ - أَوْ آخِرُ اللَّيْلِ، شَكَّ عَوْفٌ - وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ.

"রাতের মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে। কিন্তু খুব কম মানুষই তা করে থাকে।"[৪৭৪]

(মধ্য নাকি শেষ প্রহর বলেছেন), তা আউফ মনে করতে পারেননি।

---

[৪৭২] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত। সহীহ সনদে মুত্তাসিলরূপেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনু সায়িদ বলেছেন, হুমাইদ ইবনু আবদির রহমান আল-হিময়ারি বসরার অধিবাসী। তিনি একজন তাবিয়ি। তিনি ইবনু আউফ নন। মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯; নাসাঈ, সুনান, হাদীস নং ১৩১৩।

[৪৭৩] মুসলিম, হাদীস নং ১৭৫; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ৪/৬৭, সনদ সহীহ।

[৪৭৪] হাদীসটির সনদ হাসান।

দশম অধ্যায়

মিসওয়াকের ফজিলত

মিসওয়াক-সহ ওজু করার ফজিলত

৯৬৯. ইবনু শিহাব যুহরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فَتَوَضَّأَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، وَاسْتَنَّ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، أَطَافَ بِهِ مَلَكٌ، وَدَنَا مِنْهُ، حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي فِيهِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَنَّ أَطَافَ بِهِ، وَلَمْ يَضَعْ فَاهُ عَلَى فِيهِ

"বান্দা যদি রাতের বেলা জেগে উঠে বা দিনের বেলা ওজু করে এবং ভালোভাবে ওজু করে, মিসওয়াক করে, তারপর সালাতে দাঁড়ায়, তা হলে একজন ফেরেশতা তাকে তাওয়াফ করেন এবং তার নিকটবর্তী হন। এমনকি তার মুখের ওপর তাঁর মুখ রাখেন। সে ফেরেশতার মুখের মধ্যেই (কুরআন) পাঠ করে। (ওজুর সঙ্গে) মিসওয়াক না করলে ফেরেশতা তাকে তাওয়াফ করেন বটে, কিন্তু মুখ তার মুখের ওপর রাখেন না।"

ইবনু শিহাব যুহরি বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসওয়াক না করে কখনও সালাতে দাঁড়াতেন না।[৪৭৫]

বান্দার মুখের ওপর ফেরেশতার মুখ

৯৭০. আবূ আবদুর রহমান সুলামি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু মিসওয়াক করার উৎসাহ দিয়ে বললেন, "কোনো বান্দা যখন (মিসওয়াক করে) সালাত পড়তে দাঁড়ায়, ফেরেশতা কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য তাঁর কাছে আসেন। কাছে আসতে আসতে বান্দার মুখের ওপর তাঁর মুখ রাখেন। বান্দা যে আয়াতই তিলাওয়াত করে তা গিয়ে ফেরেশতার পেটে পড়ে।"[৪৭৬]

এসব কথা বলে লোকদেরকে তিনি মিসওয়াক করতে উদ্‌বুদ্ধ করলেন।

যখন দুই রাকআত সালাত সত্তর রাকআত সালাত থেকে উত্তম

৯৭১. হাসসান ইবনু আতিয়্যা বলেন, এ কথা বলা হতো যে, "মিসওয়াক না করে সত্তর রাকআত সালাত পড়ার চেয়ে মিসওয়াক করে দুই রাকআত সালাত পড়া উত্তম।"[৪৭৭]

দীর্ঘ সময় ধরে মিসওয়াক

৯৭২. উকাইল ইবনু খালিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইবনু শিহাব যুহরি রহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ সময় ধরে মিসওয়াক করতেন।"[৪৭৮]

তিনবার মিসওয়াক

৯৭৩. নাফি' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা ঘুমাতে যাওয়ার আগে, সকালে এবং ঘুম থেকে জাগার পর মিসওয়াক করতেন।"[৪৭৯]

---

[৪৭৫] হাদীসটির সনদ সহীহ, মুরসাল।

[৪৭৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত। ইবনু সায়িদ বলেছেন, ফুদাইল ইবনু সুলাইমান নুমাইরি হাদীসটি মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন।

[৪৭৭] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৭৮] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৭৯] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

খাওয়ার আগে দাঁত মাজা

৯৭৪. আবদুল্লাহ ইবনু দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা মিসওয়াক করা ছাড়া কোনো খাবার খেতেন না। তিনি বলতেন, এসব আমল যদি পুনরায় করতে পারতাম তা হলে যতটা ভালো লাগত, দুটো দাস পেলেও সেরকম লাগত না।"[৪৮০]

[৪৮০] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ। ইবনু সায়িদ বলেছেন, হাদীসটি উমর ইবনু সাঈদ আস-সাওরি আবদুল্লাহ ইবনু দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

রাতের প্রিয় কাজ

অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নিজে ওজু করা

৯৭৫. হাসান ইবনু হাকীম সাকাফি বলেন, আবূ বারযাহ আসলামির দাসী ছিলেন আমার মা। তিনি বলেছেন, "আবূ বারযাহ গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে নিজে নিজেই ওজু করতেন। কোনো খাদেমকে জাগাতেন না, অথচ তিনি ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ। তারপর সালাতে দাঁড়াতেন।"[৪৮১]

ঘুমন্তদের বিরক্ত না করা

৯৭৬. যুবাইর ইবনু আবদিল্লাহর দাদি ছিলেন উসমান ইবনু আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর খাদেমা। তিনি বলেন, "উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরিবারের ঘুমন্ত কাউকে জাগাতেন না। কাউকে জাগ্রত পেলে তাকে ডাক দিয়ে ওজুর পানি আনাতেন। সাওম রাখতেন দিনের-পর-দিন।"[৪৮২]

চার বা পাঁচবার কিয়ামুল লাইল করা

৯৭৭. আমর ইবনু মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ

[৪৮১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৪৮২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর পাথরের নির্মিত[৪৮৩] বিশাল পাত্র ছিল। তাতে পানি থাকত। তিনি তা থেকে ওজু করে সালাতে দাঁড়াতেন এবং যতটুকু সম্ভব সালাত পড়তেন। তারপর বিছানায় গিয়ে পাখির ঘুমের মতো সামান্য পরিমাণ ঘুমাতেন। জেগে উঠে আবার ওজু করে সালাতে দাঁড়াতেন। আবারও একইভাবে অল্প একটু ঘুমিয়ে উঠতেন। এভাবে এক রাতে কিয়ামুল লাইল করতেন চার-পাঁচ বার।"[৪৮৪]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাতের সালাত

৯৭৮. ইসহাক ইবনু আবী তালহা থেকে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি চিন্তা করলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাত ভালোভাবে লক্ষ করবেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত পড়ে শুয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর উঠে প্রাকৃতিক কাজ সারলেন। তারপর তার বাহনের পেছন থেকে মিসওয়াক নিলেন। এরপর মিসওয়াক করলেন ও ওজু করলেন (তারপর সালাতে দাঁড়ালেন)। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, রাতের কত অংশ কেটে গেল, টেরও পেলাম না। অথচ এর মাঝে একবারও তাঁকে রুকূ করতে দেখিনি। ততক্ষণে আমার চোখে ঘুমের পাহাড় চেপে বসেছে।"[৪৮৫]

নবিজির তাসবীহ

৯৭৯. রবীআ ইবনু কা'ব আসলামি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুজরার পাশে রাত কাটাতাম। তিনি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলে আমি টের পেতাম। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ এই তাসবীহ পড়তেন سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ; তারপর দীর্ঘক্ষণ পড়তেন سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ "আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত; প্রশংসা কেবল তাঁরই"।"[৪৮৬]

---

[৪৮৩] বিশাল পাথরে খোদাই করে তৈরি করা পাত্র।

[৪৮৪] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৮৫] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৮৬] হাদীসটির সনদ সহীহ।

ঘুম যখন ইবাদাত

৯৮০. আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِن امْرِئٍ يَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَغْلِبُهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ، إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

"কারও যদি রাতের বেলা সালাত পড়ার অভ্যাস থাকে, কিন্তু কখনও তাকে ঘুম পরাস্ত করে ফেলে (এবং সে ঘুমিয়েও থাকে) তা হলে তার জন্য ওই সালাতের সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে। আর ঘুমটা হলো তার জন্য সদাকা।"[৪৮৭]

ঘুম যখন সদাকা

৯৮১. সুওয়াইদ ইবনু গাফালা থেকে বর্ণিত, আবূ যর গিফারি অথবা আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহুম বলেছেন, "কেউ যদি রাত জেগে কিছু সময় সালাত পড়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে, কিন্তু গভীর ঘুমের কারণে উঠতে না পারে, তা হলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য ওই সালাতের সাওয়াব লিখে দেবেন। আর ঘুমটা হলো তার জন্য সদাকা। আল্লাহ তাকে এই সদাকা দিয়েছেন।"[৪৮৮]

সালাতের নিয়ত করে ঘুমিয়ে পড়লে

৯৮২. সুওয়াইদ ইবনু গাফালা থেকে বর্ণিত, আবূ যর গিফারি অথবা আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহুম বলেছেন, "কেউ যদি রাত জেগে সালাত পড়ার নিয়ত করে ঘুমিয়েও থাকে, তা হলে ঘুমটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সদাকা। আর সে যে সালাতের নিয়ত করেছে, তার সাওয়াব তার নামে লিখে দেওয়া হবে।"[৪৮৯]

দুনিয়াতে অপরিসীম রিযক অর্জনের উপায়

৯৮৩. আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ওজু ভঙের কারণ ছাড়াই ওজু করে, ঘরে ঘরে গিয়ে পর-নারীদের সঙ্গে দেখা করে না, হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন করে, তাকে দুনিয়াতে অসীম

---

[৪৮৭] হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪৮৮] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৮৯] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

রিযক দান করা হয়।"[৪৯০]

ওজু অবস্থায় থাকার গুরুত্ব

৯৮৪. জাসসাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনু হুরাইস রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "হাদীস থেকে জেনেছি যে, যে ব্যক্তি সব সময় পবিত্রতা বজায় রাখে (ওজু অবস্থায় থাকে) সে ধৈর্যশীল রোজাদারের মতোই।"[৪৯১]

পবিত্রাবস্থায় রাত যাপন করার ফজিলত

৯৮৫. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، لَا يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

"যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় রাত যাপন করে, তার চুলের মধ্যে একজন ফেরেশতাও রাত যাপন করেন। সে রাতের বেলা যখনই জেগে ওঠে, ওই ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ, তুমি তোমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। সে তো পবিত্র অবস্থায় রাত যাপন করেছে।" [৪৯২]

পবিত্র অবস্থায় সাজদা করার অনুমতি

৯৮৬. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে তার প্রাণ নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে রওয়ানা দেওয়া হয় এবং আরশে পৌঁছে দেওয়া হয়। সে পবিত্র অবস্থায় থাকলে তাকে সাজদার অনুমতি দেওয়া হয়। অপবিত্র অবস্থায় থাকলে সাজদার অনুমতি দেওয়া হয় না।"[৪৯৩]

অপরাহ্নের সালাতের সঙ্গে রাতের সালাতের সামঞ্জস্য

৯৮৭. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "দিনের সালাতের সঙ্গে রাতের সালাতের সামঞ্জস্য রাখতেন।"[৪৯৪]

---

[৪৯০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৪৯১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৪৯২] ইবনু হিব্বান, সহীহ, হাদীস নং১০৫১, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৪৯৩] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪৯৪] হাদীসটির সনদ হাসান, মাওকুফ।

রাতের বেলা কুরআন পড়তে না পারলে করণীয়

৯৮৮. আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "কেউ রাতের বেলা কুরআনের যে অংশ নিয়মিত পড়ে, (কখনও) তা না পড়ে বা তার কিছু অংশ না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে তা যেন ফজর ও যোহরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নেয়। তা হলে রাতে পড়ার মতোই সাওয়াব পাবে।"[৪৯৫]

রাতের বেলা কুরআন-পাঠ ছুটে গেলে করণীয়

৯৮৯. আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "রাতের বেলা কেউ কুরআনের যে অংশ পড়ে, তা একদিন কিছুটা ছুটে যেতে পারে। সে যদি তা সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে যোহরের সালাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়ে নেয়, তা হলে তার যেন রাতের কুরআন পাঠ ছুটেইনি।" অথবা বলেছেন, "সে যেন তা পূর্ণ করে নিল।"[৪৯৬]

রাতের বেলায় নফল সালাত ছুটে গেলে

৯৯০. হুমাইদ ইবনু আবদির রহমান থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "কারও যদি রাতের বেলার নির্ধারিত নফল সালাত ছুটে যায় এবং সে তা যোহরের সালাতের আগে আদায় করে নেয়, তবে তা রাতের সালাতেরই সমান হবে।"[৪৯৭]

রাতের নফল সালাত দিনের বেলায় পড়ে নেওয়া

৯৯১. সা'দ ইবনু ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "(রাতের সালাত ছুটে গেলে) সে যেন তা দুপুরে সূর্য হেলে যাওয়ার পর পড়ে নেয়।"[৪৯৮]

---

[৪৯৫] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ। মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম, ১৭১।

[৪৯৬] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৯৭] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৯৮] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

প্রতিদিনের নফল সালাত

যোহরের সালাতের আগে নফল সালাত আদায়

৯৯২. সা'দ ইবনু ইবরাহীম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আবদুর রহমান ইবনু আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু যোহরের সালাতের আগে দীর্ঘ সালাত পড়তেন। যোহরের আযান শোনার পর ভালো করে কাপড় পরে বেরিয়ে যেতেন।"[৪৯৯]

যোহরের সালাতের আগে দীর্ঘ সময় নিয়ে সালাত

৯৯৩. আবূ সালামা ইবনু আবদির রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবদুর রহমান ইবনু আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু যোহরের সালাতের আগে তাসবীহ পাঠ করতেন। তারপর দীর্ঘ সময় নিয়ে অতিরিক্ত চার রাকআত সালাত পড়তেন। আমার তো মনে হয়, তিনি কোনো কোনো রাকআতে সূরা বাকারাও পড়েছেন।"[৫০০]

---

[৪৯৯] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৫০০] হাদীসটির সনদ হাসান, মাওকুফ।

সূর্য হেলে যাওয়ার পর নফল সালাত

৯৯৪. মুনকিয ইবনু কাইস বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা দুপুরে সূর্য হেলে যাওয়ার সময় চার রাকআত বা ছয় রাকআত সালাত পড়তেন। যোহরের প্রথম আযানের সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ করতেন; কখনও কখনও শেষ করতেন আযানের পর।"[৫০১]

সূর্য হেলে পড়ার পর মাসজিদে গমন

৯৯৫. উমর ইবনু মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা সূর্য হেলে পড়ার পর মাসজিদে চলে গিয়ে সালাত পড়তেন। এটা ছিল তাঁর নিয়মিত সালাত। যোহরের সালাতের আগে তা আদায় করে নিতেন। আর আগে পড়তে না পারলে পরে আদায় করতেন।"[৫০২]

দুপুরের সালাতের প্রতি ভালোবাসা

৯৯৬. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমাদের সঙ্গীদের কাছে দুপুরের সালাত ছিল সবচেয়ে প্রিয়।"[৫০৩]

রাত জেগে সালাত পড়তে না পারলে করণীয়

৯৯৭. আবূ আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মাগরিবের সালাত শেষে এমনভাবে (নফল) সালাত পড়বে, যেন ওই রাতে আর (নফল) সালাত পড়ার ইচ্ছাই নেই। এরপরও যদি কিয়ামুল লাইল-এর সুযোগ পাও, তা হলে তো কল্যাণ অর্জনের সুযোগ পেয়ে গেলে। আর রাতে ওঠার তাওফীক না পেলেও সমস্যা নেই, রাতের শুরুতে তো সালাত পড়েছই।"[৫০৪]

চার রাকআত সুন্নত ছুটে গেলে করণীয়

৯৯৮. ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "(পূর্বসূরিদের) যোহরের সালাতের আগে চার রাকআত সালাত ছুটে গেলে যোহরের সালাতের পরবর্তী

---

[৫০১] হাদীসটির সনদ হাসান, মাওকুফ।
[৫০২] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৫০৩] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৫০৪] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

দুই রাকআত সুন্নতের পর তারা তা পড়ে নিতেন।”[৫০৫]

মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সালাত পড়ার নির্দেশ

৯৯৯. সুলাইমান তাইমি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোলাম উবাইদকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ফরজ সালাত ছাড়া অন্য-কোনো সালাতের নির্দেশ দিতেন? তিনি বললেন, “তিনি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সালাত পড়ার নির্দেশ দিতেন।”[৫০৬]

আল্লাহ-অভিমুখী বান্দাদের সালাত

১০০০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.

“মাগরিব থেকে ইশার সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে (নফল) সালাত হলো অতিশয় আল্লাহ-অভিমুখী বান্দাদের সালাত।”[৫০৭]

মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নিভৃতে সালাত আদায়

১০০১. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “অতিশয় আল্লাহ-অভিমুখী বান্দাদের সালাত হলো মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নিভৃতে সালাত, যতক্ষণ না মানুষ ইশার সালাতের জন্য (পুনরায় মাসজিদে) ফিরে আসে।”[৫০৮]

নির্জনে ও নিভৃতে সালাত

১০০২. আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “আমি যখনই ওই সময়ে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসেছি, তাঁকে সালাতে পেয়েছি। আমি তাঁকে ওই ব্যাপারে জিজ্ঞেস

---

[৫০৫] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৫০৬] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/২২৯। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৫০৭] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৫০৮] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

করলাম। তিনি বললেন, তা কতই না নির্জন ও নিভৃতিময় সময়।” তিনি ‘ওই সময়ে’ বলতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় বুঝিয়েছেন।[৫০৯]

মাগরিবের সালাতের পর চার রাকআত নফল সালাত

১০০৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “কেউ যদি মাগরিবের সালাতের পর চার রাকআত নফল সালাত নিয়মিত পড়ে, তবে সে এক যুদ্ধ শেষে আরেক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর মতোই।”[৫১০]

তাহাজ্জুদের বিকল্প

১০০৪. সাবিত বুনানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সালাত পড়তেন এবং বলতেন, “এটাই রাতের বেলা ঘুম থেকে ওঠে (সালাত আদায় করার মতো)।”[৫১১]

জান্নাতে প্রাসাদ পাওয়ার উপায়

১০০৫. আবদুল কারিম ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ رَكَعَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ

“মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে যে দশ রাকআত সালাত পড়বে, জান্নাতে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।” তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর রাসূল, তা হলে তো আমরা জান্নাতে অনেক প্রাসাদ ও ঘরবাড়ি বানিয়ে নিতে পারব। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, اللهُ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ “আল্লাহ তাআলাই অধিকতর ও সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।”[৫১২]

ইশার পর চার বা ছয় রাকআত

১০০৬. শুরাইহ ইবনু হানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা রদিয়াল্লাহু

---

[৫০৯] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫১০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল।
[৫১১] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫১২] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আনহা-কে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার পর বাদবাকি সালাত আগেভাগে না পড়ে একটু দেরি করে পড়তেন। এরপর আমার কাছে আসতেন। তারপর চার রাকআত বা ছয় রাকআত সালাত পড়তেন। আমি কখনও তাঁকে জমিনের ওপর কোনো-কিছুতে হেলান দিয়ে বসতে দেখিনি। তবে একটি বৃষ্টির দিনের কথা মনে আছে। আমরা তাঁর পেছনে চামড়ার একটি পাটি বিছিয়ে দিয়েছিলাম। এখনো চোখে ভাসে যে, তাতে একটি ফুটো থেকে পানি ঝরছিল।[৫১৩]

রাতের বেলা সতেরো রাকআত সালাত

১০০৭. আবদুল্লাহ ইবনু তাঊস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা সতেরো রাকআত সালাত পড়তেন।”[৫১৪]

তিন দিনে কুরআন খতমের অনুমতি

১০০৮. হাব্বান ইবনু ওয়াসি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, সা’দ ইবনুল মুনযির আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি তিন দিনে তিলাওয়াত করে শেষ করব? তিনি বললেন, “যদি পারো, করো।” বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন।[৫১৫]

এক রাকআতে পুরো কুরআন তিলাওয়াত

১০০৯. সুলাইমান ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনু আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু একদিন ইশার পর সালাতে দাঁড়ালেন এবং এক রাকআতে পুরো কুরআন তিলাওয়াত করে শেষ করলেন। এর আগেও সালাত পড়লেন না, পরেও না।”[৫১৬]

---

[৫১৩] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫১৪] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ। বুখারি, ৯৫০।

[৫১৫] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/২৬৮। হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

[৫১৬] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

এক রাকআতে কুরআন খতম

১০১০. আবদুর রহমান ইবনু উসমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি একদিন প্রতিজ্ঞা করলাম যে, রাতের ঘুমকে সালাত দিয়ে পরাজিত করেই ছাড়ব। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সফলও হলাম। দাঁড়িয়ে সালাত পড়ছিলাম। হঠাৎ কেউ একজন আমার পিঠে হাত রাখলেন। (সালাত শেষ করে) দেখলাম তিনি উসমান ইবনু আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি তখন খলিফাতুল মুসলিমীন। আমি সরে দাঁড়ালে তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই এক রাকআতে পুরো কুরআন তিলাওয়াত করে শেষ করলেন। এক রাকআতের বেশি পড়লেন না। সালাত শেষে তাঁকে বললাম, আমীরুল মুমিনীন, আপনি তো মাত্র এক রাকআত পড়েছেন। তিনি বললেন, এটাই বিতরের সালাত।"[৫১৭]

এক রাকআতে সম্পূর্ণ কুরআন

১০১১. ইবনু সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তামীম দারি রদিয়াল্লাহু আনহু এক রাকআতে পুরো কুরআন পাঠ করতেন।"

তিনি আরও বলেন, ঘাতকেরা উসমান ইবনু আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করতে ঘরের ভেতরে ঢুকল। তাঁর স্ত্রী তাদের বললেন, "মনে রেখো, তোমরা এমন-একজনকে হত্যা করতে চলেছ, যিনি এক রাকআতে পুরো কুরআন তিলাওয়াত করে গোটা রাতকে প্রাণবন্ত রাখেন।"[৫১৮]

দাঁড়িয়ে থাকার অনুপাতে সাওয়াব

১০১২. ওয়াসিল ইবনু আবী জামীল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "ধরুন, দুইজন লোক একইসঙ্গে সালাত শুরু করেছে, শেষও করেছে একইসঙ্গে। কিন্তু একজন দ্রুত গতিতে কুরআন তিলাওয়াত করেছে, অপরজন তা করেনি। তাদের মধ্যে কে বেশি সাওয়াব পাবে? মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বললেন, তারা তাদের দাঁড়িয়ে থাকার পরিমাণ অনুপাতে সাওয়াব পাবে।"[৫১৯]

---

[৫১৭] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫১৮] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫১৯] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সালাত

১০১৩. উসমান ইবনু আবী সাওদা থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ - أَوْ قَالَ: صَلَاةُ الْأَبْرَارِ - رَكْعَتَيْنِ إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا خَرَجْتَ

"অতিশয় আল্লাহ-মুখী বান্দা অথবা নেককার বান্দাদের সালাত হলো ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত এবং ঘর থেকে বের হওয়ার আগে দুই রাকআত সালাত পড়া।"[৫২০]

ঘরে ঢুকে দুই রাকআত সালাত

১০১৪. আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ঢুকেই দুই রাকআত সালাত পড়তেন।"

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সালাত

১০১৫. আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই আমার কাছ থেকে বের হতেন, আগে দুই রাকআত সালাত পড়ে নিতেন।"[৫২১]

বাইরে বের হওয়া ও বাড়িতে ফেরার পর সালাত

১০১৬. আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিধবা স্ত্রীকে একজন লোক বিয়ে করলেন। বিয়ের পর তাঁকে বললেন, আপনাকে কেন বিয়ে করেছি, জানেন? যাতে আপনি আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার আমল সম্পর্কে আমাকে জানান। তিনি বাড়িতে কী আমল করতেন? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর স্ত্রী কিছু কথা বলেছিলেন যা আমি মনে রাখতে পারিনি। তবে তিনি এটাও বলেছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা প্রতিবার বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে দুই রাকআত সালাত পড়তেন। আবার বাইরে থেকে ঘরে ফিরলেও দুই রাকআত সালাত পড়তেন। কখনও তা ছাড়তেন না।

---

[৫২০] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫২১] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার দেখামতে এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে মেশা ব্যক্তিদের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি এই সালাতে ওপর অটল ছিলেন, কখনও তা ছাড়েননি।"[৫২২]

পতাকা হাতে ফেরেশতা

১০১৭. ইবনু আবী জাবালা[৫২৩] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মাসজিদ থেকে যে ব্যক্তি শেষে বের হয়, তার সঙ্গে ফেরেশতারা পতাকা হাতে বের হয়। সে বাড়িতে পৌঁছা পর্যন্ত তারা তার সামনে সামনে থাকে। সে পুনরায় মাসজিদের উদ্দেশে বের হওয়া পর্যন্ত তারা সেভাবেই থাকে। এবারও তারা তার সামনে সামনে পতাকা হাতে রওনা দেয়। মাসজিদে যে প্রথম প্রবেশ করে, ফেরেশতারা তার সঙ্গেও অনুরূপভাবে থাকে।"[৫২৪]

সালাতে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করা

১০১৮. উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ-কে একদিন বললাম, এক লোক এক রাকআতে সূরা বাকারা ও সূরা আ ল ইমরান পড়ল, আরেকজন এক রাকআতে পড়ল কেবল সূরা বাকারা। দুইজনেরই কিয়াম, রুকূ, সাজদা ও বৈঠক সমান (সময়ের)। তাদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি বললেন, যে লোক কেবল সূরা বাকারা পড়েছে।" তারপর তিনি পড়লেন— وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পারো ক্রমে ক্রমে... ।"[৫২৫]-[৫২৬]

শয়তানের আর্তনাদ

১০১৯. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "শয়তান কোনো আদম-সন্তানকে সাজদাবনত দেখলে চিৎকার করে ওঠে, বিলাপ করে। সে বলে, হায় রে দুর্ভাগ্য! বনি আদমকে সাজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সে নির্দেশ পালন করেছে, তাই তার জন্য জান্নাত। আমাকেও সাজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি তা অমান্য করেছি। তাই আমার

---

[৫২২] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫২৩] আবূ সুওয়াইদ ইবনুল মুগীরা।

[৫২৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

[৫২৫] সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ১০৬।

[৫২৬] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

জন্য আছে জাহান্নাম।”[৫২৭]

শাফাআত লাভের উপায়

১০২০. ফাতিমা বিনতু হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি আমাকে আপনার শাফাআতের উপযুক্ত বানিয়ে দিন। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, أَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ “তা হলে বেশি বেশি সাজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো।”[৫২৮]

সাজদাবনত অবস্থায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ

১০২১. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “বান্দা সাজদাবনত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করে। তাই সাজদাবস্থায় বেশি বেশি দুআ করো।”[৫২৯]

গভীর রাতে দুই রাকআত সালাতের ফজিলত

১০২২. হাস্‌সান ইবনু আতিয়্যা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا الْعَبْدُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُمَا عَلَيْهِمْ.

“গভীর রাতে বান্দা যে দুই রাকআত সালাত পড়ে তা তার জন্য জমিন ও জমিনের মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। যদি আমার উম্মতের কষ্ট না হতো, তা হলে এই দুই রাকআত সালাত তাদের জন্য ফরজ করে দিতাম।”[৫৩০]

অপরকে নেক আমল করতে দেখে উৎসাহ লাভ

১০২৩. সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা তাঁর একজন শাইখ থেকে বর্ণনা করেছেন, “আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা একজন লোকের পাশ দিয়ে

---

[৫২৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫২৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

[৫২৯] সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। হাদীসটি মারফুরূপে সহীহ সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

[৫৩০] হাসান ইবনু আতিয়্যা থেকে বর্ণিত।

গেলেন। সে ব্যক্তি সাজদাবনত হয়ে কান্নাকাটি করছিল। তিনি বললেন, আমিও এরকম করব।"[৫৩১]

মাসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত পড়া

১০২৪. আবূ কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে ঢুকে সে যেন বসার আগেই দুই রাকআত সালাত পড়ে নেয়।"[৫৩২]

মাসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকআত সালাত সুন্নত

১০২৫. আবুন নদর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সালামা ইবনু আবদির রহমান একবার আমাকে বললেন, "তোমার মনিব মাসজিদে ঢুকে বসে পড়ার আগে দুই রাকআত সালাত পড়ে না কেন? এটা তো সুন্নত!"[৫৩৩]

সাজদায় পাপচিন্তা হ্রাস

১০২৬. ইসমাঈল ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বললাম, সালাতে দীর্ঘ রুকূ আর দীর্ঘ সাজদার মাঝে কোনটি উত্তম? তিনি বললেন, ভাতিজা, মানুষের পাপচিন্তা বাস করে তার মাথায়, সাজদা পাপচিন্তা কমিয়ে দেয়।"[৫৩৪]

সাজদার কারণে মর্যাদাবৃদ্ধি

১০২৭. কাসির আ'রাজ বলেন, আমরা একবার যু-সাওয়ারি নামক স্থানে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আবূ ফাতিমা আযদি রদিয়াল্লাহু আনহু। বেশি সাজদা দেওয়ার ফলে তাঁর কপাল ও দুই হাঁটু কালো হয়ে গিয়েছিল। তিনি একদিন বললেন, আমাকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৫৩১] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৩২] হাদীসটির সনদ হাসান। মালিক ইবনু আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু-ও একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।
[৫৩৩] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৩৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

يَا أَبَا فَاطِمَةَ، أَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً.

"আবূ ফাতিমা, বেশি করে সাজদা দাও। আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে বান্দা যখনই সাজদা দেয়, আল্লাহ এর দ্বারা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।"[৫৩৫]

আসমান ও জান্নাতের দরজা খোলার মুহূর্ত

১০২৮. আবূ আইয়ূব আনসারি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমার বাসায় এক মাস মেহমান ছিলেন। আমি তাঁর যাবতীয় কাজে নিয়োজিত থাকতাম। আমি দেখতাম রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিমে হেলে গেলেই হাতের কাজ ত্যাগ করতেন। আর ঘুমিয়ে থাকলে তাঁকে জাগিয়ে দেওয়া হতো। তারপর ওঠে গোসল বা ওজু করে কয়েক রাকআত সালাত পড়তেন। তাও খুব যত্ন করে দীর্ঘ সময় ধরে। তিনি চলে যাওয়ার সময় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আরও কটা দিন যদি থাকতেন! আমি আপনার সব কাজ করে দিতাম। আপনাকে দেখলাম সূর্য পশ্চিমে হেলে গেলেই হাতের কাজ ত্যাগ করেন। ঘুমিয়ে থাকলে যেন আপনাকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। গোসল বা ওজু করে চার রাকআত সালাত পড়েন। তাও খুব যত্ন করে দীর্ঘ সময় ধরে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَوَاتِ وَأَبْوَابَ الْجَنَّةِ تُفْتَحُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَمَا تُرْتَجُ أَبْوَابُ السَّمَوَاتِ وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ حَتَّى تُصَلَّى هَذِهِ الصَّلَوَاتُ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَصْعَدَ لِي تِلْكَ السَّاعَةَ خَيْرٌ.

"ওই সময়ে আকাশের ও জান্নাতের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। এই কয়েক রাকআত সালাত আদায় করার আগ পর্যন্ত ওই দরজাগুলো বন্ধ হয় না। ওই সময়ে আমার কিছু কল্যাণ আকাশে পৌঁছুক, এ আশাতেই সালাত পড়ি।"[৫৩৬]

দুআ ইবাদাত

১০২৯. নুমান ইবনু বাশির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأَ

[৫৩৫] আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫৩৬] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

"দুআই হলো ইবাদাত। তারপর এই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

'এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো, তোমাদের ডাকে আমি সাড়া দেব।'"[৫৩৭]-[৫৩৮]

ভুল-ভ্রান্তি সালাতের মান কমিয়ে দেয়

১০৩০. আম্মার ইবনু ইয়াসির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বান্দার আমলনামায় তার সালাতের ওই অংশ লেখা হয় না যেটুকুতে ভুল-ভ্রান্তি ঘটে।"[৫৩৯]

ত্রুটিপূর্ণ সালাত বনাম সংক্ষিপ্ত সালাত

১০৩১. উমর ইবনু আবী বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার ইবনু ইয়াসির রদিয়াল্লাহু আনহু মাসজিদে ঢুকে সংক্ষেপে দুই রাকআত সালাত পড়লেন। একজন লোক বলল, আবুল ইয়াকযান, সালাত এত সংক্ষেপ করলেন যে? তিনি বললেন, আমি সালাতের কোনো অংশ কি বাদ দিয়েছি? না, শুধু সংক্ষিপ্ত করেছি। আমার ভুল হয়ে যেতে বসেছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمُنُهَا، أَوْ سُبُعُهَا، أَوْ سُدُسُهَا، أَوْ خُمُسُهَا

"অনেকের সালাতের দশ ভাগের একভাগ বা নয় ভাগের একভাগ বা আট ভাগের একভাগ বা সাত ভাগের একভাগ বা ছয় ভাগের একভাগ বা পাঁচ ভাগের একভাগও (অবশিষ্ট) থাকে না।" এভাবেই ভুলত্রুটি-সহই সে সালাত শেষ করে।[৫৪০]

---

[৫৩৭] সূরা মুমিন : আয়াত ৬০।

[৫৩৮] হাদীসটির সনদ সহীহ। সুফইয়ান রহিমাহুল্লাহ অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৫৩৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

[৫৪০] আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইবনু হিব্বান, সহীহ, হাদীস নং ১৮৮৯।

সালাতে সদা আগ্রহ

১০৩২. শা'বি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সালাতের সময় হয়েছে, অথচ আদি ইবনু হাতিম সালাতের প্রতি আগ্রহী হননি—এমনটা কখনোই হয়নি।"[৫৪১]

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য

১০৩৩. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর প্রিয় বান্দা হলো যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং যারা আল্লাহর যিকরের জন্য সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ছায়া ইত্যাদির হিসাব-নিকাশ রাখে।"[৫৪২]

সালাতের জামাআতের প্রতি যত্নশীল হওয়ার নির্দেশ

১০৩৪. মা'দান ইবনু আবী তালহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার বাড়ি কোথায়? বললাম, হিমসের কাছেই একটি গ্রামে। তিনি বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلَا بَدْوٍ، لَا يُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

"যখন কোনো জনপদে বা গ্রামে অন্তত তিনজন মুসলিম থাকে কিন্তু তাদের মধ্যে সালাতের (জামাআত) কায়েম হয় না, তখন শয়তান তাদেরকে পরাজিত করে ফেলে। জামাআতের প্রতি যত্নবান হও। যে (জামাআত থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে।"[৫৪৩]

সায়িব বলেছেন, এখানে জামাআত দ্বারা সালাতের জামাআত উদ্দেশ্য।

---

[৫৪১] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৪২] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৪৩] হাদীসটির সনদ হাসান। মুসনাদ আহমাদ, ৫/১৯৬।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

সাওমের হাকীকত

নিষ্ফল সাওম

১০৩৫. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"মিথ্যাচার, প্রতারণা এবং মূর্খতা যে ত্যাগ করতে পারে না, তার পানাহার পরিত্যাগ করে (সিয়াম রাখা) আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।"[৫৪৪]

রোজা রাখা অবস্থায় যা বর্জনীয়

১০৩৬. সুলাইমান ইবনু মূসা থেকে বর্ণিত, জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "সাওম পালন করার সময় মিথ্যা ও হারাম কাজ থেকে তোমার কান, চোখ ও জিহ্বাকেও বিরত রেখো। কাজের লোকদের কষ্ট দেবে না। সাওমের দিনগুলোতে অবশ্যই ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে থাকবে। সাওমের দিনগুলোকে সাওম না-রাখার দিনগুলোর মতো বানিয়ে ফেলো না।"[৫৪৫]

---

[৫৪৪] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, হাদীস নং ১৮০৪।

[৫৪৫] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

তীব্র গরমের দিনে নিজেকে তৃপ্ত করা

১০৩৭. আবূ বুরদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার পিতা (আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু) একবার একটি জাহাজে ছিলেন। জাহাজের পাল ছিল উঁচু। হঠাৎ একজন লোক ডেকে বললেন, যাত্রীরা, থামো। কথাটা তিনি সাত বার বললেন। আমি বললাম, আমরা কী অবস্থায় আছি, দেখছেন না? (আমার কথা শুনে) সপ্তমবারের মতো তিনি বললেন, তোমরা থামো। আমি তোমাদের আল্লাহর একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানাব, যে সিদ্ধান্ত তিনি নিজের ব্যাপারে গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, দুনিয়াতে তীব্র গরমের দিনে কেউ যদি নিজেকে (সাওমের মাধ্যমে) তৃষ্ণার্ত রাখে তা হলে কিয়ামাতের দিন তাকে তৃপ্ত করা আল্লাহর জন্য অবধারিত হয়ে যায়।"[৫৪৬]

আবূ বুরদা বলেন, বাবা প্রচণ্ড গরমের দিনের অপেক্ষায় থাকতেন, সেই দিনগুলোতে তিনি সাওম রাখতেন।

জান্নাতের সব দরজা থেকে আহ্বান

১০৩৮. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نُودِيَ إِلَى الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ نُودِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا مِنْ ضَرُورَةٍ، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

"যে ব্যক্তি জোড়া জোড়া জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, কিয়ামাতের দিন তাকে জান্নাতের দিকে (যে-কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য) আহ্বান করা হবে। বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা, এটা উত্তম। (বেশি বেশি নফল) সালাত আদায়কারীকে সালাতের দরজা দিয়ে, (বেশি বেশি নফল) সদাকাকারীকে সদাকার দরজা দিয়ে, মুজাহিদকে জিহাদের দরজা দিয়ে, আর (বেশি বেশি নফল) সাওম পালনকারীকে (সাওমের দরজা) বাবুর রাইয়ান থেকে আহ্বান

---

[৫৪৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

করা হবে। তখন আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার বাবা-মা কুরবান হোক। জান্নাতের সব কটি দরজা থেকে ডাক পাওয়া তো জরুরি নয়, তারপরও কি কাউকে এভাবে ডাকা হবে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আশা করি তুমি তাদের একজন হবে।"[৫৪৭]

[৫৪৭] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, হাদীস নং ১৭৯৮; মুসলিম, হাদীস নং ৯১।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ভারসাম্যপূর্ণ ইবাদাত

ইবাদাতে কাটছাঁট অপছন্দনীয়

১০৩৯. ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমাদের পূর্বসূরিগণ বেশি বেশি ইবাদাত করতে পছন্দ করতেন। ইবাদাতে কাটছাঁট করতে পছন্দ করতেন না। তবে ঝড়-বাদলের দিন হলে ভিন্ন কথা। রাতের বেলার কোনো ইবাদাত ছুটে গেলে তাঁরা দিনের বেলা তা আদায় করে নিতেন।"[৫৪৮]

ধারাবাহিক আমল

১০৪০. আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.

"অল্প হলেও যা ধারাবাহিকভাবে করা হয়, সেটাই আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় আমল।"[৫৪৯]

বর্ণনাকারী বলেন, আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা কোনো আমল করলে তার ওপর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন।

---

[৫৪৮] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৪৯] সনদ দুর্বল। তবে আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে সহীহ সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

কিছু মূল্যবান উপদেশ

১০৪১. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নিশ্চয় এই দ্বীন ধারাবাহিকতাপূর্ণ (এই দ্বীনের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হয়)। কেউ এই ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করতে না পারলে এই দ্বীন ত্যাগ করে। সত্য অত্যন্ত ভারী। মানুষ হলো দুর্বল। কথায় আছে, যতটুকু সাধ্যে কুলায়, ততটুকুই আমলের পণ করো। বান্দা তো আর জানে না যে তার হায়াত কতটুকু। সে যদি জোর করে নিজের ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে নেয়, তা হলে হয়তো একসময় সবগুলোই ছেড়ে দেবে। এমনকি ফরজও ছেড়ে দেবে। বুদ্ধিমান বান্দা নিজেকে সহজতা ও হালকা আমলের মধ্যে রাখে। যতটুকু সাধ্যে কুলায়, ততটুকু আমল করে। সে (সাধ্যাতীত আমলের বোঝা নামক) শত্রু থেকে সবচেয়ে নিরাপদ থাকবে। বলা হতো, নিকৃষ্ট সফর হলো তাড়াহুড়া করা।"[৫৫০]

মনের ওপর জোর না করা

১০৪২. মা'ন ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "নিশ্চয় অন্তরে কুপ্রবৃত্তি ও অস্থিরতা আছে। আছে দুর্বলতা আর পিছুটান। কুপ্রবৃত্তি ও অস্থিরতার সময় অন্তরকে নিয়ন্ত্রণে রেখো। আর দুর্বলতা ও পিছুটানের সময় তাদের ছেড়ে দিয়ো।" অর্থাৎ, আমলের ওপর কুলিয়ে উঠতে না পারলে মনের ওপর জোর কোরো না।[৫৫১]

ইবাদাতকে আপদে পরিণত না করা

১০৪৩. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর ইবাদাতকে নিজেদের ওপর আপদ বানিয়ে ফেলো না। সময় অনুযায়ী ভাগ ভাগ করে আমল কোরো।"[৫৫২]

ভালো কাজে ধারাবাহিকতা

১০৪৪. ইয়াহইয়া ইবনু জা'দা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এ কথা বলা হতো যে, ভয়ে ভয়ে আমল করো। আমল ত্যাগ করলেও অন্তরে তাকে ভালোবেসো।

---

[৫৫০] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৫১] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৫২] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ভালো কাজ পরিমাণে কম হলেও ধারাবাহিকভাবে করো।”[৫৫৩]

দ্বীনের ব্যাপারে কোমলতা

১০৪৫. মুহাম্মাদ ইবনু আজলান থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, “এই দ্বীন অত্যন্ত মজবুত। তাই এই দ্বীনে পরিপূর্ণ কোমলতা বজায় রাখো। (নিজেদের ওপর আমলের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে) আল্লাহর ইবাদাতকে নিজেদের কাছে অপ্রিয় করে তোলো না। কারণ, তাড়াহুড়া করলে গন্তব্যেও পৌঁছানো হয় না, বাহনও নিয়ন্ত্রণে থাকে না। আমল করার সময় ধরে নেবে, যেন বৃদ্ধ হওয়ার আগে মরবে না। কিন্তু (পাপকাজ থেকে) এমনভাবে সতর্ক থেকো, যেন কালকেই মারা যাবে।”[৫৫৪]

ক্লান্ত হয়ে পড়লে যিকর ছেড়ে দেওয়া

১০৪৬. সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয বলেন, “উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদেরকে সাথে নিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতেন। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাদের নিয়ে অন্য কাজে লেগে যেতেন।”[৫৫৫]

ইলম ও প্রজ্ঞার সমন্বয়

১০৪৭. হাবীব ইবনু হাজার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ কথা প্রচলিত ছিল, সেই ঈমান কত উত্তম যা ইলম দ্বারা সজ্জিত। সেই ইলম কত উত্তম যা আমল দ্বারা সজ্জিত। সেই আমল কত উত্তম যা কোমলতা দ্বারা সজ্জিত। ইলমের সঙ্গে প্রজ্ঞা যুক্ত হলে তা সবচেয়ে সুন্দর (যেন সোনায় সোহাগা)।”[৫৫৬]

নিজের প্রতি সদয় হওয়া

১০৪৮. দাজাজা রদিয়াল্লাহু আনহু নবিজির একজন সাহাবি ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু শিশুদের থেকে দূরে সরে যেতেন, যাতে তাদের আওয়াজ শুনতে না পান। তারপর দুপুরের বিশ্রাম নিতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, আমার আত্মাই আমার

---

[৫৫৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৫৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনতাকি।

[৫৫৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৫৬] হাবীব ইবনু হাজার থেকে বর্ণিত আসার।

বাহন। একে নির্দয়ভাবে খাটালে গন্তব্যে পৌঁছতে পারব না।[৫৫৭]

কোমলতা অবলম্বন করা

১০৪৯. আবূ উবাইদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইবাদাতের ক্ষেত্রে রবী' ইবনু খুসাইমের চেয়ে অতিশয় বিনম্রতা অবলম্বন করতে আর কাউকে দেখিনি।"[৫৫৮]

সাধ্যমতো ইবাদাতের ওপর অটল থাকা

১০৫০. আবুল আলা একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি একবার তামীম দারি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, প্রতিরাতে কতটুকু কুরআন তিলাওয়াত করেন? প্রশ্ন শুনে তিনি রেগে গেলেন। বললেন, সম্ভবত তুমি ওই ধরনের লোক, যারা প্রতিরাতে (পুরো) কুরআন তিলাওয়াত করে আর সকালে সবাইকে বলে বেড়ায়—আমি তো আজ রাতে পুরো কুরআন পাঠ করেছি। যাঁর হাতে তামীমের প্রাণ তাঁর কসম, আমি রাতে পুরো কুরআন তিলাওয়াত করেছি, এভাবে সবাইকে বলে বেড়ানোর চেয়ে তিন রাকআত নফল সালাত পড়াই উত্তম। শুনে আমি রেগে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবিগণ, আপনারা যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা চুপ থাকতেই পছন্দ করেন বেশি; ফলে কিছু শেখান না। আর যারা প্রশ্ন করে, তাদেরকে কষ্ট দেন। আমাকে রেগে যেতে দেখে তিনি নরম হয়ে গেলেন। বললেন, ভাতিজা, একটা হাদীস শোনাই? বললাম, জি, অবশ্যই। আল্লাহর কসম, হাদীস শুনব বলেই তো এসেছি। তিনি বললেন, ভেবে দেখো, আমি যদি শক্তিশালী মুমিন হতাম আর তুমি হতে দুর্বল, তা হলে কি তুমি চাইলেও আমার সমান (আমলের) ভার বহন করতে পারতে? পারতে না, উলটো হতাশ হয়ে যেতে। আবার তুমি শক্তিশালী আর আমি দুর্বল মুমিন হলে আমারও একই অবস্থা হতো। আমিও হতাশ হয়ে যেতাম। তাই দ্বীনের জন্য (পরিশ্রম করতে) নিজের থেকে কিছু (সময়) গ্রহণ করো, সেইসাথে নিজের জন্যও দ্বীন থেকে কিছু (সময়) গ্রহণ করো (অর্থাৎ নিজেকে বিশ্রাম দাও)। তা হলেই তুমি তোমার সাধ্যমতো ইবাদাতের ওপর অটল থাকতে পারবে।[৫৫৯]

---

[৫৫৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৫৮] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৫৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

দীর্ঘ জীবন ধরে ভালো কাজ করা

১০৫১. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ

"ওই ব্যক্তির কত সৌভাগ্য, যে কিনা দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে এবং ভালো কাজ করেছে।"[৫৬০]

---

[৫৬০] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

মুমিনের দায়িত্ব-কর্তব্য

দুই বন্ধুর আমলের মধ্যে পার্থক্য

১০৫২. আবদুল্লাহ ইবনু রুবাইআ নবিজির একজন সাহাবি। তাঁর থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুজন সাহাবির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিলেন। তাদের একজন নিহত হলো, এবং পরে অপরজন মারা গেল। আমরা মৃতের জানাযার সালাত পড়লাম। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কী বলেছ? উপস্থিত লোকেরা বললেন, আমরা তার জন্য দুআ করেছি : হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন, তাকে তার সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত করুন। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার সালাতের সঙ্গে ওর সালাতের তুলনা কীভাবে হয়? কোথায় তার আমল আর কোথায় এর আমল? আমার ধারণা, তিনি আরও বলেছেন, কোথায় তার সাওম আর কোথায় এর সাওম? তাদের দুইজনের মধ্যে তো আসমান-জমিন পার্থক্য।[৫৬১]

আল্লাহর আরশের ছায়ায় যারা স্থান পাবেন

১০৫৩. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু

---

[৫৬১] হাদীসটির সনদ সহীহ। আবূ দাউদ, সুনান, হাদীস নং ২৫০৭।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي الْخَلَاءِ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَمْ تَعْلَمْ شِمَالُهُ بِمَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ.

“আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন সাত প্রকারের মানুষকে তাঁর (আরশের) ছায়ায় স্থান দেবেন। সেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. যে যুবক আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে (তার যৌবন কাটিয়ে) বেড়ে উঠেছে। ৩. যার অন্তর মাসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত। ৪. যে দুইজন আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে। ৫. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরায়। ৬. যে পুরুষ কোনো রূপসি অভিজাত নারীর কুপ্রস্তাব পেয়েও বলে, ‘আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।’ ৭. যে এত গোপনে দান-সদাকা করে যে, তার বাম হাতও জানে না ডান হাত কী দান করেছে।”[৫৬২]

তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে ফিতনার মোকাবিলা

১০৫৪. বকর ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনুল আশআসের ফিতনা[৫৬৩] শুরু হলে তালক ইবনু হাবীব আনাযি রহিমাহুল্লাহ বললেন, তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে ফিতনার মোকাবিলা করো। আমি বললাম, আপনি সুন্দর করে তাকওয়ার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিন। তিনি বললেন, তাকওয়া হলো আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী কাজ করা, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নূর অনুযায়ী কাজ করা এবং আল্লাহর রহমতের আশা রাখা। তাকওয়া হলো আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নূরের ফলে আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানি ত্যাগ করা।[৫৬৪]

---

[৫৬২] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, হাদীস নং ৬২৯; মুসলিম, হাদীস নং ৯৩।

[৫৬৩] আবদুর রহমান ইবনুল আশআস উমাইয়া সেনাপতি ছিলেন। তিনি উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

[৫৬৪] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আল্লাহর সঙ্গে স্বস্তিতে সাক্ষাৎ

১০৫৫. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথায় আছে, "যে ব্যক্তি পাপমুক্ত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করেছে, তার কতই না সৌভাগ্য! কবিরা গুনাহের সাথে সংযুক্ত থাকা এবং পাপকাজে বাড়াবাড়ি করা—যে এই দুটি কাজ করবে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না।"[৫৬৫]

ভুল উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন

১০৫৬. হাবীব ইবনু উবাইদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইলম অর্জন করো, অনুধাবন করো এবং তা থেকে উপকৃত হও। নিজেকে সাজানোর জন্য ইলম অর্জন কোরো না। তা হলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ইলম বাড়লেও তা হবে ব্যবহার্য পোশাকের মতো, যা দিয়ে মানুষ নিজেদের দেহ সজ্জিত করে।"[৫৬৬]

গুনাহের ওপর আবরণ

১০৫৭. উসমান ইবনু আবী সাওরাহ এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, উবাদা ইবনুস সামিত রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখেন। কিন্তু বান্দা সেই পর্দা ছিঁড়ে ফেলে। সেই ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, কীভাবে ছিঁড়ে ফেলে? তিনি বললেন, তার পাপকাজ নিয়ে মানুষের সঙ্গে আলোচনা করার মাধ্যমে।[৫৬৭]

পাপের কথা প্রকাশ করার পরিণাম

১০৫৮. আযহার ইবনু রাশিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُبْدِي عَنْ نَفْسِهِ مَا سَتَرَهُ اللهُ تَعَالَى، فَيَتَمَادَى فِي ذَلِكَ حَتَّى يَمْقُتَهُ اللهُ.

"আল্লাহ তাআলা যা গোপন করে রেখেছেন, বান্দা নিজের সম্পর্কে তা প্রকাশ করে দেয়। এতে সে সীমা ছাড়িয়ে গেলে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন

---

[৫৬৫] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৬৬] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৬৭] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

(এবং অপদস্থ করেন)।"[৫৬৮]

নিজেদের ব্যাপারে জবাবদিহিতা

১০৫৯. আবুল বাখতারি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَهْلَكُ قَوْمٌ - أَوْ نَحْوَ هَذَا - حَتَّى يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

"কোনো সম্প্রদায় নিজের ব্যাপারে জবাবদিহি করলে ধ্বংস হয় না।"[৫৬৯]

অথবা তিনি এরকম একটি কথা বলেছেন।

নির্বোধদের নিবৃত রাখা

১০৬০. শা'বি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে, নুমান ইবনু বাশির রদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলছেন, হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের মধ্যকার নির্বোধদের হাত ধরে (নিবৃত্ত) রাখো। কারণ, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ قَوْمًا رَكِبُوا فِي سَفِينَةٍ فَاقْتَسَمُوهَا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَكَانًا، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْهُمُ الْفَأْسَ فَنَقَرَ مَكَانَهُ، قَالُوا: مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: مَكَانِي أَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتُ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ نَجَوْا وَنَجَا، وَإِنْ تَرَكُوهُ غَرِقَ وَغَرِقُوا، خُذُوا عَلَى أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَهْلَكُوا

"একটি গোত্র জাহাজে আরোহণ করল। কে কোথায় বসবে, তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিল। একজন লোক একটি কুঠার নিয়ে কাটতে শুরু করল তার জায়গাটি। অন্যরা বলল, আরে! কী করছ? সে বলল, এটা আমার জায়গা, এখানে আমি যা খুশি করব। এই মুহূর্তে তারা তাকে হাত ধরে বাধা দিলে তারাও বাঁচবে এবং সে নিজেও বাঁচবে। আর তারা তাকে ছেড়ে দিলে সেও ডুববে, তারাও ডুববে। তাই সর্বনাশ হওয়ার আগেই তোমাদের নির্বোধদের হাত ধরো।"[৫৭০]

---

[৫৬৮] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৬৯] হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৫৭০] হাদীসটির সনদ হাসান এবং এর অন্যান্য সহীহ সনদ রয়েছে।

পাপের প্রচার-প্রসারে ক্ষতি

১০৬১. আওযাঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিলাল ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, "পাপকাজ গোপন রাখা হলে তা কেবল পাপীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু পাপকাজের প্রচার-প্রসার করা হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবাই।"[৫৭১]

জনসম্মুখে পাপকাজের ফল

১০৬২. ইসমাঈল ইবনু হাকীম থেকে বর্ণিত, উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "এ কথা প্রচলিত ছিল, আল্লাহ তাআলা কখনোই ব্যক্তিবিশেষের পাপের কারণে জনগণকে শাস্তি দেবেন না; কিন্তু কোনো পাপকাজ সবার সামনে করা হলে সকলের শাস্তি প্রাপ্য হয়ে পড়ে।"[৫৭২]

পাপকাজে বাধা না দেওয়ার বিপদ

১০৬৩. আদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একজন আজাদকৃত দাস আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ، فَلَا يُنْكِرُونَهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللهُ تَعَالَى الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ.

"আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিবিশেষের পাপকাজের ফলে সকলকে কখনোই শাস্তি দেবেন না। কিন্তু তারা যদি চোখের সামনে পাপকাজ হতে দেখে এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয়, তা হলে পাপী ও তাদের সকলকেই আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেবেন।"[৫৭৩]

মিথ্যা না বলে মৌনতা অবলম্বন

১০৬৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন লোক মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে একটি বিষয়ের উল্লেখ করল।

---

[৫৭১] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৭২] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৭৩] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

তারা সবাই কথা বললেও আহনাফ ইবনু কাইস চুপ থাকলেন। মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আবূ বাহর, কী ব্যাপার, আপনি কোনো কথা বললেন না যে? তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করি তাই মিথ্যা বলিনি; আপনাদের ভয় করি তাই সত্যও বলিনি।[৫৭৪]

অন্যায় কাজের সমালোচনা করায় নির্বাসন

১০৬৫. সুফইয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ একবার প্রতিনিধি হিসেবে আবদুল মালিকের কাছে এলেন। তাঁর সঙ্গে মুআবিয়া ইবনু কুররাও ছিলেন। মুআবিয়ার কাছে হাজ্জাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন আবদুল মালিক। তিনি বললেন, সত্য বললে তো আপনারা আমাকে হত্যা করবেন। আর মিথ্যা বলতে আল্লাহকে ভয় করি। এ কথা শুনে হাজ্জাজ মুআবিয়ার দিকে তাকালেন। আবদুল মালিক তাঁকে বললেন, তার ব্যাপারে কিছু বলার দরকার নেই। পরে হাজ্জাজ মুআবিয়া ইবনু কুররাকে সিন্দে নির্বাসনে পাঠালেন। মুআবিয়া ইবনু কুররাহ হাজ্জাজের অন্যায়ের সমালোচনা করতেন।[৫৭৫]

দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা না বলা

১০৬৬. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রথমদিকে সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে আসা-যাওয়া করতেন, কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি ওদের কাছে যান না বলে সম্ভবত তারা অসন্তুষ্ট হয়। তিনি বললেন, ভয় হয় যে, আমি তাদের সঙ্গে কথা বললে তারা আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করবে। আর চুপ থাকলে গুনাহগার হওয়ার আশঙ্কা আছে।[৫৭৬]

আল্লাহকে ভয় করার কারণে ক্ষমা

১০৬৭. উরওয়া ইবনু আমির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কিয়ামাতের দিন বান্দার সামনে তার সব পাপ উপস্থিত করা হবে। সে তার গুনাহের পাশ দিয়ে যাবে। তারপর বলবে, হে আল্লাহ, আমি তো তোমাকে ভয় পেতাম। এ কথার

---

[৫৭৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৫৭৫] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৭৬] মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন থেকে বর্ণিত আসার।

কারণেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[৫৭৭]

মূর্খের প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহর ক্রোধের প্রতি অবহেলা

১০৬৮. বসরার শাইখ আবূ উসমান থেকে বর্ণিত, লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলের উদ্দেশে বলেছেন, "ছেলে আমার, মূর্খের প্রতি ভালোবাসায় গদগদ হোয়ো না। তা হলে সে মনে করবে যে তুমি তার কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট। মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহর ক্রোধের ব্যাপারে অবহেলা দেখিয়ো না। তা হলে তিনি তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।"[৫৭৮]

কারও হিদায়াতের কারণ হলে

১০৬৯. উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী জাফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু-কে এক জায়গায় দ্বীন শেখানোর জন্য পাঠালেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পাঠানোর আগে বলেছিলেন—

لَأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

"তোমার মাধ্যমে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিলে তা তোমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে তার থেকে উত্তম।"[৫৭৯]

ভালো-খারাপ উলটে যাওয়া

১০৭০. মূসা ইবনু আবী ঈসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَقَ فِتْيَانُكُمْ، وَطَغَى نِسَاؤُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا، وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا؟

"যখন তোমাদের যুবকেরা পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং নারীরা (আল্লাহর) অবাধ্য হবে, তখন কী অবস্থা হবে? উপস্থিত লোকেরা বললেন, হে আল্লাহর

[৫৭৭] হাদীসটির বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত।

[৫৭৮] আবূ উসমান থেকে বর্ণিত আসার।

[৫৭৯] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত। এর সমার্থবোধক হাদীস মারফূরূপে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল, এ-ও কি হওয়া সম্ভব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বরং তার চেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটবে। যখন তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে না, অসৎকাজে নিষেধও করবে না, তখন কী অবস্থা হবে? তাঁরা বললেন, তাও কি ঘটবে, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, হ্যাঁ, বরং তার চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটবে। যখন খারাপ কাজকে ভালো আর ভালো কাজকে খারাপ বিবেচনা করা হবে, তখনই বা কেমন লাগবে?"[৫৮০]

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপায়

১০৭১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মুনাফিকদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে লড়াই করো। তা না পারলে মুখ দিয়ে লড়াই করো। যদি তাদের সামনে (ঘৃণা ও অসন্তুষ্টিতে) মুখ কালো করে ফেলা ছাড়া অন্য কিছু করতে না পারো, অন্তত সেটা হলেও করো।"[৫৮১]

মুমিন তার ভাইয়ের আয়না

১০৭২. আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল ইবনু সা'দ আমাকে বললেন, "হাদীসে শুনেছি যে, মুমিন তার ভাইয়ের আয়না। তাই আমার কোনো কাজ (তোমাদের কাছে) সন্দেহজনক মনে হলে (আমাকে জানিয়ো, কেমন)?"[৫৮২]

আল্লাহকে ভয়কারীই উত্তম কল্যাণকামী

১০৭৩. মা'মার থেকে বর্ণিত, "এ কথা বলা হতো, যে তোমার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, সে-ই তোমার সবচেয়ে কল্যাণকামী।"[৫৮৩]

সালাত পড়া শেখানো

১০৭৪. ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "(সালফে সালিহীনগণ) যদি কাউকে দেখতেন যে ভালোভাবে সালাত পড়ছে না, তাকে সালাত শিখিয়ে দিতেন।"

---

[৫৮০] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/২৮০-২৮১। হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত। এর সমার্থবোধক হাদীস মারফূরূপে বর্ণিত হয়েছে।

[৫৮১] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/২৭৬। হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৮২] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৮৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

সুফইয়ান সাওরি বলেছেন, “মনে হয়, এর বেশি কিছু করার সাধ্য তাঁদের ছিল না।”[৫৮৪]

পুনরায় সালাত পড়ার নির্দেশ

১০৭৫. উসামা ইবনু যাইদ রদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর আজাদকৃত দাস হারমালা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামার এক বৈপিত্রেয় ভাই হলেন হাজ্জাজ ইবনু আইমান। তো হাজ্জাজ ইবনু আইমান একবার মাসজিদে ঢুকে সালাত পড়লেন। কিন্তু রুকূ-সাজদা ঠিকমতো দিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর এই অবস্থা দেখে সালাত শেষ হলে তাঁকে ডাকলেন। বললেন, ভাতিজা, তুমি কি মনে করো যে, তুমি সালাত পড়েছ? তোমার তো সালাত হয়নি। যাও, আবার পড়ে নাও।[৫৮৫]

মোরগের ঠোকরের মতো সালাত

১০৭৬. আমর ইবনু রাশিদ লাইসি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবকেরা যেভাবে মোরগের ঠোকরের মতো সালাত পড়ে, আমিও সেভাবেই পড়তাম। মিসওয়ার ইবনু মাখরামা রদিয়াল্লাহু আনহু একবার তা দেখে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, দাঁড়াও, আবার সালাত পড়ো। বললাম, পড়েছি তো! তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি সালাত পড়োনি। আল্লাহর কসম, তুমি আবার সালাত না পড়ে এখান থেকে যাবে না। আমি আবার দাঁড়িয়ে সালাত পড়লাম। এবার ভালোভাবে সম্পন্ন করলাম সবকিছু। মিসওয়ার রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা যতটুকু পারি, ততটুকু দেখব। শুধু তোমরা আল্লাহর নাফরমানিটা বাদ দাও![৫৮৬]

ঠিকমতো সালাত পড়তে তাকিদ

১০৭৭. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান আ'রাজ একজন লোককে মাসজিদে সালাত পড়তে দেখলেন। খুবই অযত্নে-অবহেলায় সালাত পড়ছিল সে। আবদুর রহমান তাকে বললেন, আবার সালাত পড়ো। লোকটি বলল, পড়লাম তো। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম,

---

[৫৮৪] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৮৫] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৮৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

তুমি আবার সালাত না পড়ে এখান থেকে নড়বে না। বর্ণনাকারী বললেন, কী হয়েছে, আ'রাজ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তোমরা ঠিকমতো সালাত পড়ো! নাহলে এমন অবস্থা করব, যাতে লোকজন জড়ো হয়ে যাবে। এসব কথা শুনে লোকটি পুনরায় ভালোভাবে সালাত পড়ল।[৫৮৭]

জ্ঞান অর্জন করাও সদাকা

১০৭৮. হাসান বসরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْعِلْمَ يَتَعَلَّمُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞান অর্জন করাও নিশ্চয় একটি সদাকা।"[৫৮৮]

প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা উত্তম উপহারের মতো

১০৭৯. আবদুর রহমান ইবনু যাইদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نِعْمَ الْهَدِيَّةُ، وَنِعْمَ الْعَطِيَّةُ الْكَلِمَةُ مِنْ كَلَامِ الْحِكْمَةِ، يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ، ثُمَّ يَنْطَوِي عَلَيْهَا حَتَّى يُهْدِيَهَا لِأَخِيهِ.

"প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা কতই না উত্তম উপহার! কতই না উত্তম উপঢৌকন! কোনো মুসলিম তা শুনে নিজেও ধারণ করে, অপর ভাইয়ের কাছেও পৌঁছে দেয়।"[৫৮৯]

আলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা করার নির্দেশ

১০৮০. আবদুল ওয়াহহাব ইবনু বুখ্ত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে বলেছেন, "ছেলে আমার, আলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা করো এবং তাদের সঙ্গে লেগে থাকো। কারণ, আল্লাহ তাআলা যেভাবে আকাশের বৃষ্টি দিয়ে জমিন সজীব করেন, ঠিক সেভাবেই অন্তর আলোকিত করেন প্রজ্ঞার আলো দিয়ে।"[৫৯০]

---

[৫৮৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৮৮] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৫৮৯] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৫৯০] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/১২৫, আবদুল ওয়াহহাব ইবনু বুখ্ত থেকে বর্ণিত আসার।

শেখা ও শেখানোর ফজিলত

১০৮১. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মাসজিদে প্রবেশ করে দুটি মজলিস দেখতে পেলেন। একটি সমাবেশের লোকেরা আল্লাহর কাছে দুআ-কান্নাকাটি করছিলেন। অন্য মজলিসের সদস্যরা শিখছিলেন ফিক্‌হ। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

كِلَا الْمَجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، هَؤُلَاءِ أَفْضَلُ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ

"দুটি সমাবেশই কল্যাণের ওপর রয়েছে। তবে তাদের একটি অন্যটির চেয়ে উত্তম। এরা নিজেরা শিখছে ও অজ্ঞদের শেখাচ্ছে। আর আমি নিজেও শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। এই ধরনের লোকেরাই শ্রেষ্ঠ।" এ কথা বলে তাদের মজলিসে বসে পড়লেন।[৫৯১]

মন সায় না দিলেও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা

১০৮২. আবূ হাসিন উসমান ইবনু আসিম বলেন, নবিজির একজন সাহাবি শামের একটি গ্রামে এলেন। লোকজন তাঁর কাছে এসে তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। তাদের আমীর বললেন, সাহাবির কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন তো আমারই সবচেয়ে বেশি! এ কথা বলে তিনি নবিজির সাহাবির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন। সাহাবি বললেন, আল্লাহকে (বেশি বেশি) স্মরণ করো, যাতে তোমার মন যে কাজে অনাগ্রহী, তাতে নিজের জিহ্বা ও হাত দ্বারা মগ্ন হতে পারো। আমীর বললেন, আমি তা-ই করব।[৫৯২]

নেতাদের মনোযোগ পাওয়ার চেষ্টা না করা

১০৮৩. আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা ইবনু কাইসকে বলা হলো, আপনি আমীর-উমারার দরবারে যান না কেন? গেলে তারা আপনার মান-মর্যাদা বুঝতে পারত। তিনি বললেন, ভালো লাগে না তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে। আমি এমনিতেই যথেষ্ট সম্মানিত আছি। তাঁকে বলা হলো, তা হলে অন্তত এই মাসজিদে গিয়ে মানুষজনকে ফাতওয়াও তো

[৫৯১] হাদীসটির সনদ দুর্বল।
[৫৯২] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

শোনাতে পারতেন। তিনি বললেন, তোমরা কি চাও যে লোকেরা আমার ঘাড় মাড়িয়ে যাক এবং বলাবলি করুক এটা আলকামা ইবনু কাইস?[৫৯৩]

সুলতানের দরবারে যেতে ভয়

১০৮৪. সালামা ইবনু নুবাইত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাবা নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম-এর একজন সাহাবি। একদিন তাঁকে বললাম, আপনি সুলতানের দরবারে গেলে ভালো হতো। তিনি বললেন, ভয় হয় যে, আমি এমন ব্যাপারে সাক্ষী হয়ে যাব যা আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।[৫৯৪]

আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা

১০৮৫. আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মানুষ মনের অজান্তে (আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক) এমন কথা বলে যার ফলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।"[৫৯৫]

কথার ভিত্তিতে সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি

১০৮৬. আলকামা ইবনু ওয়াক্কাস থেকে মূসা ইবনু উকবা বর্ণনা করেছেন, বিলাল ইবনু হারিস রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, তুমি যে এইসব আমীরদের দরবারে যাও, তাদের সঙ্গে মেশো, কথা-বার্তায় সাবধান থেকো। কারণ, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا، يَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

"মানুষ কখনও এমন কল্যাণকর কথা বলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে জানে না। আল্লাহ তাআলা তার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত তাঁর সন্তুষ্টি লিখে দেন। আবার কখনও এমন অনিষ্টকর মন্দ কথা বলে যার পরিণাম সম্পর্কে সে জানে না। আল্লাহ তাআলা তার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন।"[৫৯৬]

---

[৫৯৩] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৯৪] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৯৫] সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ সনদে মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে।
[৫৯৬] হাদীসটির সনদ সহীহ।

অন্তরের পরিবর্তনশীলতা

১০৮৭. বিলাল ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আমার হাত ধরে বলতেন : চলুন আমরা কিছুক্ষণ ঈমান আনি (যিকর-আযকার করি, যাতে ঈমান বৃদ্ধি পায়)। ফুটন্ত পাত্রে যেমন (খাদ্যের) পরিবর্তন ঘটে, তার চেয়েও অন্তর দ্রুত পালটায়।"[৫৯৭]

সকালে মুমিন, সন্ধ্যায় মুনাফিক

১০৮৮. আবূ আবদ রাব্বিহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারও ভালো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার সংবাদ[৫৯৮] এলে আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ইশ! তার জায়গায় যদি আমি হতাম। তাঁর স্ত্রী উম্মুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এমনটা বলেন কেন? তিনি বললেন, অনেকে সকালবেলায় মুমিন থাকে, সন্ধ্যা বেলায় মুনাফিক হয়ে যায়, জানো না? তাঁর স্ত্রী বললেন, কীভাবে? তিনি বললেন, তার ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং সে তা টেরও পায় না। এ কারণেই সালাত-সাওম অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তাকে দেখে আমার ঈর্ষা হয়।[৫৯৯]

মৌনতা অথবা ভালো কথা

১০৮৯. সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "মৌনতা অবলম্বনকারী মুত্তাকি অথবা শিক্ষাদানকারী আলিম—এ দুই ধরনের কোনো-একটি হতে না পারলে জীবনে কোনো কল্যাণ নেই।"[৬০০]

একটি ভুল পেয়েই তা বলে বেড়ানো

১০৯০. ইসমাঈল ইবনু উবাইদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমরা আল্লাহর কালাম ও তাঁর রূহ নিয়ে তোমাদের মাঝে অবস্থান করি, তারপর বাড়িঘরে ফিরে যাই। আমাদের অংশ এবং আল্লাহ আমাদের জন্য যা লেখেন তা পেয়ে যাই। কেউ হয়তো শত

---

[৫৯৭] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৯৮] অর্থাৎ, লোকটি আল্লাহর আনুগত্যের ওপর থেকে মৃত্যুবরণ করেছে।
[৫৯৯] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬০০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

শত কথা বলল, যার প্রত্যেকটিই প্রজ্ঞাপূর্ণ। তারপর হয়তো একটিমাত্র ভুল কথা বলে ফেলে অথবা শয়তান কথাটি তার জিহ্বায় ঢেলে দেয়। কেউ কেউ সেই একটি কথাই অনর্গল বলে বেড়াতে থাকে। এটাই হলো নীচতা ও ইতরামো।"[৬০১]

আল্লাহভীরুদের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ

১০৯১. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা ঘামিয়ো না। শত্রুকে এড়িয়ে চলো। বিশ্বস্ত কিছু বন্ধু ছাড়া অন্যদের থেকে দূরে থেকো। একটি জাতির মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তির মতো দামি আর কেউ হতেই পারে না। আর আল্লাহকে ভয় না করে কেউ বিশ্বস্ত হতে পারে না। পাপাচারী লোকদের সঙ্গ গ্রহণ করবে না, তা হলে তারা তোমাকে পাপাচারে উসকে দেবে। অবিশ্বস্ত লোকের কাছে নিজের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবে না। যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।"[৬০২]

মিথ্যা বলার সুযোগ নেই

১০৯২. আবূ উবাইদা থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, মিথ্যা কখনোই কল্যাণকর নয়, চাই তা গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলা হোক অথবা ঠাট্টাচ্ছলে। জানোই তো, আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[৬০৩]

সুতরাং তোমরা কি মনে করো, মিথ্যা বলার আর কোনো সুযোগ আছে?[৬০৪]

সত্য বাদে সবকিছুকে এড়িয়ে চলার নির্দেশ

১০৯৩. আবুদ দিহকান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি লোক আহনাফ ইবনু কাইসের সঙ্গী হলো। তাঁকে বলতে লাগল, আমি কি (নিজের ভালো

---

[৬০১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৬০২] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬০৩] সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯।

[৬০৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

কাজগুলো উল্লেখ করার মাধ্যমে) আপনাকে উৎসাহিত করব না? আহনাফ বললেন, তুমি তো দেখছি নিজের প্রশংসা করে বেড়াচ্ছ। লোকটি বলল, নিজের প্রশংসা করছি মানে? তিনি বললেন, তুমি এমন কাজের জন্য প্রশংসা পেতে চাও, যা তুমি করোনি। লোকটি বলল, হে আবূ বাহর, আপনাকে আমি কিছু করতে বলব যতক্ষণ না... সে একটি কথা উল্লেখ করল। আহনাফ বললেন, ভাতিজা, যদি তোমার সামনে সত্য উপস্থাপন করা হয়, তার অনুসরণ করো। সত্য বাদে সবকিছুকেই এড়িয়ে চলবে।[৬০৫]

তিনটি ব্যাপারে কোনো অবহেলা নেই

১০৯৪. সুফইয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত। আহনাফ ইবনু কাইস বলেছেন, "তিনটি ব্যাপারে আমার কোনো অবহেলা নেই : ১. ঘরে মেহমান এলে (আপ্যায়নের জন্য) যা আছে তা-ই এগিয়ে দিই। ২. কোনো জানাযায় উপস্থিত হলে লোকটা কে, তা বিবেচনা করি না। ৩. স্বামীহীনা নারী আগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি।"[৬০৬]

ঘরে যা থাকে তা দিয়েই আপ্যায়ন করা

১০৯৫. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ঘরে যা আছে, তা মেহমানের সামনে পরিবেশন করাকে যে তুচ্ছ মনে করে, তার সর্বনাশ হোক। যারা তাদের সামনে (আপ্যায়নের জন্য) পরিবেশিত খাবারকে তুচ্ছ মনে করে, তাদেরও সর্বনাশ হোক।"[৬০৭]

লৌকিকতা প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা

১০৯৬. উসমান ইবনু শাবূর এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে একজন লোক এলেন। তখন সালমান ফারিসি ঘরে যা ছিল তা-ই (আপ্যায়নের জন্য) নিয়ে আসতে বললেন। রুটি ও লবণ পরিবেশন করা হলো। তিনি বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের লৌকিকতা প্রকাশ করতে নিষেধ না করতেন, তা হলে

---

[৬০৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬০৬] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬০৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আমি তা-ই করতাম।[৬০৮]

রোজাদারের দুআ

১০৯৭. হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِكُلِّ صَائِمٍ دَعْوَةً، فَإِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيَقُلْ عِنْدَ أَوَّلِ لُقْمَةٍ: يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، اغْفِرْ لِي

"প্রত্যেক রোজাদারের একটি দুআ থাকে। তাই যখন ইফতার করতে চাইবে তখন প্রথম লুকমা গ্রহণের সময় সে যেন বলে, হে পরম ক্ষমাশীল, আমাকে ক্ষমা করুন।"[৬০৯]

---

[৬০৮] ইবনু সায়িদ বলেছেন, হুসাইন অনুরূপ বলেছেন : একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। উসমান ইবনু শাবূর আবূ ওয়ায়িল থেকে, তিনি সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু সায়িদ বলেছেন, কাইস ইবনুর রাবি থেকে বেশ কয়েকজন এই হাদীস সন্দেহের সঙ্গে ও সন্দেহহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৬০৯] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

একাদশ অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইবাদাতের দরজা

ইফতারের দুআ

১০৯৮. মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতার করার সময় এই দুআ পাঠ করতেন—

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার জন্য সাওম রেখেছি, এবং তোমারই দেওয়া রিযক দিয়ে ইফতার করছি।"[৬১০]

মেহমানের জন্য ইফতারের দুআ

১০৯৯. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো পরিবারের সঙ্গে ইফতার করতেন, এই দুআ পাঠ করতেন—

[৬১০] আবূ দাউদ, সুনান, হাদীস নং ২৩৪১, হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

"রোজাদারগণ তোমাদের কাছে ইফতার করুক, ভালো মানুষেরা তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করুক এবং তোমাদের ওপর (রহমতের) ফেরেশতারা নাযিল হোক।" অথবা বলেছেন, وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ "ফেরেশতারা তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করুক।"[৬১১]

সাওম ইবাদাতের প্রবেশদ্বার

১১০০. দামরাতা ইবনু হাবীব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابًا، وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامُ

"প্রত্যেক জিনিসের (প্রবেশের) দরজা রয়েছে, ইবাদাতের দরজা হলো সাওম।"[৬১২]

ফেরেশতারা রহমত বর্ষণ করে

১১০১. হাবীব ইবনু যাইদের দাদি উম্মু উমারাতা বিনতু কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে এলেন। আমি তাঁর জন্য খাবার পরিবেশন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমিও খাও। আমি বললাম, আমি সাওম রেখেছি। তিনি তখন বললেন,

إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ

"রোজাদারের কাছে কেউ খাদ্য গ্রহণ করলে, সেই খাবার শেষ করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার ওপর রহমত বর্ষণ করে।"[৬১৩]

রোজাদারের ওপর শান্তি বর্ষণ করা হয়

১১০২. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "(রোজাদারের কাছে খাবার খাওয়া হলে), তার ওপর ফেরেশতারা শান্তি

---

[৬১১] হাদীসটির এই সনদ দুর্বল। এর সমার্থবোধক সহীহ হাদীস মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ আহমাদ, ৩/১১৮; ইবনু মাজাহ, সুনান, হাদীস নং ১৭৪৭। আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬১২] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৬১৩] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

"রোজাদারগণ তোমাদের কাছে ইফতার করুক, ভালো মানুষেরা তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করুক এবং তোমাদের ওপর (রহমতের) ফেরেশতারা নাযিল হোক।" অথবা বলেছেন, وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ "ফেরেশতারা তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করুক।"[৬১১]

সাওম ইবাদাতের প্রবেশদ্বার

১১০০. দামরাতা ইবনু হাবীব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابًا، وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامُ

"প্রত্যেক জিনিসের (প্রবেশের) দরজা রয়েছে, ইবাদাতের দরজা হলো সাওম।"[৬১২]

ফেরেশতারা রহমত বর্ষণ করে

১১০১. হাবীব ইবনু যাইদের দাদি উম্মু উমারাতা বিনতু কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে এলেন। আমি তাঁর জন্য খাবার পরিবেশন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমিও খাও। আমি বললাম, আমি সাওম রেখেছি। তিনি তখন বললেন,

إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهُ

"রোজাদারের কাছে কেউ খাদ্য গ্রহণ করলে, সেই খাবার শেষ করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার ওপর রহমত বর্ষণ করে।"[৬১৩]

রোজাদারের ওপর শান্তি বর্ষণ করা হয়

১১০২. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "(রোজাদারের কাছে খাবার খাওয়া হলে), তার ওপর ফেরেশতারা শান্তি

---

[৬১১] হাদীসটির এই সনদ দুর্বল। এর সমার্থবোধক সহীহ হাদীস মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ আহমাদ, ৩/১১৮; ইবনু মাজাহ, সুনান, হাদীস নং ১৭৪৭। আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬১২] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৬১৩] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

বর্ষণ করে।"[৬১৪]

হাড়জোড়ার তাসবীহ পাঠ

১১০৩. ইয়াযীদ ইবনু জালীল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রোজাদারের কাছে পানাহার করা হলে তার প্রতিটি হাড়জোড়া তাসবীহ পাঠ করে।"[৬১৫]

বিচার-দিবসের ভয়ে সাওম পালন

১১০৪. আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ছিলাম। এ সময় পানীয় নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন, উপস্থিত সবাইকে পান করাও। তারা বলল, আমরা সাওম রেখেছি। তিনি বললেন, আমি সাওম রাখিনি। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন—

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি উলট-পালট হবে।"[৬১৬]-[৬১৭]

---

[৬১৪] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬১৫] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।
[৬১৬] সূরা নূর : আয়াত ৩৭।
[৬১৭] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ঈমান ও আমলের সঙ্গে থাকা

যিকর যেভাবে পার্থক্য গড়ে দেয়

১১০৫. আবূ সাঈদ মাকবুরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কোন হাজি সবচেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে? তিনি বললেন, "যে হাজি বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করে।" লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, কোন মুসল্লি সবচেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে? তিনি বললেন, "যে মুসল্লি বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করে।" লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, কোন রোজাদার সবচেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে? তিনি বললেন, "যে রোজাদার বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করে।" লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, কোন মুজাহিদ সবচেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে? তিনি বললেন, "যে মুজাহিদ বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করে।"[৬১৮]

বাজারে গিয়ে আল্লাহর যিকর

১১০৬. আবুল আলা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি কিতাবে পড়েছি, "কোনো মুসলিম বান্দা বাজারে গিয়ে আল্লাহর যিকর করলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য ওই বাজারের লোকসংখ্যার সমপরিমাণ সাওয়াব লিখে দেন। এমনকি বোবা প্রাণীরাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"

---

[৬১৮] সনদ সহীহ, মুরসাল।

তিনি বলেন, আমি এই বক্তব্য আবূ নাদরা-র কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, "সত্যিই এমন-একজন মুসলিম বান্দা সম্পর্কে জানি, যিনি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই বাজারে আসতেন এবং বাজারের আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যিকর করতেন। তারপর ফিরে যেতেন।"[৬১৯]

যিকরবিহীন জায়গায় আল্লাহর যিকর করা

১১০৭. হুমাইদ ইবনু হিলাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ রিফাআ বাজারের উদ্দেশে বের হলেন। পথিমধ্যে একজন লোকের সাথে দেখা। সে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন? বারবার জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, আমি এমন জায়গায় মহান আল্লাহ তাআলার যিকর করি যেখানে তাঁর যিকর করা হয় না।[৬২০]

শ্রেষ্ঠ কথা

১১০৮. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَفْضَلِ الْكَلَامِ، لَيْسَ الْقُرْآنَ، وَهُوَ مِنَ الْقُرْآنِ،

"আমি কি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ কথা সম্পর্কে জানাব না? তা কুরআন নয়, কিন্তু কুরআনে তা রয়েছে :

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ মহামহিম, সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহই সবচেয়ে বড়ো।"[৬২১]

আল্লাহর নিয়ামাতের মূল্য

১১০৯. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلَمَ قَدْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتَهُ، وَلَا

[৬১৯] আবুল আলা থেকে বর্ণিত আসার।

[৬২০] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬২১] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ.

"কেউ আল্লাহ তাআলার নিয়ামাতের মূল্য বুঝতে চাইলে সে যেন তার চেয়ে নিম্ন অবস্থায় থাকা ব্যক্তির দিকে তাকায়; তার চেয়ে উচ্চ অবস্থায় থাকা ব্যক্তির দিকে যেন না তাকায়।"[৬২২]

নিয়ামাতের আলোচনা কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের পন্থা

১১১০. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা (আল্লাহর) নিয়ামাতের কথা বেশি বেশি উল্লেখ করো। কারণ এগুলোর আলোচনা করার দ্বারাই শুকরিয়া আদায় হয়।"[৬২৩]

বনি আদমের রয়েছে দুই ধরনের মনোবাসনা

১১১১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা দুই ধরনের : একটা আসে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে অপরটি শয়তানের পক্ষ থেকে। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আসা আকাঙ্ক্ষা তাকে কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধ করে, সত্যের সত্যায়ন করতে (সাহায্য করে) এবং অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়। আর শয়তানের পক্ষ থেকে আসা আকাঙ্ক্ষা তাকে খারাপ কাজের উস্কানি দেয়, সত্য অস্বীকার করতে (উদ্বুদ্ধ করে) এবং অন্তরে কুমন্ত্রণার সৃষ্টি করে।"[৬২৪]

আকাঙ্ক্ষা দুই ধরনের

১১১২. ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা দুই ধরনের : একটা আসে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে অপরটি আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। ফেরেশতার পক্ষ থেকে যে মনোবাসনা আসে তার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তার শুকরিয়া আদায় করো। আর শয়তানের পক্ষ থেকে যে মনোবাসনা সৃষ্টি হয় তার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।"[৬২৫]

---

[৬২২] হাদীসটির এই সনদ দুর্বল। তবে তা সহীহ সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

[৬২৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬২৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান। এটি মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

[৬২৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত। অন্য সনদে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশান্তি ও মুক্তি যেখানে

১১১৩. যুবাইদ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "প্রশান্তি ও মুক্তি রয়েছে দৃঢ়-বিশ্বাসে ও সন্তুষ্টিতে; সন্দেহ ও অসন্তুষ্টিতে থাকে কেবল দুশ্চিন্তা ও দুঃখ।"

তিনি আরও বলেছেন, "ভালো কথা বলো, তা দিয়ে তোমরা পরিচিতি পাবে; ভালো কাজ করো, তা হলে ভালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে; মানুষের দোষত্রুটির সংবাদ ছড়াতে যেয়ো না এবং গোপনীয় বিষয় প্রকাশ কোরো না।"[৬২৬]

চার ধরনের অন্তর

১১১৪. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মানুষের অন্তর চার ধরনের : ১. আচ্ছাদিত অন্তর, এটা হলো কাফিরের অন্তর; ২. উল্টোমুখী অন্তর, এই অন্তর ঈমান গ্রহণের পরও নোংরামি ও পঙ্কিলতার দিকে ফিরে যায়; ৩. উন্মুক্ত ও পরিষ্কার অন্তর, এই অন্তর প্রদীপের মতো আলো ছড়ায়, এটা হলো মুমিনের অন্তর; ৪. দ্বিমুখী অন্তর, এই প্রকারের অন্তরে ঈমান ও নিফাক (বা মুনাফিকি) একত্র হয়েছে; এই অন্তরে ঈমান হলো একটি উদ্ভিদের মতো, সুমিষ্ট পানি যাকে বাড়িয়ে তুলছে। আর নিফাক হলো একটি ফোঁড়ার মতো, পুঁজ ও দূষিত রক্ত যাকে বড়ো করে তুলেছে। এমন অন্তরে ঈমান বা নিফাকের যে-কোনো একটি প্রাধান্য পায়।"[৬২৭]

শুভ্র বিন্দুরূপে ঈমান

১১১৫. আবদুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "মানুষের অন্তরে ঈমান একটি শুভ্র বিন্দুরূপে প্রকাশ পায়; ঈমান বৃদ্ধি পেলে এই শুভ্রতাও বাড়ে। ঈমান পূর্ণতা পেয়ে গেলে গোটা অন্তর শুভ্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে নিফাক একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বিন্দুরূপে অন্তরে প্রকাশ পায়, নিফাক বৃদ্ধি পেলে অন্ধকারও বাড়ে। নিফাক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে গোটা অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আল্লাহর কসম, তোমরা যদি কোনো মুমিনের হৃদয় চিরে দেখো তা শুভ্র দেখতে পাবে এবং

[৬২৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।
[৬২৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান লি-গাইরিহি।

কোনো মুনাফিকের অন্তর চিরে দেখলে কালো দেখতে পাবে।”[৬২৮]

সর্বনিম্ন ঈমানদারের ঈমান

১১১৬. কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “কোনো কিতাবে পড়েছি, ডালিম যেভাবে দানা দিয়ে পূর্ণ থাকে, এই উম্মতের সর্বনিম্ন ঈমানদারের অন্তরও সেভাবেই ঈমান দিয়ে পূর্ণ থাকবে।”[৬২৯]

কেবল জানার জন্যই জানা

১১১৭. হাবীব ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “ইলম অর্জন করো, অনুধাবন করো এবং তা থেকে উপকৃত হও। নিজেকে সাজানোর জন্য ইলম অর্জন কোরো না। তা হলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ইলম বাড়লেও তা হবে ব্যবহার্য পোশাকের মতো, যা দিয়ে মানুষ (শুধুমাত্র) নিজেদের দেহ সজ্জিত করে।”[৬৩০]

অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী উপদেশ

১১১৮. ইয়াহইয়া ইবনু জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আউন ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ একবার মাসজিদে এসে আমাদের পাশে বসলেন। আমাদেরকে এমন উপদেশ দিলেন, যা আমরা আগে শুনিনি। তারপর বললেন, তোমাদের ওই মাসজিদটি কোথায় যেখানে সাহাবিগণ সালাত আদায় করতেন? আমরা তাঁকে ওই মাসজিদে নিয়ে গেলাম। তিনি ওজু করে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে বললেন, কোনো সৈনিক কি অসুস্থ আছে যাকে আমরা দেখতে যেতে পারি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে। আমরা ইয়াযীদ ইবনু মাইসারার কাছে এলাম। আমরা বসার পর তিনি আমাদের এমন উপদেশ দিলেন যা আমাদেরকে আগের উপদেশটি ভুলিয়ে দিল। ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা সোজা হয়ে বসে বললেন, বাহ, কী চমৎকার! আপনি (জ্ঞানের) একটি বিশাল সমুদ্র উপস্থিত করেছেন, তা থেকে বের করে এনেছেন একটি প্রশস্ত নদী। নদীর তীরে প্রচুর গাছ লাগিয়েছেন। গাছগুলো ফল দিলে নিজে খাবেন, অন্যদেরও খাওয়াবেন। আর ফল না দিলে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় লেগে যাবে একটি করে কুঠার। ইবনু মাইসারা আওনকে বললেন, তারপর?

---

[৬২৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৬২৯] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৩০] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আউন বললেন, তারপর গাছগুলো কেটে ফেলা হবে। ইবনু মাইসারা বললেন, তারপর? আউন বললেন, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। ইবনু মাইসারা চুপ হয়ে গেলেন, আর কোনো কথা বললেন না।

বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালিদ বলেছেন, উতবা ইবনু আবী হাকিমকে বলতে শুনেছি, আমি ওয়াসিতে[৬৩১] আউন ইবনু আবদিল্লাহর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, "আমার অন্তরে কোনো উপদেশই ততটা প্রভাব ফেলেনি যতটা প্রভাব ফেলেছে ইয়াযীদ ইবনু মাইসারার উপদেশ।"[৬৩২]

রহমত ছাড়া শুধু আমল দিয়ে জান্নাত লাভ অসম্ভব

১১১৯. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَنْ يَبْلُغَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ. قَالُوا: وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَلَا إِيَّايَ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ أَوْ تَسَعَنِي مِنْهُ عَافِيَتُهُ.

"কেউই তার আমলের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (সাহাবিগণ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও পারবেন না? তিনি বললেন, আমিও পারব না, যদি না আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর রহমত দিয়ে আবৃত করে নেন অথবা তাঁর ক্ষমা আমাকে বেষ্টিত করে না নেয়।"[৬৩৩]

কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

১১২০. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"ওই ব্যক্তির চেয়ে কার কথা উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।"[৬৩৪]

মা'মার থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন,

---

[৬৩১] ওয়াসিত : ইরাকের একটি শহর ও প্রশাসনিক এলাকা। বাগদাদের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।
[৬৩২] আউন ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত আসার।
[৬৩৩] হাদীসটির সনদ দুর্বল। এর সমার্থবোধক হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।
[৬৩৪] সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ৩৩।

তারপর বলতেন, "সে তো আল্লাহর প্রিয়ভাজন, সে তো আল্লাহর বন্ধু। সে তো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহর মনোনীত। সে তো দুনিয়াবাসীর মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়। সে আল্লাহ তাআলার যে ডাকে সাড়া দেয় মানুষকে সেই ডাকের প্রতিই আহ্বান জানায়। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে সে সৎকাজ করে। সে বলে, আমি প্রতিপালকের একজন অনুগত দাস। হ্যাঁ, এই লোকই আল্লাহর প্রতিনিধি।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

"নিশ্চয় যারা বলে 'আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক' তারপর এর ওপর অটল থাকে।"[৬৩৫]

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর বলতেন, "হে আল্লাহ, তুমি আমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তুমি আমাদেরকে ধীরস্থিরতা দান করো।"[৬৩৬]

আল্লাহর কিতাব বিকিয়ে খাওয়াকে তিরস্কার

১১২১. উবাইদুল্লাহ ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম-কে যে রাতে উঠিয়ে নেওয়া হলো সে রাতে তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে এলেন। বললেন, "আল্লাহর কিতাব বিক্রি করে খেয়ো না। যদি এ কাজ না করো, তা হলে তিনি তোমাদেরকে এমন-সব মিম্বারে বসাবেন, যার একটি পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম।"

আবদুল জাব্বার বলেছেন, এই মিম্বার হলো সেসব আসন যার কথা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন—

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

"যোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।"[৬৩৭]

এরপর ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়।[৬৩৮]

---

[৬৩৫] সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ৩০।

[৬৩৬] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৩৭] সূরা কামার : আয়াত ৫৫।

[৬৩৮] আবদুল জাব্বার ইবনু উবাইদিল্লাহ থেকে বর্ণিত আসার।

বিস্ময়কর তিনটি ব্যাপার

১১২২. আলি ইবনু রাবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "তিনটি ব্যাপার আমাকে খুব বিস্মিত করে : ১. মানুষ তার তাকদীর থেকে পালাতে চায়, অথচ তাকে তা গ্রহণ করতেই হবে। ২. মানুষ তার ভাইয়ের চোখে সামান্য দোষত্রুটি দেখলেও তাকে দোষারোপ করে; কিন্তু নিজের চোখে গাছের গুঁড়ি পড়লেও উপেক্ষা করে। ৩. তার বাহন যদি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাকে জোর খাটিয়ে দাঁড় করায়; কিন্তু নিজের একটু মাথাব্যথা হলেই আর দাঁড়াতে পারে না।"[৬৩১]

আলিমের পদস্খলনের ব্যাপারে সতর্কতা

১১২৩. আবদুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামীম দারি রদিয়াল্লাহু আনহু একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গল্প বলার জন্য অনুমতি চাইলেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা তো জবাই করে ফেলার মতো মারাত্মক! তামীম দারি রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তা হলে আমি সুস্থতা কামনা করি। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে অনুমতি দিলেন। একদিন উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পাশে বসলেন; তামীম দারি তখন তাঁর কথার মাঝে বললেন, আলিমের পদস্খলনকে ভয় করো। আলিমের পদস্খলন ব্যাপারটা কী তা জানার ইচ্ছা হলেও উমর রদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ, এতে অন্য শ্রোতাদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটতে পারে। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওঠার প্রয়োজন হলে ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বললেন, তিনি আলোচনা থেকে অবসর হলে তাকে জিজ্ঞেস করবে আলিমের পদস্খলন কী। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বসে থাকলেন; কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তামীম দারি রদিয়াল্লাহু আনহু আলোচনা শেষ করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সালাত খুব দীর্ঘ হতো। ইবনু আব্বাস ভাবলেন, পরে অন্য-কোনো সময়ে এসে জিজ্ঞেস করব। চলে গেলেন তখনকার মতো। পরে এসে দেখলেন তামীম দারি রদিয়াল্লাহু আনহু চলে গেছেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে গেল। তিনি ইবনু আব্বাসের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী করলে এটা? ইবনু আব্বাস ওজর দেখালেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, চলো আমার

[৬৩১] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

সঙ্গে। এ কথা বলে তিনি ইবনু আব্বাসের হাত ধরে তামীম দারির কাছে গেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আলিমের পদস্খলন কী? তিনি বললেন, আলিম কোনো ভুল করলেও, মানুষ তা গ্রহণ করে। পরে দেখা যায় যে, আলিম হয়তো ওই ভ্রান্তি থেকে তাওবা করেন, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা তা আঁকড়ে ধরে থাকে।[৬৪০]

ভালো কাজের সূচনা করার সাওয়াব

১১২৪. আবূ উবাইদা ইবনু হুযাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে একবার একজন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। কিন্তু উপস্থিত লোকজনের কেউ সাড়া দিল না। অবশেষে একজন লোক তাকে কিছু দিলেন। তাঁর দেখাদেখি সবাই দিল। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

مَنِ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرُ مُنْتَقِصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ، وَمَنِ اسْتَنَّ شَرًّا فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرُ مُنْتَقِصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

"কেউ যদি কোনো ভালো কাজের সূচনা করে, অতঃপর (সমাজে) ওই কাজটির প্রচলন ঘটে তা হলে সে নিজে তো সাওয়াব পাবেই; যারা তার (দেখাদেখি) কাজটি করে, তাদের সমপরিমাণ সাওয়াবও পাবে। তবে তাদের সাওয়াব থেকে কিছু পরিমাণও কমানো হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি খারাপ কাজের সূচনা করে, অতঃপর (সমাজে) ওই কাজটির প্রচলন ঘটে তা হলে সে নিজে তো গুনাহ পাবেই; যারা তার (দেখাদেখি) কাজটি করে, তাদের সমপরিমাণ গুনাহের ভাগীও সে হবে। তবে তাদের গুনাহ থেকে কিছু পরিমাণও কমানো হবে না।"[৬৪১]

উদাসীনতার চেয়ে অস্থিরতাই শ্রেয়

১১২৫. আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু একবার অসুস্থতার কারণে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আগে তো কখনও অসুস্থতার কারণে এতটা উদ্বিগ্ন হননি। তিনি

[৬৪০] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৪১] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/১৬৭, সনদ হাসান। অনুরূপ হাদীস সহীহ সনদেও বর্ণিত।

বলেন, "(অসুস্থতার কারণে আল্লাহর ইবাদাত থেকে) উদাসীন হয়ে পড়ার চেয়ে উদ্‌বিগ্ন থাকাটাই সমীচীন ও উপযুক্ত।"[৬৪২]

মূল্যবান উপদেশ

১১২৬. বাক্কার ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছেন, একজন ব্যক্তি ছিলেন তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মানুষ তাঁর কাছে ভিড় জমাত, তিনি তাদের উপদেশ দিতেন। একদিন মানুষ তাঁর কাছে সমবেত হলে তিনি বললেন, আমরা নাফরমানি ও ঔদ্ধত্যের ভয়ে দুনিয়া পরিত্যাগ করেছি, সম্পদ পরিত্যাগ করেছি এবং পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছি। তবু ভয় হয়, এই অবস্থায় আমাদের মধ্যে এত বেশি ঔদ্ধত্য ও নাফরমানি ঢুকে পড়ছে, যা বিত্তশালীদের মধ্যেও নেই। আমরা বাজারে কিছু কিনতে গেলে দ্বীনদারিতার কারণে বিশেষ খাতির পাই। কারও সঙ্গে দেখা হলেও ধর্মীয় অবস্থানের কারণে অভিনন্দন ও সম্মান জানানো হয়। তাঁর এই উপদেশবাণী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, এমনকি তখন যে বাদশাহ ছিলেন তাঁর কানেও তা পৌঁছল। তিনি বিস্মিতও হলেন, আগ্রহও বোধ করলেন। তাঁকে সালাম জানানো ও দেখার উদ্দেশে বাহনে চড়ে রওনা হলেন বাদশাহ। ওই ব্যক্তি বাদশাহকে আসতে দেখলেন। কেউ একজন বলল, ইনি হলেন বাদশাহ, আপনাকে সালাম জানানোর জন্য এসেছেন। তিনি বললেন, বাদশাহ এই কাজ কেন করছেন? লোকটি বলল, আপনি যে উপদেশবাণী বলেছেন তার জন্য। তিনি তাঁর খাদেমকে জিজ্ঞেস করলেন, খাবার-টাবার আছে কিছু? খাদেম বললেন, আপনার ইফতারের জন্য কিছু ফল আছে। তিনি ফলগুলো নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। খাদেম একটি চামড়ার পাত্রে ফলগুলো এনে তাঁর সামনে রাখলেন। তা থেকে খেতে শুরু করলেন তিনি। অথচ তিনি (নফল) সাওম রাখতেন, দিনের বেলায় কিছু খেতেন না। বাদশাহ এসে সালাম দিলেন তাঁকে। তিনি খুব নিচুস্বরে সালামের জবাব দিয়ে ফলগুলো খেয়েই যেতে থাকলেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, ওই লোকটি কোথায়? অন্যরা বলল, এই লোকই তিনি। বাদশাহ বললেন, ইনি সাওম রাখেননি? অন্যরা বলল, জি না। বাদশাহ বললেন, এই লোকের কাছে কোনো কল্যাণ নেই। এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন। এই বুযুর্গ

[৬৪২] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৯০, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ব্যক্তি বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আপনাকে যে উপায়ে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন সে উপায়েই ফিরিয়ে নিয়েছেন।[৬৪৩]

বাদশাহকে এড়িয়ে যাওয়া

১১২৭. উমর ইবনু আবদির রহমান ইবনু মিহরাব থেকে বর্ণিত, তিনি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছেন, বাদশাহ ওই ব্যক্তির মুজাহাদা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সম্পর্কে জানতে পেরে বললেন, আমি অমুক দিন তাঁর কাছে যাব। এই সুসংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। ওই দুনিয়াবিমুখ লোকটির কাছেও গোপন রইল না। যেদিন বাদশাহর আসার কথা, সেদিন তিনি তাঁর সালাত আদায় করার জায়গাটির সামনে বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন। পাশে একটি ঝুড়িতে থাকল সবজি, তেল ও মটরশুঁটি। তিনি চোখ তুলে তাকাতেই দেখলেন যে, তাঁর মুখোমুখি বাদশাহ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সঙ্গে একদল লোক। তারা তাঁকে এমনভাবে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, যেন মাটিতে আর জায়গাই নেই। দুনিয়াবিমুখ লোকটি সবজি ও খাদ্য একত্র করে বড়ো দলা বানিয়ে তেলে ডোবালেন। তারপর বড়ো বড়ো লুকমা দিয়ে খেতে লাগলেন। মাথা নিচের দিকেই দিয়ে রাখলেন, কে তাঁর কাছে এসেছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ওই সঙ্গী কোথায়? লোকেরা বলল, ইনিই তিনি। বাদশাহ তাঁর উদ্দেশে বললেন, আপনি কেমন লোক? তিনি ওই খাবার খেতে খেতেই জবাব দিলেন, আমি সাধারণ মানুষের মতোই। এ কথা শুনে বাদশাহ ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। বললেন, এই লোকের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। বাদশাহ চলে যাওয়ার পর দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিটি বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার নিন্দা করা অবস্থায় বাদশাহকে ফিরিয়ে নিলেন।[৬৪৪]

ফিতনার আশঙ্কায় গোশত পরিহার

১১২৮. বাক্কার ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছেন, যুগের শ্রেষ্ঠ একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে বাদশাহর সামনে উপস্থিত করা হলো। মানুষকে এই বাদশাহ শূকরের মাংস

---

[৬৪৩] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আসার।

[৬৪৪] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আসার এবং এর সনদ সহীহ। আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৪৮, ৪৯।

খেতে বাধ্য করতেন। এই (আল্লাহভীরু) ব্যক্তিকে নিয়ে আসার পর তাঁর প্রতি লোকেরা সম্মান প্রদর্শন করল, তবে তাঁকে (প্রাসাদে) দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। বাদশাহর পুলিশ-বাহিনীর প্রধান তাঁকে বললেন, আপনি একটি ছাগলছানা নিয়ে আসুন। সেটি জবাই করে হালাল করে দিন, যেন এর গোশত খাওয়া আপনার জন্য হালাল হয়। তারপর এ ছাগলের গোশত আমার কাছে রাখুন। বাদশাহ যখন আপনার জন্য শূকরের মাংস নিয়ে আসতে বলবেন, আমি তখন ছাগলের এই গোশত নিয়ে যাব। আপনি তা খাবেন। ফলে তিনি একটি ছাগলছানা জবাই করে পুলিশ-প্রধানের হাতে তুলে দিলেন। বাদশাহ তাঁকে নিয়ে আসা গোশত খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন তিনি। পুলিশ-প্রধান তখন তাঁকে চোখ টিপে ইশারায় বোঝালেন এটা ছাগলেরই গোশত, তিনি যেন খেয়ে নেন। তারপরও তিনি এই গোশত খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে বাদশাহ পুলিশ-প্রধানকে নির্দেশ দিলেন এই বুযুর্গ ব্যক্তি হত্যা করে ফেলতে। পুলিশ-প্রধান তাঁকে বাদশাহর দরবার থেকে বের করে নিয়ে আসার পর বললেন, খেলেন না কেন? ওটা তো ওই ছাগলছানার গোশতই ছিল। আপনি কি ভেবেছেন আমি গোশত পাল্টে এনেছি? বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, না, তা ভাবিনি। আমি জানি এটা ওই গোশতই। কিন্তু এতে মানুষ বিপদ ও ফিতনায় জড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা হলো। তাদের কাউকে যখন শূকরের মাংস খেতে বলা হবে, সে ভাববে যে, অমুক ব্যক্তি তা খেয়েছেন, তাই আমি খেলেও কোনো সমস্যা নেই। আমার জন্য ভালোই হবে। এভাবে আমি লোকজনের ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াব। তাই এই গোশত খাইনি। তারপর তাঁকে হত্যা করে ফেলা হলো। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।[৬৪৫]

নেতৃস্থানীয় লোকদের জন্য সতর্কতা

১১২৯. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর আজাদকৃত গোলাম আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর গায়ে গিরিমাটি দিয়ে রাঙানো দুটি কাপড়। তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রঙিন কাপড় যে? তালহা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সমস্যা নেই।

[৬৪৫] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আসার এবং এর সনদ হাসান। আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/৫৪।

মাটিতে চোবানোর কারণে অমন দেখাচ্ছে। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনারা হলেন নেতা, মানুষ আপনাদের অনুসরণ করে। কোনো মূর্খ লোক যদি আপনাকে হারাম-শরিফে রঙিন কাপড় পরা অবস্থায় দেখে, সে নিজেও একই কাজ করবে। বলবে, হে লোকেরা, তালহা যখন ইহরাম অবস্থায় রঙিন কাপড় পরেছেন, তা হলে তোমরা পরলেও কোনো সমস্যা নেই।[৬৪৬]

মাসজিদে সংক্ষিপ্ত ও বাড়িতে দীর্ঘ সালাত

১১৩০. মুসআব ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহু মাসজিদে সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করতেন, রুকূ-সাজদা (ধীরস্থিরভাবে) পূর্ণ করতেন। কিন্তু বাড়িতে সালাত আদায় করতেন দীর্ঘ। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, আমরা হলাম অনুসরণীয় ব্যক্তি। লোকে আমাদের যা করতে দেখবে, নিজেরাও তা-ই করবে।[৬৪৭]

সমাজে কোনো কাজের প্রচলন করলে

১১৩১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

"তখন প্রত্যেকে জানবে সে অগ্রীম কী পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখে গেছে।"[৬৪৮]

যিয়াদ ইবনু আবী মারইয়াম থেকে বর্ণিত, এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "অর্থাৎ, তার কারণে যে সমস্ত কল্যাণকর বা খারাপ কাজের প্রচলন হয়েছে, তার মৃত্যুর পরও (তা অব্যাহত আছে)। (সে যদি) কল্যাণকর কাজ চালু করে যায়, তবে নিজে তো সাওয়াব পাবেই। এমনকি যারা তার অনুসরণ করেছে, তাদের সমপরিমাণ সাওয়াবও পাবে, যদিও অনুসারীদের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। আর খারাপ কাজ হলে সে নিজে তো গুনাহগার হবেই। যারা তার অনুসরণ করেছে তাদের গুনাহের ভাগীও সে হবে, যদিও তাদের গুনাহ থেকে কিছুমাত্র কমানো হবে না।[৬৪৯]

---

[৬৪৬] মালিক, মুওয়াত্তা, ১/৩২৬। হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৪৭] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৪৮] সূরা ইনফিতার : আয়াত ৫।

[৬৪৯] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

যৌবনকালে ভালো কাজের মূল্য

১১৩২. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারও যৌবনকালে করা কোনো আমল যদি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর কোনো সমস্যার কারণে করতে না পারে, তা হলে এটাই স্বাভাবিক যে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেবেন। আর কোনো ব্যক্তি যদি যৌবনকালে আমলে শিথিলতা করে এবং বৃদ্ধ বয়সে কোনো কারণে ওই আমল শুরু করে, তা হলে এটাই স্বাভাবিক যে, তাকে ওই শিথিলতা থেকে রক্ষা করা হবে।[৬৫০]

শয়তানের সঙ্গে মোকাবিলা

১১৩৩. ইয়াযীদ ইবনু কুসাইত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিজ নিজ কওমের বাইরে প্রত্যেক নবিরই মাসজিদ থাকত। যখন নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবের কাছ থেকে কোনো সংবাদ জানতে চাইতেন, মাসজিদে চলে যেতেন। সেখানে আল্লাহ তাঁর জন্য যতটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু সালাত পড়তেন। তারপর মনে যা উদিত হতো তা আল্লাহর কাছে চাইতেন। একবার নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাসজিদে বসে আছেন, এ সময় আল্লাহর শত্রু (শয়তান) এল এবং তাঁর ও কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিবন্ধক হয়ে বসল। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ 'নিশ্চয় আমি শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' তখন আল্লাহর শত্রু বলল, আপনি যার থেকে পানাহ চান তাকে কি দেখেছেন? এটাই সে। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ' নিশ্চয় আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' নবিজি এই কথাটি তিনবার বললেন। আল্লাহর শত্রু বলল, কীসে আপনাকে আমার থেকে রক্ষা করে? নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, أَخْبِرْنِي بِأَيِّ شَيْءٍ تَغْلِبُ ابْنَ آدَمَ؟ 'তুমিই বলো কী দিয়ে তুমি বনি আদম (মানুষকে) পরাজিত করো।' নবিজি আল্লাহর শত্রুকে তার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেও নবিজিকে প্রতিশ্রুতি দিল। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 'বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনোই ক্ষমতা

[৬৫০] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

থাকবে না।'[৬৫১] আল্লাহর শত্রু বলল, আপনার জন্মেরও আগে আমি এই বাক্য শুনেছি। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তা হলে আল্লাহর আশ্রয় নেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৬৫২] আল্লাহর কসম, যখনই আমি তোমার উপস্থিতি টের পেয়েছি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছি। আল্লাহর শত্রু বলল, আপনি সত্য বলেছেন; এর দ্বারাই আপনি আমার থেকে রক্ষা পান। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, فَأَخْبِرْنِي بِأَيِّ شَيْءٍ تَغْلِبُ ابْنَ آدَمَ؟ 'এখন আমাকে বলো কী দিয়ে তুমি বনি আদমকে পরাস্ত করো।' আল্লাহর শত্রু বলল, রাগের সময় ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নার সময় আমি তাকে পাকড়াও করি (ফলে সে পরাজয় বরণ করে)।[৬৫৩]

শয়তান মানুষকে যেভাবে পরাস্ত করে

১১৩৪. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আবিদ বান্দা ধারাবাহিকভাবে সফর করে বেড়াতেন। শয়তান তাঁকে যৌনলিপ্সা, কামনা ও ক্রোধ দিয়ে পরাস্ত করতে চেয়েও পেরে উঠল না। একদিন ওই আবিদ সালাত পড়ছিলেন। তখন শয়তান একটি সাপের আকার ধারণ করে তাঁর পা ও দেহ পেঁচিয়ে ধরল এবং তাঁর মাথার কাছে মাথা ওঠাল। কিন্তু তিনি ফিরেও তাকালেন না, সালাত পড়ে চললেন। তিনি সাজদা দিতে চাইলে সাপটি তাঁর সাজদার জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকল। আবিদ সাজদার জায়গা মাথা রাখতেই সাপরূপী শয়তান তাকে দংশন করে যেতে থাকল। তারপরও আবিদ সাজদার জন্য মাথা দৃঢ়ভাবে জমিনে রাখলেন। শয়তান তখন বলল, আমি আপানর সেই সঙ্গী—আপনাকে আমি ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম। যৌনলিপ্সা, কামনা ও ক্রোধ দিয়েও আপনাকে বশ করতে পারিনি, হিংস্র জন্তু ও সাপের আকার ধারণ করেও পারিনি। আজ থেকে আমি আপনার বন্ধু। আজকের পর থেকে কখনও আপনাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করব না। আবিদ বললেন, কোনো প্রয়োজন নেই। আজকে তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছ, আলহামদু লিল্লাহ, আমি তোমাকে ভয়ই পাই। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতার কোনো

---

[৬৫১] সূরা হিজর : আয়াত ৪২।

[৬৫২] সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ৩৬।

[৬৫৩] ইয়াযীদ ইবনু কুসাইত থেকে বর্ণিত আসার।

প্রয়োজন আমার নেই। শয়তান বলল, আপনি যা খুশি আমাকে প্রশ্ন করুন, আমি তার জবাব দেব। আবিদ বললেন, তুমি আমার থেকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন শুনতে চাও? শয়তান বলল, আপনার সম্পদ আপনার মৃত্যুর পর তা কীভাবে ব্যয় করা হবে, শুনবেন? আবিদ বললেন, আমি কোনো সম্পদই রেখে যাব না। শয়তান বলল, তা হলে আপনার পর আপনার পরিবারের কে কে মারা যাবে, সেটা? আবিদ বললেন, তা জেনে কোনো কাজ নেই। শয়তান বলল, আমি বনি আদমকে কীভাবে পথভ্রষ্ট করি, সেটা শুনবেন? আবিদ বললেন, অবশ্যই। শয়তান বলল, তিনটি চারিত্রিক বিষয়ে তারা যদি সংযম অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ করতে না পারে তা হলে আমরা তাদের ওপর বিজয়ী হই। ১. কৃপণতা, ২. ক্রোধ, ৩. নেশা। কৃপণের চোখে তার সম্পদ কম দেখাই, মানুষের সম্পদের প্রতি তাকে লোভী করে তুলি। ক্রুদ্ধ লোককে আমাদের চোখে চোখে এমনভাবে ঘোরাই, যেভাবে শিশুরা নিজেদের মধ্যে বল ঘোরায়। সে যদি দুআ করে মৃতকে জীবিত করানোর মতো আবিদও হয়, তবু আমরা তার ব্যাপারে নিরাশ হই না। কেননা সে যে (দৃঢ়তার পাহাড়) গড়ে তোলে, আমাদের একটি কথার দ্বারাই সেটা আবার ধসিয়ে দেয়। আর মাতালকে আমরা তাকে সব ধরনের ক্ষতির দিকে নিয়ে যাই, ঠিক যেভাবে কেউ ছাগলছানাকে কান ধরে যেদিকে খুশি নিয়ে যায়।[৬৫৪]

আল্লাহভীতির প্রশান্তি

১১৩৫. আবদুল ওয়াহহাব ইবনুল ওয়ারদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে আইয়ূব, জানো কি? আমার কিছু বান্দা রয়েছে, যারা আলিম, প্রজ্ঞাবান ও বাগ্মী। আল্লাহ-ভীতি তাদের প্রশান্ত করে রেখেছে।[৬৫৫]

আলিমের পদস্খলন সবচেয়ে বড়ো ফিতনা

১১৩৬. উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী জাফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে রূহুল্লাহ, কালিমাতুল্লাহ, কোন লোকের ফিতনা সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর? তিনি বললেন, আলিমের পদস্খলন। আলিমের পদস্খলনের মাধ্যমে কয়েকটি পৃথিবীর পদস্খলন ঘটে।[৬৫৬]

---

[৬৫৪] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আসার এবং এর সনদ হাসান।

[৬৫৫] আবদুল ওয়াহহাব ইবনুল ওয়ারদ থেকে বর্ণিত আসার।

[৬৫৬] উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী জাফর থেকে বর্ণিত আসার।

যুগবিধ্বংসী তিনটি বিষয়

১১৩৭. যিয়াদ ইবনু হুদাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "তিনটি বিষয় যুগকে ধসিয়ে দেয় : আলিমের পথভ্রষ্টতা, কুরআন নিয়ে মুনাফিকের বাগ্‌বিতণ্ডা এবং পথভ্রষ্টকারী ইমাম।"[৬৫৭]

আইয়ূব আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে যুবকের কথা

১১৩৮. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা একবার খবর পেলেন যে, বনু সাহম গোত্রের ফটকের এক প্রান্তে একটি মজলিস বসে, সেখানে কুরাইশের লোকেরা বসে ঝগড়াঝাঁটি করে, তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে ওঠে। ইবনু আব্বাস আমাকে বললেন, আমাকে তাদের কাছে নিয়ে চলো। আমরা গেলাম এবং তাদের পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, আইয়ূব আলাইহিস সালাম-এর অসুস্থাবস্থায় জনৈক যুবক তাঁকে যেসব কথা বলেছিল, তুমি তাদের সেসব কথা শুনিয়ে দাও। যুবক বলেছিল, হে আইয়ূব, মহান আল্লাহর বড়োত্ব ও মৃত্যুর স্মরণের মধ্যে এমন কিছু কি নেই যা আপনার জবানকে ক্লান্ত করে, আপনার অন্তরকে ছিন্নভিন্ন করে এবং আপনার যুক্তিকে অর্থহীন করে দেয়? হে আইয়ূব, আপনি কি জানেন না, আল্লাহ তাআলার এমন বান্দারা রয়েছেন, আল্লাহভীতি যাঁদের প্রশান্ত করে রাখে; অথচ তাদের অক্ষমতা নেই, তারা বোবাও নয়? তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রজ্ঞাবান, বাগ্মী, সাবলীলভাষী, বুদ্ধিমান, আল্লাহ ও আল্লাহর নির্দশন সম্পর্কে জ্ঞানী। কিন্তু তারা যখন আল্লাহর বড়োত্ব স্মরণ করেন তাঁদের হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তাঁদের জিহ্বা অসাড় হয়ে পড়ে, আল্লাহর ভয়ে ও আল্লাহর সম্মানের কথা চিন্তা করে তাদের বুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। তাঁরা এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পর ভালো ও পবিত্র কাজের দ্বারা আল্লাহ-মুখী হন। তাঁরা নিজেদের আমলের পরিমাণকে বেশি মনে করেন না, অল্প আমলে সন্তুষ্টও থাকেন না। তাঁরা নিজেদের ভাবেন জুলুমকারী ও ভ্রান্ত। অথচ তাঁরা কলুষতামুক্ত, সৎ ও শ্রেষ্ঠ, যদিও তাঁরা থাকেন জালিম ও পাপাচারীদের সঙ্গে। তাঁরা বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী, অথচ তাঁরা হালকা-পাতলা ও বিনম্র। মূর্খরা তাদের দেখে বলে, এরা তো অসুস্থ। অথচ তাঁরা অসুস্থ নন। (যারা

[৬৫৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১৪৩, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ঝগড়াঝাঁটি করছে) তারা ভয়াবহ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে।[৬৫৮]

যে ব্যাপারে প্রত্যেকেই নির্বোধ

১১৩৯. সুলাইমান ইবনুল মুগীরা থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ ইবনু শিখখির রহিমাহুল্লাহ বলতেন, "মানুষ ও তার মহান রবের মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে, সে (সম্পর্ক মূল্যায়ন করার) ব্যাপারে প্রত্যেকেই নির্বোধ। তবে নির্বুদ্ধিতার তারতম্য ও কমবেশ রয়েছে।"[৬৫৯]

আত্মজ্ঞান কমে যাওয়া

১১৪০. মুতাররিফ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নিজেদের সম্পর্কে বনি আদমের জ্ঞান কমে গেছে, ফলে তাদের জীবনযাপন হয়ে উঠেছে ভোগবিলাসপূর্ণ।"[৬৬০]

কবুল না হওয়ার আশঙ্কায় দুঃখবোধ

১১৪১. সুলাইমান ইবনুল মুগীরা থেকে বর্ণিত, ইউনুস ইবনু উবাইদ বলেছেন, "হাসান বসরির চেয়ে বেশি দুঃখবোধ করতে আমি আর কাউকে দেখিনি।"

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমরা হাসাহাসি করি, অথচ এই বিষয়টি স্মরণে রাখি না যে, আল্লাহ তাআলা অনেক-সময় আমাদের আমলগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর তা বাতিল করে দেন।"[৬৬১]

অবিশ্রান্ত আমলকারী

১১৪২. সুলাইমান ইবনুল মুগীরা তাঁদের এক সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবূ মুসলিম খাওলানি রহিমাহুল্লাহ বৃদ্ধ ও ন্যুব্জ হয়ে যাওয়ার পর একজন লোক তাঁকে বললেন, আপনি আগে যে আমল করেন তা এখন কিছুটা কমিয়ে দিলেই তো হয়! জবাবে তিনি বললেন, আচ্ছা, ঘোড়-দৌড়ের মাঠে তো তোমরা ঘোড়সওয়ারদের বলো যে, ঘোড়াগুলোর প্রতি সদয় হতে, তাদের জিরাতে দিতে। কিন্তু গন্তব্য দেখে ফেলার পর সেসব কথা আর বোলো না। তাই

---

[৬৫৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৫৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৬৬০] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৬১] তাহযীবুল কামাল, ৩২/৫১৮, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

না? লোকটি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, আমি আমার গন্তব্য দেখে ফেলেছি। (তাই বিশ্রাম চাই না)।"[৬৬২]

দেহের কারামত

১১৪৩. আবদুর রহমান ইবনু সারওয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ ইবাদাতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন। তীব্র গরমের সময়ও সাওম রাখতেন। এমনকি তার দেহ প্রথমে সবুজ, তারপর হলুদ বর্ণ ধারণ করত। এই অবস্থা দেখে আলকামা ইবনু কাইস তাঁকে বললেন, কেন যে দেহটাকে এত শাস্তি দেন! কেন যে দেহটাকে এত কষ্ট দেন! তিনি বললেন, কাজটাই তো পরিশ্রমের, তাই পরিশ্রম না করে উপায় আছে?" অন্য একজন বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, আমি এই দেহের কারামত দেখতে চাই।"[৬৬৩]

ইবাদাতগুজার সন্তান

১১৪৪. সাবিত জামহি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু একবার দেখলেন তাঁর ছেলে অনেকক্ষণ ধরে সাজদায় পড়ে আছে। এই অবস্থা দেখে তিনি ঘরের চারপাশে সাত বার চক্কর দিলেন। তারপরও তাঁর ছেলে সাজদা থেকে মাথা তুলল না। পরে তিনি ছেলেকে বললেন, ছেলে আমার, তুমি যদি তোমার সামর্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে! জীবনের হিসাব তো আর কেউ জানে না। ছেলে বলল, ওই জীবন দিয়ে করবটা কী? আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ঠিক আছে, যাও, "তোমার যা খুশি করো।"[৬৬৪]

চাঁদের কান্না

১১৪৫. ইবনু তারিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম তিনি সাজদায় পড়ে কাঁদছেন। থমকে দাঁড়ালাম তা দেখে। তিনি মাথা তোলার পর বললেন, অবাক হচ্ছ নাকি? এ কথা বলে তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয় ওই চাঁদও আল্লাহর ভয়ে কাঁদে।"[৬৬৫]

---

[৬৬২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬৬৩] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬৬৪] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬৬৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ইবাদাতে পরিশ্রমের পরও জাহান্নামে যাওয়ার আশঙ্কা

১১৪৬. আনবাসাহ ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইসকে বলা হলো, আপনি যে এত বেশি আমল করছেন, এগুলো ছাড়াও তো জান্নাত পাওয়া সম্ভব। জাহান্নাম থেকেও বেঁচে থাকা সম্ভব। তিনি বললেন, এর নিশ্চয়তা কী? এত পরিশ্রম করার পরও তো জাহান্নামে যেতে পারি।"[৬৬৬]

নিজের কাছে জবাবদিহিতা

১১৪৭. সুলাইমান ইবনুল মুগীরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বসরার এক অধিবাসী ইবাদাতে অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। সবাই তাঁকে কিছু আমল ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলত। একবার তাঁকে বলা হলো, নিজেকে একটু রেহাই দিন না! তিনি বললেন, আমার মহান রবের পক্ষ থেকে যদি কোনো দূত এসে জানান যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে কোনো শাস্তি দেবেন না, তারপরও আমি ইবাদাতে পরিশ্রম করব। মানুষ বলল, তা কেন? তিনি বললেন, কারণ আমি নিজেই নিজের জবাবদিহি করি।"[৬৬৭]

কৃতকর্মের জন্য লজ্জা

১১৪৮. মু'তামির ইবনু সুলাইমান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা আমাদের এক মুমূর্ষু বন্ধুকে দেখতে গেলাম। খুবই অস্থির ও উদ্‌বিগ্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে। ব্যাপারটা আমাকে পীড়া দিল। বললাম, এত উদ্‌বিগ্ন কেন? তিনি বললেন, হব না? হওয়াই তো উচিত। আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করার ঘোষণাও আসে, তা হলেও নিজের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর সামনে আমার লজ্জা হবে।"[৬৬৮]

নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হওয়া

১১৪৯. আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, "তিনি একজন লোককে বললেন, হে অমুকের পিতা, আপনি কি এমন অবস্থায় আছেন যে আপনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, আপনি কি এমন অবস্থায় উপনীত

---

[৬৬৬] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৬৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর বর্ণনাকারী অজ্ঞাত।

[৬৬৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১০৩। সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

হতে চান যাতে আপনি সন্তুষ্ট? লোকটি বলল, তা এখনও ভাবিনি আমি। তিনি বললেন, আপনি কি মৃত্যুর পর এমন আবাস কামনা করেন যাতে আপনি সন্তুষ্ট? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, তা হলে কি নিশ্চিত যে মৃত্যু আপনার কাছে আসবে না? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, কোনো বুদ্ধিমান লোককে কখনও আপনার এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে দেখিনি।”[৬৬৯]

রাতে ও দিনে আমলের নির্দেশ

১১৫০. সুলাইমান ইবনুল মুগীরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাযউরের দুই বোন উম্মু সাফিয়্যা ও হুনায়দা বলেছেন, “মাযউর যখন শামের উদ্দেশে রওনা হলেন, আমরা তাঁকে বললাম, আমাদের কিছু উপদেশ দিয়ে যান। তিনি বললেন, হে আমার বোনেরা, তোমরা রাতেও আমল করো, দিনেও আমল করো। এর কারণ তোমরা ভালো করেই জানো।”[৬৭০]

আল্লাহই মানুষ সম্পর্কে ভালো জানেন

১১৫১. সাবিত বুনানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন মাযউরের সঙ্গে বসে ছিলাম। তখন আমাদের পাশ দিয়ে একজন লোক গেল। সে (আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে) বলল, কেউ যদি দুজন জান্নাতী মানুষকে দেখতে চায় তারা যেন এই দুইজনকে দেখে। খেয়াল করলাম, এ কথা শুনে মাযউরের চেহরায় অসন্তুষ্টি ফুটে উঠেছে। তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের সম্পর্কে জানো, তারা জানে না।[৬৭১]

সন্দেহগ্রস্তের পরিচয়

১১৫২. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সৎ বান্দারা চলে যাবে, সন্দেহগ্রস্তরা থেকে যাবে। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, কারা সন্দেহগ্রস্ত, হে আবূ আবদুর রহমান? তিনি বললেন, যারা সৎকাজের আদেশ করে না এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় না।[৬৭২]

---

[৬৬৯] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৭০] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৫৮৭। হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৭১] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৫৮৭। হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৭২] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আমলকারীদের জন্য উত্তম যুগ

১১৫৩. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে (ইবাদাত-বন্দেগি) যা কিছুর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তার কিছুই এখন আর দেখি না। কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলাটা বাকি আছে। আমরা বললাম, হে আবূ হামযা , সালাতও নয়! তিনি বললেন, তোমরা সূর্যাস্তের সময় সালাত পড়েছ। তা কি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাত? তারপরও আমি মনে করি, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের পর আমলের দিক দিয়ে তোমাদের এই যুগই সবচেয়ে উত্তম।[৬৭৩]

গুরাবারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা

১১৫৪. সুলাইমান ইবনু হুরমুয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ওয়াহতে[৬৭৪] আবদুল্লাহ ইবনু আমরের কাছে গেলাম। একবার তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় বান্দা হলো অচেনারা। বলা হলো, অচেনা কারা? তিনি বললেন, যারা তাদের দ্বীন নিয়ে পালিয়ে বাঁচে। তারা ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম-এর সঙ্গে মিলিত হবে।[৬৭৫]

অন্তরের মৃত্যুই আলিমের শাস্তি

১১৫৫. মালিক ইবনু দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে আলিমের শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, অন্তরের মৃত্যুই আলিমের শাস্তি। আমি বললাম, অন্তরের মৃত্যু কী? তিনি বললেন, আখিরাতের কর্ম দিয়ে দুনিয়া তালাশ করা।[৬৭৬]

শিশুদের মতো হেফাজতে থাকার দুআ

১১৫৬. উসমান ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই হাদীস থেকে জেনেছি যে, একজন নবি এভাবে দুআ করতেন :

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيَّ

[৬৭৩] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, হাদীস নং ৫০৬; তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৪৪৭।
[৬৭৪] ওয়াহ্ত : তায়িফের একটি গ্রাম।
[৬৭৫] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬৭৬] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

"হে আল্লাহ, তুমি শিশুদের যেভাবে হেফাজতে রাখো সেভাবে আমাকেও হেফাজতে রাখো।"[৬৭৭]

কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

১১৫৭. আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

'তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।'[৬৭৮]

সালিম ইবনু আজলান থেকে বর্ণিত। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাঈদ ইবনু জুবাইর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "এখানে الْأَيْدِي শব্দের অর্থ কর্মশক্তি। الْأَبْصَار-এর অর্থ দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে দূরদর্শিতা।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا

'সে হবে নেতা ও স্ত্রীবিরাগী।'[৬৭৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাঈদ ইবনু জুবাইর বলেছেন, "এখানে السَّيِّد অর্থ যিনি আল্লাহর আনুগত্য করেন, কিছুতেই তাঁর অবাধ্য হন না। এবং الْحَصُور অর্থ যিনি যৌনতৃপ্তি মেটান না।"[৬৮০]

---

[৬৭৭] উসমান ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত আসার। ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২১৬।

[৬৭৮] সূরা সোয়াদ : আয়াত ৪৫। এই আয়াতে ইবরাহীম, ইয়াকূব ও ইসহাক আলাইহিমুস সালাম-এর কথা বলা হয়েছে।

[৬৭৯] সূরা আ ল ইমরান : আয়াত ৩৯। এ কথা ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

[৬৮০] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

কর্মের প্রতি সচেতন হওয়া

মৃত্যুর পর যা ঘটবে

১১৫৮. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ

"এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে।"

সাবিত ইবনু আজলান থেকে বর্ণিত, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দাহহাক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুটি ব্যাপার একত্রে ঘটবে : মানুষ তার দেহকে প্রস্তুত করবে এবং ফেরেশতারা তার আত্মাকে প্রস্তুত করবে।"[৬৮১]

মৃত্যুর সময় পা জড়িয়ে যাওয়া

১১৫৯. আবূ মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মৃত্যুর সময় মানুষের পা দুটি জড়িয়ে যাবে।"[৬৮২]

কবুল হওয়ার মতো আমল করেনি

১১৬০. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

---

[৬৮১] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ২৯/১২২, সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬৮২] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ২৯/১২৩, সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব (নিষ্ফল করে দেব)।'[৬৮৩]

লাইস ইবনু আবী সুলাইম থেকে বর্ণিত, এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তারা এমন কোনো ভালো কাজ করেনি, যা কবুল করা যেতে পারে।"[৬৮৪]

মুসলিমদের তাওবার সুযোগ বন্ধ হয় যে কারণে

১১৬১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ

"তাওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দকাজ করে, অবশেষে তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি।'[৬৮৫]

সুফইয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একজন মুফাসসির বলেছেন, "এখানে মুসলিমদের কথা বলা হয়েছে। কারণ, আয়াতের পরবর্তী অংশেই বলা হয়েছে— وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ "এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়।"[৬৮৬]

তাওবা কবুল হওয়ার সময়

১১৬২. ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওবা গৃহীত হয়।"[৬৮৭]

তাওবাকারীর প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল

১১৬৩. আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

---

[৬৮৩] সূরা ফুরকান : আয়াত ২৩।

[৬৮৪] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৮৫] সূরা নিসা : আয়াত ১৮।

[৬৮৬] সুফইয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত আসার।

[৬৮৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

'তিনি তো আল্লাহ-অভিমুখীদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল।'[৬৮৮]

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উবাইদ ইবনু উমাইর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তারা ওই সকল বান্দা, যারা নির্জনতায় তাদের পাপাচারের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।"[৬৮৯]

পাপাচারের কথা মনে আসামাত্রই তাওবা করা

১১৬৪. আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ

'এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল—প্রত্যেক আল্লাহ-অভিমুখী হেফাজতকারীর[৬৯০] জন্য।'

ইবনু লাহিআ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনু হুবায়রাহ বলেছেন, "أَوَّابٍ حَفِيظٍ-এর অর্থ হলো যে তার পাপাচারের কথা মনে আসামাত্রই আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।"[৬৯১]

অন্তর ও কর্ম দ্বারা আল্লাহর প্রতি অভিমুখী হওয়া

১১৬৫. আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

'তিনি তো আল্লাহ-অভিমুখীদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল।'[৬৯২]

জাফর ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত, এর ব্যাখ্যায় হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যারা অন্তর ও কর্ম দিয়ে আল্লাহ-মুখী হয়।"[৬৯৩]

মুমিন বান্দাকে পরীক্ষা

১১৬৬. আবু যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা

---

[৬৮৮] সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ২৫।

[৬৮৯] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৪৪৫, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৯০] নিজেকে পাপাচার থেকে হেফাজতকারী।

[৬৯১] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৯২] সূরা বানী ইসরাঈল: আয়াত ২৫।

[৬৯৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

বলেন, হে জিবরাঈল, আমার মুমিন বান্দা অন্তর থেকে যে মিষ্টতা পাচ্ছে, তা মুছে দাও। মুমিন বান্দা তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে; সে তার অন্তরে যে প্রশান্তি পেতো তা খুঁজে বেড়ায়। তার ওপর এমন মুসবিত নেমে আসে যা আগে কখনও আসেনি। বান্দার এ অবস্থা দেখে আল্লাহ বলেন, হে জিবরাঈল, তুমি আমার বান্দার অন্তর থেকে যা মুছে দিয়েছ, তা ফিরিয়ে দাও। আমি তাকে পরীক্ষা করেছি এবং তাকে সত্যবাদী পেয়েছি। আমার পক্ষ থেকে আমি তাকে আরও বাড়িয়ে দেব। বান্দা যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন না।[৬৯৪]

আল্লাহ অন্তর ও কাজ দেখেন

১১৬৭. ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ صَالِحٌ تَحَنَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ بَنِي آدَمَ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

"আল্লাহ তাআলা কখনোই তোমাদের চেহারা দিয়ে বিচার করেন না, সম্পদ দিয়েও না; বরং তিনি তোমাদের অন্তরের প্রতি লক্ষ করেন। যার অন্তর সত্যনিষ্ঠ, আল্লাহ তার প্রতি দয়ালু হন। তোমরা আদমের বংশধর, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সবচেয়ে তাকওয়াবান।"[৬৯৫]

বনি আদমের অন্তরের বিক্ষিপ্ততা

১১৬৮. মূসা ইবনু আলি বলেন, আমার বাবা বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فِي كُلِّ وَادٍ شُعْبَةً، مَنِ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِهِ فِي أَيِّ وَادٍ هَلَكَ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ كَفَاهُ تِلْكَ الشُّعَبَ كُلَّهَا.

"আদম-সন্তানের অন্তর খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভিন্ন উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে (বিভিন্ন রকমের চিন্তায় অন্তর ডুবে রয়েছে)। যে ব্যক্তি পদে পদে তার

[৬৯৪] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬৯৫] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সমার্থবোধক হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ছড়িয়ে-থাকা অন্তরের অনুসরণ করে, সে যে উপত্যকাতেই ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকুক, আল্লাহর তাতে কিছু আসে-যায় না। আর যে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে ও তাঁর অভিমুখী হয়, তিনি তার জন্য তার অন্তরের সমস্ত খণ্ডের জন্য যথেষ্ট হন (তাকে ভালো চিন্তায় সাহায্য করেন ও খারাপ চিন্তা থেকে বিরত রাখেন)।"[৬৯৬]

দুঃখভারাক্রান্ততাও ইবাদাত

১১৬৯. সুফইয়ান সাওরি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর যত ইবাদাত করা হয়, তার মাঝে অন্যতম (ইবাদাত) হলো দীর্ঘস্থায়ী দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় (আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকা)।"[৬৯৭]

চেহারায় ঈমানের উজ্জ্বলতা

১১৭০. মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাদীস থেকে জেনেছি যে, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু একবার মদীনায় এসে বললেন, হে মদীনার বাসিন্দারা, কী ব্যাপার, তোমাদের চেহারায় ঈমানের মিষ্টতা (উজ্জ্বলতা) দেখতে পাচ্ছি না যে? যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, জঙ্গলের গুইসাপও যদি ঈমানের স্বাদ পায়, তার চেহারায়ও ঈমানের মিষ্টতা ফুটে উঠবে।

মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "কেউ যদি তার ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তার ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হয়।"[৬৯৮]

ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকতে হয়

১১৭১. আবূ ইদরিস খাওলানি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "জমিনের অধিবাসীরা যদি তার ঈমান চলে যাওয়ার ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে না থাকে, তা হলে (সত্যি সত্যিই) তার ঈমান চলে যায়।"[৬৯৯]

ইসলামের সম্পর্ক বাদে অন্যকিছুর পরোয়া না করা

১১৭২. সুফইয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু

---

[৬৯৬] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সমার্থবোধক হাদীস মাওকুফ ও মারফূরূপে বর্ণিত হয়েছে।

[৬৯৭] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৯৮] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৯৯] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আনহু একবার আবূ উবাইদা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেলেন। কিছু একটা দেখে যেন তাঁর ভালো লাগেনি। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু আবূ উবাইদার স্ত্রীকে বললেন, তুমি এই এই কাজ করেছ? তোমাকে শাস্তি দেওয়ার কথা চিন্তা করেছি। তিনি বললেন, আপনি তা পারবেন না (কারণ, চিরস্থায়ী কষ্ট দেওয়ার মালিক আল্লাহ)। আবূ উবাইদা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সে সামর্থ্য দিয়েছেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তখন আবূ উবাইদাকে বললেন, আপনি ইসলামের এমন-একটি অবস্থায় পৌঁছেছেন যা আপনাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে ছাড়বে। (এটা শুনে) তাঁর স্ত্রী বললেন, হে উমর, আপনি কি আমার থেকে ইসলাম ছিনিয়ে নিতে পারবেন? উমর বললেন, না। আবূ উবাইদার স্ত্রী তখন বললেন, তা হলে আর (আপনার শাস্তির) ভয় কীসের?[৭০০]

মহান রবের সঙ্গে বান্দার পরামর্শ ও এর দ্রুত ফলাফল

১১৭৩. আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়নাব বিনতু জাহাশ রদিয়াল্লাহু আনহা-এর ইদ্দত পালন শেষ হয়ে গেলে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইদকে বললেন, তুমি তাকে আমার প্রস্তাব দাও। যাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি গিয়ে বললাম, হে যায়নাব, সুসংবাদ গ্রহণ করো, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে স্মরণ করছেন। তিনি বললেন, আমি আমার মহান রবের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করব না। এ কথা বলে তিনি তাঁর সালাত পড়ার স্থানে চলে গেলেন। এ সময় কুরআনের (এ সংশ্লিষ্ট) আয়াত অবতীর্ণ হলো। ফলে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি ছাড়াই তাঁর বাড়িতে এলেন।[৭০১]

আবুদ দারদার উপদেশ

১১৭৪. হাসান বসরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হে আদম-সন্তান, এমনভাবে আমল করো যেন তুমি আল্লাহকে তোমার সামনে দেখতে পাচ্ছ। নিজেকে মৃত মনে করো। আর মজলুমের বদদুআ থেকে বেঁচে থাকো।

[৭০০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৭০১] হাদীসটি সহীহ। নাসাঈ, সুনান, হাদীস নং ৮১৮০; মুসলিম, হাদীস নং ৩৫৭৫।

তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "খাদ্য ও পানীয় ছাড়া অন্য কোথাও যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামাত দেখে না, তার আমল কমে যায় এবং তার শাস্তি এসে উপস্থিত হয়।"[৭০২]

যে-কোনো আমলের পূর্ণতার শর্ত

১১৭৫. আবূ উবাইদা ইবনু উকবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কাজকে পূর্ণতা দিতে চাইলে আগে নিয়ত শুদ্ধ করে নিয়ো। বান্দা ভালো কাজের নিয়ত করলেও আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রতিদান দিয়ে থাকেন।"[৭০৩]

রাত জেগে আল্লাহর ইবাদাত

১১৭৬. সালিম ইবনু আবিল জা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যাইদ একবার সালাম ইবনু রবীআর কাছে থেকে গেলেন। উদ্দেশ্য, তিনি কী আমল করেন, তা দেখা। দেখলেন যে তিনি রাতের বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তারপর এই দুআ পড়লেন— سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ النَّبِيِّينَ، وَإِلَهِ الْمُرْسَلِينَ 'আল্লাহ মহামহিম, যিনি নবিগণের প্রতিপালক, রাসূলগণের ইলাহ।' তারপর কয়েক রাকআত সালাত পড়লেন। সালাত শেষে বললেন, হে যাইদ, তুমি আমাকে যথেষ্ট রাত্রিজাগরণের (অভ্যাস) দাও, আমি তোমাকে যথেষ্ট ঘুম দেব।"[৭০৪]

গোপনে কুরআন তিলাওয়াত

১১৭৭. সুফইয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রবী' ইবনু খুসাইম-এর দাসী সুররিয়্যাহ্ বলেছেন, "রবী' ইবনু খুসাইম কুরআন তিলাওয়াত করার সময় যদি কেউ চলে আসত, তিনি সাথে সাথে কুরআন মাজিদ ঢেকে ফেলতেন।"[৭০৫]

আত্মতৃপ্তির ভয়ে ইমামতি ত্যাগ

১১৭৮. সুফইয়ান সাওরি বলেন, "আবূ ওয়ায়িল একবার ইমামতি করলেন। তার তিলাওয়াত তাঁর কাছে খুব সুমধুর মনে হলো। একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি। এরপর থেকে তিনি ইমামতি ছেড়ে দিলেন।"[৭০৬]

---

[৭০২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৭০৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭০৪] হাদীসটির সনদ সহীহ্ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭০৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭০৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

জালিমদের আবাসভূমিতে প্রবেশের নিয়ম

১১৭৯. সালিম ইবনু আবদিল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরের[৭০৭] পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন,

لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ.

"যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তোমরা তাদের আবাসভূমিতে কান্নাকাটি করতে করতে প্রবেশ করো। তাদের যা (যে শাস্তি) আক্রান্ত করেছে, তোমাদেরও তা আক্রান্ত করতে পারে ভেবে শঙ্কিত থেকো। (এ কথা বলে) তিনি বাহনের ওপর থাকা অবস্থায়ই চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেললেন।[৭০৮]

আল্লাহ তাআলার তিনটি অপছন্দনীয় কাজ

১১৮০. ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ، وَالرَّفَثَ فِي الصِّيَامِ، وَالضَّحِكَ عِنْدَ الْمَقَابِرِ

"তোমাদের সালাতে অনর্থক কাজ, সাওমে অশ্লীলতা ও কবরস্থানে হাসাহাসি করা আল্লাহ তাআলা খুবই অপছন্দ করেন।"[৭০৯]

কর্তব্য পালন না করেই রহমত প্রত্যাশা

১১৮১. রবী' ইবনু খুসাইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বান্দা তার রবের কাছে কাকুতি-মিনতি করে বলে, আপনি তো নিজের দয়া ও রহমত আবশ্যক করে নিয়েছেন—এই ধরনের (দুআ শুনে) আমি অবাক হই না। আমি কখনও কাউকে বলতে শুনিনি যে, আমার ওপর যে দায়িত্ব ছিল তা আমি পালন করেছি, সুতরাং আপনার যা কর্তব্য রয়েছে তা করুন। (এই ধরনের দুআ

---

[৭০৭] হিজর : মাদায়িনে সালিহ আলাইহিস সালাম। এখানকার অধিবাসীদের কথা 'আসহাবুল হিজর' নামে কুরআনের সূরা হিজরে উল্লেখ করা হয়েছে। জায়গাটি মদীনায় অবস্থিত।

[৭০৮] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, হাদীস নং ৩২০০; মুসলিম, হাদীস নং ৭৬৫৬।

[৭০৯] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

শুনে আমি অবাক হই)"[৭১০]

তিনটি কাজ অপছন্দনীয়

১১৮২. ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: اللَّغْوَ عِنْدَ الْقُرْآنِ، وَرَفْعَ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّخَصُّرَ فِي الصَّلَاةِ

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের তিনটি কাজ খুবই অপছন্দ করেন। ১. কুরআন তিলাওয়াতের সময় অনর্থক কাজ করা; ২. দুআয় কণ্ঠস্বর উঁচু করা এবং ৩. সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা।"[৭১১]

নিজের সঙ্গে কথা বলা

১১৮৩. আবূ হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমির ইবনু আবদি কাইসকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি সালাতের মধ্যে মনে মনে কিছু ভাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা চলে যাওয়ার পর প্রশ্নকারীদের অথবা সবাইকে বললেন, আমি মহান রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ও তাঁর সামনে থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে নিজের সঙ্গে কথা বলি।[৭১২]

কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

১১৮৪. আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রবী' ইবনু খুসাইম তাঁর গোত্রের লোকদের ইমামতি করতেন। একদিন সালাত শেষ করে তাদের মুখোমুখি বসে বললেন, তোমরা ভালো কথা বলো, ভালো কাজ করো, সৎ কাজের ওপর অটল থাকো, বেশি বেশি কল্যাণকর কাজ করো। খারাপ কাজ কম করো। তোমাদের উচ্চাশা যেন বেড়ে না যায়, এতে অন্তর কঠিন হয়ে পড়বে। তোমরা ওই মানুষদের মতো হোয়ো না, যারা মুখে মুখে বলে যে আমরা শুনলাম (ও আনুগত্য করলাম); অথচ তারা শুনেনি (আনুগত্যও করেনি)।"[৭১৩]

---

[৭১০] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭১১] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[৭১২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭১৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

লটকানো আমলনামা

১১৮৫. আল্লাহ তাআলার বাণী—

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

'আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'[৭১৪]

জাফর ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "প্রত্যেক আদম-সন্তানের গলায় একটি মালা থাকবে, তাতে তার আমলনামা লটকানো থাকবে। আমলানামা গোটানো অবস্থায় তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। পুনরুত্থানের পর আমলনামা তার সামনে মেলে ধরে বলা হবে— اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 'পড়ো তোমার কিতাব (আমলনামা), আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'[৭১৫]

অর্থাৎ, হে আদম-সন্তান, তোমার স্রষ্টা ইনসাফ করেছেন। তোমাকেই তোমার হিসাব-নিকাশকারী নিযুক্ত করেছেন।"[৭১৬]

বিচক্ষণ আত্মরক্ষা

১১৮৬. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হে আদম-সন্তান, নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো। সুতরাং বিচক্ষণভাবে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করো। কারণ, একবার আগুনে পড়লে আর কখনও উঠতে পারবে না।"[৭১৭]

ঈমান আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পূর্ণতা পায় না

১১৮৭. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ঈমান স্রেফ মনের আশা বা সাজসজ্জা দিয়ে পূর্ণতা পায় না। বরং তা অন্তরে গেঁথে গেলে এবং আমলের (দ্বারা) বাস্তবায়ন করলেই তা পূর্ণতা পায়।"[৭১৮]

---

[৭১৪] সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ১৪।

[৭১৫] সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ১৪।

[৭১৬] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭১৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭১৮] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৫০৪, হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তৃতা

১১৮৮. শা'বি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইয়ামানে পাঠালেন। তিনি ওখানে যাওয়ার পর মানুষ তাঁর কাছে সমবেত হলো। তিনি তাঁদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান শেষে বললেন, হে লোকসকল, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দূত হিসেবে আমি তোমাদের কাছে এই বার্তা নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁর সঙ্গে কোনো-কিছুকে শরিক কোরো না। সালাত কায়েম করো। তোমরা যদি আমার আনুগত্য করো, আমি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করব। তা হলো আল্লাহর পথ, জান্নাতের পথ এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার পথ। আখিরাত চিরস্থায়ী আবাসস্থল, ওখান থেকে বের হওয়া যাবে না; চিরকাল থাকতে হবে, কোনো মৃত্যু নেই।[৭১৯]

কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

১১৮৯. আল্লাহ তাআলার বাণী—

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

'তোমাদের কেউ কি চায় যে তার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে...'

আবদুল্লাহ ইবনু আবী নাজিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "ওই ব্যক্তির মতো, যে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ আনুগত্যের ব্যাপারে অবহেলা করেই যায়। দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে কাজ না করা যেন এমন-এক বাগানের মালিক হওয়ার মতো—تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ 'যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সব ধরনের ফলমূল আছে, যখন সে লোক বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল থাকে; এমন সময় তার (বাগানের) ওপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও তা জ্বলে যায়।'[৭২০]

আল্লাহর আনুগত্যে অবহেলাকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা এই লোকের মতো, যার বাগান আগুনে পুড়ে গেছে। তিনি বয়োবৃদ্ধ, কোনো-কিছুই তার কাজে আসেনি।

[৭১৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৭২০] সূরা বাকারা : আয়াত ২৬৬।

তার সন্তানেরাও ছোটো ও দুর্বল, তারাও কোনো কাজে আসেনি। আল্লাহর আনুগত্যে অবহেলাকারী ব্যক্তির অবস্থাও অনুরূপ, মৃত্যুর পর সবকিছু তার জন্য আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[৭২১]

ভালো কাজের সুযোগ থাকার পরও পাপকাজ করা

১১৯০. উবাইদ ইবনু উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু একবার নবিজির সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন,— أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ 'তোমাদের কেউ কি চায় যে তার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে...'— এই আয়াত কোন ব্যাপারে নাযিল হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহই ভালো জানেন। এ কথা শুনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু রেগে গেলেন। বললেন, হয় উত্তর দিন, না হয় বলুন জানি না। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি বলি? উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, বলো, হে ভাতিজা। নিজেকে তুচ্ছ মনে কোরো না। ইবনু আব্বাস বললেন, এই আয়াতে আমলের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। উমর বললেন, কোন আমলের? ইবনু আব্বাস বললেন, আমলের। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এমন লোকের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, যাকে ভালো ও সৎকাজের তাওফীক দেওয়া হয়েছে। পরে শয়তান এসে তাকে ধোঁকা দিয়েছে এবং সে নাফরমানি ও পাপকাজ করতে শুরু করেছে। এভাবে তার সব কাজই পাপাচারে নিমজ্জিত হয়েছে।[৭২২]

দুনিয়ার অংশ

১১৯১. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

'এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।'[৭২৩]

ইবনু আবী নাজিহ থেকে বর্ণিত, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী আমল করা দুনিয়ার অংশ, যার জন্য

[৭২১] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭২২] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আবদুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকা অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৭২৩] সূরা কাসাস : আয়াত ৭৭।

আখিরাতে প্রতিদান দেওয়া হবে।"[৭২৪]

বিনা হিসাবে জান্নাত পাবে

১১৯২. রিফাআ জুহানি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে কাদীদ নামক অঞ্চলে ছিলাম। তিনি বললেন,

وَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ، وَأَزْوَاجِكُمْ، وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ.

"আমার প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার মানুষকে বিনা হিসেবে এবং কোনো শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এবং আমি আশা করি যে, তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমাদের কেউ (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে না।"[৭২৫]

ক্ষণস্থায়ী বস্তু নিয়েও কৃপণতা

১১৯৩. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى

'এবং কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে... ।"[৭২৬]

জাফর ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যা ধ্বংস হয়ে যাবে তা নিয়ে কৃপণতা করেছে এবং প্রকৃত সচ্ছলতা ছাড়াই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে।"[৭২৭]

---

[৭২৪] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭২৫] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৪০৮, সনদ দুর্বল। তবে প্রথম অংশ সহীহ সনদে বর্ণিত।

[৭২৬] সূরা লাইল : আয়াত ৮।

[৭২৭] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

কিয়ামাত নিকটবর্তী

কতিপয় উপকারী উপদেশ

১১৯৪. মুহাম্মাদ ইবনু কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় একজন লোক তাঁর কাছে এল। লোকটি তাঁকে বলল, আবুদ দারদা, আমাকে এমনকিছু উপদেশ দিন যা দিয়ে আশা করা যায় আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন এবং আমি আপনাকে মনে রাখব। আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি একটি রহমতপ্রাপ্ত উম্মতের সদস্য। ফরজ সালাত ভালোভাবে আদায় করবে, ফরজ যাকাত প্রদান করবে। রমাদান মাসে সাওম রাখবে। কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে; অথবা বলেছেন, নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকবে। তা করতে পারলে তোমার সৌভাগ্য। মনে হলো, লোকটি তাঁর উপদেশবাণীতে সন্তুষ্ট হলো না। এমনকি আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু তিন বার তাঁর কথাগুলো বললেন। এতে প্রশ্নকারী লোকটি রেগে গিয়ে বলল—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

‘আমি যেসব স্পষ্ট নির্দশ ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য তা কিতাবে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন করে, নিশ্চয় আল্লাহ

তাদের লানত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদের অভিশাপ দেয়।'[৭২৮] এ কথা বলে সে বেরিয়ে গেল। আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ওকে থামাও, ফিরিয়ে নিয়ে এসো। মানুষজন তাকে আবার নিয়ে এল। আবুদ দারদা বললেন, আফসোস তোমার জন্য। আচ্ছা, ধরো তোমার জন্য চার হাত গর্ত খোঁড়া হলো। তাতে তুমি নিমজ্জিত হলে। তারপর দুইজন কালো ফেরেশতা এলেন : একজন মুনকার, অন্যজন নাকির। তারা তোমাকে পরীক্ষা করলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কেমন লাগবে তোমার? তুমি যে অবস্থায় আছ তা থেকে যদি তাওবা করো তা হলে তো ভালো, অন্যথায় তোমার সর্বনাশ। কিয়ামাতের দিন তুমি এমন ভূমিতে দাঁড়াবে যেখানে তোমার পায়ের নিচে আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। যদি আরশের ছায়া পাও তা হলে তো ভালো; আর সূর্যের নিচে থাকলে তো সর্বনাশ। তারপর জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তা পূর্ব ও পশ্চিম দিক দখল করে থাকবে। পুলসিরাত থাকবে তার ওপর। জান্নাত থাকবে এই পুলসিরাত পার হওয়ার পর। যদি এই পুলসিরাত পার হতে পারো তবে তো মহাসৌভাগ্য! আর পুলসিরাত থেকে পড়ে গেলে সর্বনাশ। তারপর তিনি অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার কসম খেয়ে বললেন, এগুলো সবই সত্য।[৭২৯]

কিয়ামাতের ব্যাপারে সতর্কতা

১১৯৫. কাসামা ইবনু যুহাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীস থেকে আমি জেনেছি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَمَثَلِ قَوْمٍ خَافُوا الْعَدُوَّ فَبَعَثُوا رَبِيئَةً لَهُمْ تَرَى الْعَدُوَّ، فَأَبْصَرَ الرَّبِيئَةُ غَارَةَ الْعَدُوِّ، وَخَافَ إِنْ هَبَطَ مِنْ مَكَانِهِ يُؤْذِنُ قَوْمَهُ أَنْ تَبْدُرَهُ الْغَارَةُ إِلَى قَوْمِهِ، فَلَوَّحَ بِثَوْبِهِ مِنْ مَكَانِهِ وَنَادَى: يَا صَبَاحَاهُ

“আমার ও তোমাদের এবং কিয়ামাতের উদাহরণ এইরূপ। মনে করো, একটি সম্প্রদায় শত্রুর আগমনের আশঙ্কা করল। ফলে তারা অনুসন্ধানী ব্যক্তিকে পাঠাল শত্রুদের পর্যবেক্ষণের জন্য। অনুসন্ধানী ব্যক্তি দেখল যে, শত্রুরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। তার মনে হলো যেন, তার সম্প্রদায়কে সংবাদ

---

[৭২৮] সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৯।

[৭২৯] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

পাঠানোর আগেই শত্রুরা আক্রমণ করে বসবে। ফলে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে তার কাপড় ঘুরিয়ে চিৎকার করতে থাকল : আক্রমণ! আক্রমণ! (কিয়ামাতও আমার আগেই তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে। তাই আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি।)"[৭৩০]

কিয়ামাতের বেশি দেরি নেই

১১৯৬. কয়েকজন আনসার শাইখ বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ - وَأَلْصَقَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى - فِي نَفَسِ السَّاعَةِ

"আমার প্রেরিত হওয়া ও কিয়ামাতের সংঘটিত হওয়া এই দুটি বিষয় খুবই কাছাকাছি।" তিনি তর্জনী ও মধ্যমা একসঙ্গে করে দেখালেন (অর্থাৎ, আমার প্রেরণের পরে কিয়ামাতের আর বেশি দেরি নেই।)[৭৩১]

দুনিয়া আর বেশি দিন টিকবে না

১১৯৭. আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের আসরের সালাত পড়ালেন। তারপর প্রায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশে বয়ান করলেন। কিয়ামাত-দিবস পর্যন্ত যা যা ঘটবে তার সবকিছুর আলোচনা তিনি করলেন। যারা সেসব কথা মনে রেখেছে তারা মনে রেখেছে, আর যারা ভুলে গেছে তারা তো ভুলেই গেছে। শেষে সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন তিনি বললেন, আজকের দিবস যতটুকু চলে গেছে এবং যতটুকু বাকি আছে, তোমাদের দুনিয়াও ঠিক ততটুকু চলে গেছে এবং এতটুকু বাকি আছে।"[৭৩২]

কিয়ামাত প্রসঙ্গে সতর্কতা

১১৯৮. হাসান বসরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَكُمْ وَمَثَلَ السَّاعَةِ كَقَوْمٍ خَافُوا الْعَدُوَّ فَبَعَثُوا رَبِيئَةً لَهُمْ، فَلَمَّا

---

[৭৩০] কাসামা ইবনু যুহাইর মাযিনি থেকে বর্ণিত।

[৭৩১] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, হাদীস নং ৪৬৫২; মুসলিম, হাদীস নং ৬১৩৮; ২০৪২।

[৭৩২] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

فَارَقَهُمْ إِذَا هُوَ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ فَخَشِيَ أَنْ تَسْبِقَهُ الْعَدُوُّ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَلَمَعَ بِثَوْبِهِ يَا صَبَاحَاهُ، يَا صَبَاحَاهُ، إِنَّ السَّاعَةَ كَادَتْ تَسْبِقُنِي إِلَيْكُمْ.

"আমার ও তোমাদের এবং কিয়ামাতের উদাহরণ এইরূপ। মনে করো, একটি সম্প্রদায় শত্রুর আগমনের আশঙ্কা করল। ফলে তারা অনুসন্ধানী ব্যক্তিকে পাঠাল শত্রুদের পর্যবেক্ষণের জন্য। অনুসন্ধানী ব্যক্তি দেখল যে, শত্রুরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। তার মনে হলো যেন, তার সম্প্রদায়কে সংবাদ পাঠানোর আগেই শত্রুরা আক্রমণ করে বসবে। ফলে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে তার কাপড় ঘুরিয়ে চিৎকার করতে থাকল : আক্রমণ! আক্রমণ! আমার কাছেও মনে হয় যেন, কিয়ামাতও আমার আগে তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে।"[৭৩৩]

কিয়ামাতের আকস্মিকতা

১১৯৯. আবূ মুহাযযিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "দুটি লোকের হাতে তাদের নিক্তি থাকতে থাকতেই (হঠাৎ) কিয়ামাত হয়ে যাবে।"[৭৩৪]

কিয়ামাতের সংঘটন আসন্ন

১২০০. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ،

"আমার প্রেরিত হওয়া ও কিয়ামাতের সংঘটিত হওয়া এই দুটি বিষয় খুবই কাছাকাছি।" (এরপর তিনি তর্জনী ও মধ্যমা মিলিয়ে দেখালেন)।

তিনি যখন কিয়ামাতের কথা বলতেন, তাঁর দুই গাল লাল হয়ে যেত, স্বর উঁচু হতো এবং তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠতেন যেন তিনি সেনাদলের সতর্ককারী, যিনি তোমাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় সতর্ক করছেন।"[৭৩৫]

---

[৭৩৩] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[৭৩৪] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭৩৫] হাদীসটি সহীহ। মুসলিম, হাদীস নং ২০৪২; নাসাঈ, সুনান, হাদীস নং ১৭৮৬।

শিঙ্গায় ফুৎকার

১২০১. আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الأُذُنَ مَتَى يُؤْمَرُ، فَيَنْفُخُ

"শিঙ্গায় ফুৎকারকারী শিঙ্গায় মুখ লাগিয়ে রেখেছেন। কান পেতে রেখেছেন কখন তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, নির্দেশ পাওয়ামাত্রই তিনি ফুৎকার দেবেন। এ অবস্থায় ভোগ-বিলাস করা কীভাবে সম্ভব?"

এসব কথা সাহাবিদের কাছে কঠিন মনে হলো। ফলে তিনি বললেন— قُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ "তোমরা বলো, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।"[৭৩৬]

প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে পরকালে জিজ্ঞাসাবাদ

১২০২. হিব্বান ইবনু আবী জাবালা তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কিয়ামাতের দিন সবার আগে ডাকা হবে ইসরাফীলকে। আল্লাহ তাঁকে বলবেন, তুমি কি আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছ? তিনি বলেন, জি, আমার প্রতিপালক! আমি তা জিবরাঈলের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তারপর জিবরাঈলকে ডেকে আল্লাহ বলবেন, ইসরাফীল কি তোমার কাছে আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছে? তিনি বলবেন, জি। তখন ইসরাফীলকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ জিবরাঈলকে বলবেন, তুমি আমার পয়গাম কী করেছ? তিনি বলবেন, আমি তা রাসূলদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তখন রাসূলদের ডেকে আনা হবে। আল্লাহ তাঁদের বললেন, জিবরাঈল কি তোমাদের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে? তাঁরা বলবেন, জি। তখন জিবরাঈলকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ রাসূলদের বলবেন, তোমরা কি আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছ? তাঁর বলবেন, জি, আমরা আপনার বার্তা উম্মতদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তখন উম্মতদের ডেকে পাঠানো হবে। আল্লাহ তাদের বলবেন, রাসূলগণ কি তোমাদের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে? তখন উম্মতের কেউ মিথ্যা বলবে, কেউ সত্য বলবে। তখন রাসূলগণ বলবেন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাক্ষী রয়েছে। আল্লাহ বলবেন, তারা কারা? রাসূলগণ বলবেন, তারা হলো মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৭৩৬] হাদীসটির সনদ সহীহ লি-গাইরিহি।

ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত। তখন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতকে ডেকে আনা হবে। আল্লাহ তাদের বলবেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে রাসূলেরা আমার বার্তা তাদের উম্মতদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে? তারা বলবেন, হ্যাঁ। তখন অন্যান্য উম্মতেরা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক, তারা কীভাবে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে? এরা তো আমাদের (দেখা) পায়নি! মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ অথচ তোমরা তাদের (দেখা) পাওনি? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন, আমাদের ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। আপনি কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবিগণ আপনার বার্তা তাদের উম্মতদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার বাণী— وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 'এইভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যেন তোমরা অন্যান্য জাতির সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষ্যদানকারী হন।'[৭৩৭]-[৭৩৮]

হুসাইন বলেন, আমার ধারণা তিনি الْوَسَطُ শব্দটির অর্থ الْعَدْلُ (মধ্যপন্থী) বলেছেন।

ছূর শব্দের অর্থ

১২০৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একজন গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, (কুরআনে উল্লেখিত) ছূর মানে কী? তিনি বললেন, قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ এটি একটি শিঙা, যাতে ফুৎকার দেওয়া হবে।"[৭৩৯]

সমাপ্ত

[৭৩৭] সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৩।

[৭৩৮] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত। অনুরূপ হাদীস মারফুরূপে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ আহমাদ, ৩/৩২; ইবনু মাজাহ, সুনান, ৪২৮৪; ইবনু হিব্বান, সহীহ, ৬৪৭৭।

[৭৩৯] হাদীসটির সনদ সহীহ।

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশনাসমূহ

	বই	লেখক
০১	রাসূলের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
০২	সাহাবিদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
০৩	তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
০৪	সীরাতুন নবি ﷺ -১	শাইখ ইবরাহীম আলি ﷺ
০৫	সীরাতুন নবি ﷺ -২	শাইখ ইবরাহীম আলি ﷺ
০৬	সীরাতুন নবি ﷺ -৩	শাইখ ইবরাহীম আলি ﷺ
০৭	সীরাতুন নবি ﷺ -৪	শাইখ ইবরাহীম আলি ﷺ
০৮	মৃত্যু থেকে কিয়ামাত	ইমাম বাইহাকি ﷺ
০৯	আত্মশুদ্ধি	আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী ﷺ
১০	আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল	ইমাম ইবনু আবিদ দুন্ইয়া ﷺ
১১	জীবিকার খোঁজে	ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ
১২	বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া	শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি কাহতানি ﷺ
১৩	মুমিনের পাথেয়	ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ

এই দুনিয়া চিরস্থায়ী কোনো আবাস নয়। ক্ষণিকের জন্যেই এখানে আসা। এখানকার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া সবই সামান্য সময়ের জন্যে। আর এই সামান্য সময়টুকুই এপারের জীবনের একমাত্র পুঁজি। এই পুঁজিটুকু যেভাবে কাজে লাগানো হবে, তার চিরস্থায়ী প্রতিদান পাওয়া যাবে ওপারে। তাই এপারে থাকাকালীন মুহূর্তগুলোতে অন্য আর দশটা বিষয় না জানলেও একটা বিষয় খুব ভালোভাবে জানা প্রয়োজন—দুনিয়ার এই সময়টুকু কোন কাজে লাগালে অনন্ত অসীম সময়ে আমি ভালো থাকতে পারব, এখন কোন কোন কাজকে গুরুত্ব দিলে ওপারের জীবনে আমাকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। তা না হলে, চোখের পলকেই শেষ হয়ে যাবে এই ছোট্ট সফরখানি। তারপর শুধুই আফসোস আর আফসোস রয়ে যাবে, যা কোনো উপকারেই আসবে না। তাই ক্ষণিকের এই সফর ফুরোবার আগেই আমাদের পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। আর এই কিতাবটি সে লক্ষ্যেই...

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

- প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে রচিত মূল্যবান হাদীসের কিতাব।

- কিতাবটির লেখক হলেন বিখ্যাত ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀। যিনি ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমেরও অনেক আগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তিনি সাহচর্য পেয়েছিলেন ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালিক রহিমাহুমুল্লাহ-র। তাঁর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু ইদরিস বলেছেন যে, "আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক যে হাদীস জানেন না, ওটা জেনে আমাদেরও কোনো কাজ নেই।"

- দুনিয়ার জীবনে উত্থানের সিঁড়ি ও পতনের অলিগলি এই কিতাবটি হাত ধরে দেখিয়ে দেবে।

- মুমিনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক-জীবনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে ধারণা দেবে।

- বাসায় ও মাসজিদে প্রতিদিন তালীম করার মতো অসাধারণ একটি কিতাব।

- সাহাবি, তাবিয়ি ও তাবি-তাবিয়িগণ তাঁদের পুরোটা দিন কীভাবে কাটাতেন, কীভাবে তাদের সুখ-দুঃখের সময়গুলো পার করতেন, কীভাবে নিজেদেরকে আল্লাহমুখী করে রাখতেন, তার এক বাস্তব রূপ আমাদের সামনে ফুটে উঠবে।